# আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১

# স্মরণিকা

তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১

# স্মরণিকা

তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

# স্মরণিকা

উপদেষ্টা
মরতুজা আহমদ, প্রধান তথ্য কমিশনার

সম্পাদক
সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার

প্রকাশনা কমিটি
সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার - আহ্বায়ক
ড. মোঃ আঃ হাকিম, পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) - সদস্য
এ, কে, এম, আনিছুজ্জামান, উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) - সদস্য
লিটন কুমার প্রামাণিক, জনসংযোগ কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

প্রকাশনায়
তথ্য কমিশন
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

ওয়েবসাইট
www.infocom.gov.bd

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৩ আশ্বিন ১৪২৮
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

# বাণী

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার" এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তি ও জানা প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেমন নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের ক্ষমতায়নকেও সুদৃঢ় করে। জনগণের এ অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েই সরকার 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়ন এবং আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এ আইন আবশ্যিকভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণকে দিয়েছে আইনি ভিত্তি। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের পাশাপাশি দেশের সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, নাগরিক সমাজ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণতা পেতে পারে।

বৈশ্বিক করোনা মহামারির প্রভাবে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। এই ক্রান্তিকালে তথ্যের অবাধ, সঠিক ও সময়োচিত প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সুশাসন নিশ্চিত হবে। এছাড়া জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্কও সমুন্নত থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের এই শুভক্ষণে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি সকলকে ধৈর্য, সাহস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ আশ্বিন ১৪২৮
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

# বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এবারও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র, শোষণ-বঞ্চনা ও দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার নবম জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে এবং এটি বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন গঠন করে। কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জনগণ এ আইনের ফলে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষমতার অধিকারী হন। এই আইন জনগণের ক্ষমতায়নের পথকে অবারিত করেছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বিস্তৃত করতে আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর অনুমোদন প্রদান করি। এ পর্যন্ত ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেল এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার ব্যবস্থা সুলভ ও সহজতর হয়েছে। সংসদ টেলিভিশন চালুর মাধ্যমে সংসদ অধিবেশনের তথ্যাদি গণমানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছানো হচ্ছে।

নাগরিক সুবিধা প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে- এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বাংলাদেশসহ বিশ্ব এখন বহুমাত্রিক সংকটে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সবাইকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ এর সার্বিক সফলতা প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি
মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


# বাণী

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৯ মার্চ, ২০০৯, নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করেন। ইউনেস্কো নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে এবারের আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১ পালিত হচ্ছে। তথ্য কমিশন দিবসটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

"তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় এবছরও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১ পালিত হচ্ছে।

বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর ভয়ালগ্রাসে সারাবিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের দেশে এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই সংকট ও ক্রান্তিকালে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১ উদ্‌যাপন সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর লালিত সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যের অন্যতম ধাপ হিসেবে তাঁর সুযোগ্যকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেন। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কার্যালয়, সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কর্মকাণ্ড বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে।

কোভিড-১৯ মহামারিতে বিশ্বের অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। প্রতিনিয়ত মানুষকে মহামারীর সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। প্রশাসনিক, দাপ্তরিক, বিচারিক আদালত প্রায় সকল কাজই মহামারিকে সঙ্গে নিয়েই সম্পন্ন করতে হচ্ছে। তথ্য কমিশনও এর ব্যতিক্রম নয়। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রচার ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে সকল কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করাসহ জনগণের সঠিক তথ্য লাভে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি

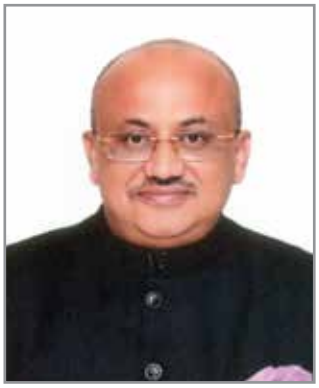

ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

তথ্য অধিকার প্রয়োগে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ করার লক্ষ্যে সারা দেশে "তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১ পালিত হচ্ছে।

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুসংহত ও দৃঢ়করণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার দেশের জনগণকে একটি নতুন সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্থ করছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করেছেন জনমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, ব্যবসায়ী, বেঁদে, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী, হিজড়া, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ রাষ্ট্রের কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর সুফল ভোগ করছে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সৃষ্ট সচেতনতা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। রাষ্ট্র টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ।

নভেল করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমনে বিশ্ব আজ গভীর সংকটে। এই সংকটকালীন সময়ে তথ্য অধিকার আইন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১ এর সফল উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনগণ তথ্য অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হবে। আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি)
১।৯।২১

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

# বাণী

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সঠিক তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার সচেতনতা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই "তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ পালনের উদ্দেশ্যে দেশের কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই তথ্য জানার অধিকার বা তথ্যে প্রবেশাধিকারের ধারণাটি পৃথিবীতে বিদ্যমান। আদান-প্রদানের অভাবনীয় ও অত্যাশ্চর্য সব যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবাদে তথ্য আধুনিক সভ্যতার অন্যতম চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তথ্য চাওয়ার, পাওয়ার এবং প্রকাশের অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেয়েছে। এছাড়াও এ আইনের আওতায় বিষয় ভিত্তিক পৃথক পৃথক বিধি, প্রবিধি ও সহায়িকা প্রণীত হয়েছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ঘরে বসেই তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা একদিকে চলমান করোনা যুদ্ধে যেমন জীবন ও জীবিকার সংকট মোকাবেলায় ভূমিকা রাখছে অন্যদিকে তেমনি কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতের দ্বারকে অনেক বেশি প্রশস্ত করেছে। তথ্যের এই অবাধ প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মহাসড়কে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় রাখতে আমাদের সকলের তথ্য অধিকার সম্পর্কে জানা ও সচেতন থাকা একান্ত জরুরী।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও চর্চার এক যুগ পূর্তি হয়েছে। ফলে এবার দিবস পালনে এক বিশেষ মাত্রা যোগ হয়েছে। সেদিক থেকে এবারের মূল প্রতিপাদ্যও গুরুত্ববহ হয়েছে। কেননা বিশ্বব্যাপী দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য সব মানুষের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনেও সকল নাগরিকের তথ্য চাওয়ার ও পাওয়ার আবশ্যিক ও আইনী অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এক যুগে এর বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব হয়েছে এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আমাদের সক্ষমতা ও করণীয় যা আছে তার সবটুকু সদ্ব্যবহারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দেশের সকল মানুষ বিশেষত: পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক জনগোষ্ঠি যাতে তথ্যে তার আবশ্যিক অধিকারের বিষয়টি সম্যকভাবে জানতে পারে, বুঝতে পারে, প্রয়োজনীয় সকল তথ্যে সাবলীলভাবে প্রবেশ করতে পারে সর্বোপরি এর প্রয়োগ করে লাভবান হতে পারে সে পথ মসৃণ করার অঙ্গীকারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে আমাদের সকলের।

**মরতুজা আহমদ**

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এ উদ্দেশ্য পূরনকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস করেন।

"তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার" প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। এটি একদিকে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, অন্য দিকে জনগণের তথ্যের চাহিদা পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক তথ্যের প্রবাহ ধারায় জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণসহ জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে জানানো এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নানাবিধ প্রচারণা ও কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বর্তমান কোভিড -১৯ পরিস্থিতিতেও সরকার স্বপ্রণোদিতভাবে স্বচ্ছ ও অবাধ তথ্য প্রবাহ অব্যাহত রেখেছে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন সরকারের এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মকবুল হোসেন পি এ এ

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় | ১২ |
| *তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার - প্রেক্ষিত পর্যালোচনা*<br>মরতুজা আহমদ | ১৩ |
| তথ্য আমার অধিকার<br>জানা আছে কি সবার<br>সুরাইয়া বেগম এনডিসি | ১৮ |
| "তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার"<br>"তথ্য আমার অধিকার জানতে হবে সবার"<br>এম.আজিজুর রহমান | ২১ |
| **DIGITAL SECURITY IN THESE TROUBLED TIMES**<br>Muhammad Zamir | ২৫ |
| টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে তথ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে<br>ড. মো. গোলাম রহমান | ২৮ |
| তথ্য অধিকার আইন: লক্ষ্য, অর্জন ও আইনগত প্রতিবন্ধকতা<br>নেপাল চন্দ্র সরকার | ৩১ |
| তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম | ৩৯ |
| তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯<br>-কিছু প্রাসঙ্গিক কথা<br>মোঃ আব্দুল করিম, এনডিসি | ৫৯ |
| **Ensuring women's access to information in Bangladesh**<br>Laura Neuman | ৬৩ |
| স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে এখন আত্মোপলব্ধি ও আত্মোন্নয়নের সময়<br>হাসিবুর রহমান ও হামিদুল ইসলাম হিল্লোল | ৬৯ |
| তথ্যের গোপনীয়তা রোধে তথ্য অধিকার আইন শক্তিশালী হোক<br>হোজ্জাতুল ইসলাম | ৭২ |
| **Usefulness and facet of RTI**<br>MD IMAM HOSSAIN | ৭৪ |
| তথ্য অধিকার ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট<br>মীর আন্-নাজমুস সাকিব | ৭৬ |
| তথ্য অধিকার আইন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ<br>মোঃ তরিকুল ইসলাম | ৭৮ |
| তথ্য অধিকারের চর্চা: খসড়া কিছু উপলব্ধি<br>বাবুল চন্দ্র সূত্রধর | ৮০ |
| তথ্য অধিকার আইন: আমাদের লোক সংগীত<br>মোঃ মাহবুব আক্তার | ৮২ |
| তথ্য অধিকার আইন - হাতে তুলে দিল প্রাপ্য আট লক্ষ টাকা<br>মো: মাহমুদ হাসান রাসেল | ৮৪ |
| **The 'RTI' factor and its consequence**<br>Tania Pervin | ৮৭ |

# সম্পাদকের কথা

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। সারা বিশ্বে অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য পালিত হয়ে আসছে এই দিবসটি। তথ্যে প্রবেশাধিকার মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে সংবিধান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি, নীতিমালা বা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের তথ্যের উপর বিনামূল্যে বা সামান্যমূল্যে প্রবেশাধিকারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই আইনকে তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত অন্যসব আইনের উপরে স্থান দেয়া হয়েছে। UNESCO কর্তৃক আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য হিসাবে What you know about your right to know যা বাংলায় 'তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের অর্জন, বর্তমান অবস্থা বা ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের আহবান হিসাবে এবারের প্রতিপাদ্যকে বিবেচনা করা যেতে পারে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের মাঝামাঝি সময়ে কোভিড ১৯ এর উদ্ভুত বিপর্যয় মোকাবেলা করে নতুন পথপদ্ধতি বা কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবসে UNESCO এর এই আহবান অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭, ১১ এবং ৩৯ অনুচ্ছেদে জনগণকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর ক্ষমতায়ন এবং তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকারকে সমুন্নত করেছেন। সংবিধান প্রদত্ত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯। বাংলাদেশে বিদ্যমান ১১০০ এর বেশি আইনে নাগরিকরা কী করতে পারবেন কী করতে পারবেন না বা কতটুকু করতে পারবেন তারই প্রতিফলন রয়েছে। এসব আইন জনগণকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইনে তথ্য না দিলে বা বাধাগ্রস্ত করা হলে কর্তৃপক্ষের উপর শাস্তি আরোপের বিধান রেখে জনগণকে ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে । ফলশ্রুতিতে, তথ্য অধিকার আইনটি প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

তথ্য কমিশন এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই দিবসে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দিবসটি উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ দিবসে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান এমপি উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, যা অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়িয়ে আরো অর্থবহ করেছে।

কোভিড ১৯ উদ্ভুত পরিস্থিতিতেও তথ্য কমিশনের নিজস্ব কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের সরাসরি ও অনলাইন প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। দেশের সকল জেলা উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভায় তৃণমূলে থাকা জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে সমাজের সর্বস্তরের সমন্বয়ে বিভাগ, জেলা, উপজেলায় মনিটরিং, সুপারভিশন ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন বা অভিযোগ দায়ের এর জন্য তথ্য কমিশন আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করেছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের কাজে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। লেখকগণকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরিতে এই স্মরণিকা ভূমিকা রাখবে-এই প্রত্যাশা করছি।

**সুরাইয়া বেগম** *এনডিসি*
তথ্য কমিশনার

# তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার
# - প্রেক্ষিত পর্যালোচনা

**মরতুজা আহমদ**
প্রধান তথ্য কমিশনার

যাত্রা শুরুর এক যুগ পূর্তিতে এহেন শিরোনাম দেখে পাঠক মাত্রই আত্মসমালোচনা করার ও আরো দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেবেন। কেননা এক যুগ যে কত লম্বা সময় তা কবি সৌগতবর্মন বা অভিজিৎ দাসের প্রেম ও বিরহের কবিতা পড়লেই উপলব্ধি করা যায়। আর মূলত: যুগপূর্তিকে কেন্দ্র করে এবার এটিই আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে।

হ্যাঁ, এবারই আমাদের তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশনের যুগপূর্তি হয়েছে। নিঃসন্দেহে এক যুগেও দেশের তাবৎ জনগণ তথ্যে তার অধিকার বা মালিকানা সম্পর্কে জানতে পারেনি, যারা জানে তাদের অনেকেই স্পষ্ট বুঝে না, বুঝলেও তার জীবনমান উন্নয়নে তা প্রয়োগ করে না বা করতে পারে না। এখনও সাধারণের ধারণা তথ্যের মালিক রাষ্ট্র বা সরকার তথা আইনের ভাষায় কর্তৃপক্ষ। এটা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিষয়, সর্বসাধারণ জানবে ততটুকুই, কর্তৃপক্ষ দয়া পরবশে যতটুকু যেভাবে জানাবে। আবার অনেকের ধারণা এগুলো উন্নত বিশ্ব বা পশ্চিমাদের বিষয়। অন্যদিকে তথ্য যারা দেবেন বা যাদের কাছে জনগণের তথ্য আছে তাদের অনেকের এক যুগেও তথ্য গোপন রাখার সংস্কৃতি বা মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি, গোপনীয়তার বেড়াজালে আটকে আছেন।

২০০২ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ২৮ সেপ্টেম্বর তথ্য জানার অধিকার হিসাবে দিবসটি পালিত হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ইউনেস্কো এবং ২০১৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক দিবসটিকে 'International Day for Universal Access to Information' অর্থাৎ 'আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিগম্যতা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে দেশে দেশে পালিত হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের সব মানুষের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ আইনটি পাশের মাধ্যমেই সকল নাগরিকের তথ্য চাওয়া, পাওয়ার, প্রয়োজনীয় সকল তথ্যে সাবলীল প্রবেশের এবং এর প্রয়োগে উপকারভোগী হওয়ার আবশ্যিক ও আইনী স্বীকৃতি লাভ করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের পথ রচিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকাশের পথ সুগম হয়েছে। তাই যুগপূর্তিতে এর বাস্তবায়ন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ জনস্বার্থেই প্রয়োজন। এজন্য মানুষের তথ্য অধিকারের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও বাস্তবায়নের বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে অবতারণার দাবী রাখে।

পৃথিবীতে তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এর পেছনে অনেক দ্বন্দের ইতিহাস রয়েছে। তবে তথ্য জানার ধারণাটি মানব সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই পৃথিবীতে বিরাজমান। প্রাচীনকালে কোন বনে জঙ্গলে খাবারের জন্য কোন বন্যপ্রানী পাওয়া গেলে এক দল তা অন্য দলকে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দিত। একজন উলঙ্গ মানুষ যখন গাছের ছাল বা পশুর চামড়া দিয়ে শরীর ঢাকতে শুরু করল তখন তারা অন্য দল বা গোষ্ঠীকে জানাল শরীর ঢাকার পদ্ধতি। আগুনের ব্যবহার শুরু হয় পরস্পরের সহযোগিতায়। এভাবে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে মানব সভ্যতার উন্মেষ।

আবার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনগণকে তথ্য প্রকাশের ব্যাকুলতার ইতিহাসও প্রাচীন। খ্রী: পূ: ৬০-৭০ পর্যন্ত সময়ে জুলিয়াস সিজার চালু করেন প্রাত্যহিক আইন (Actadium), জনসাধারণ আইন (Actapopul), মিউনিসিপাল আইন (Actaurban), সরকারি আইন (Acta Publica)। এই আইনগুলি রোমের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে রাখা হতো। ফলে মানুষ সহজেই সরকারি তথ্য পেতো। খ্রী: পূ: ১১-১৪ তে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে Town Criers নামে একদল লোক চিৎকার করে প্রতিদিনের খবর মানুষকে শোনাত। প্রশাসনিক কাজ যাতে নির্ভুল হয় এবং জনগণকে যাতে নির্ভুলভাবে তথ্য দেয়া যায় তার জন্য ৪৪৯ খ্রী: রোমের Ceres মানমন্দিরের সিনেটে প্রথম অফিসিয়াল রেকর্ড সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এটা ছিল তথ্য জানার অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব।

সাধারণ মানুষের অধিকার বঞ্চনার ইতিহাসের মতোই তথ্য বঞ্চনার পুরনো ইতিহাস রয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে পর্যায়ে সমাজে শ্রেণী বিভাজন হয়েছে সে পর্যায়ে ক্ষমতাবানরা সাধারণ মানুষকে অন্ধ করে রেখেছে। তাদের বিত্তবৈভব, সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ ও ক্ষমতাকে নিরাপদ রেখেছে। আবার সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে পর্যায়ে গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে তখন থেকেই জনগণের জানার অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় এসেছে, তাই গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে Press freedom ও তথ্য অধিকারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পঞ্চদশ শতকে যান্ত্রিক প্রেস আবিষ্কারের সাথে সাথে যেন বিপ্লব ঘটল। পুস্তক, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনার বিস্তার ঘটতে থাকলো। ছাপানো পুস্তক হাতে হাতে চলে গেল। ফলে বিভিন্ন ধারণা, চিন্তা, ভাব, বিশ্বাস ও অনুভূতিরও দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকলো। ক্ষমতাবান কোন কোন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এগুলোকে সত্যিকার Challenge মনে করে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বিবেচনায় প্রত্যেক্ষভাবে প্রকাশনায় হস্তক্ষেপ শুরু করলো।

তৎকালীন বৃটিশ একটি আইনে শর্ত দেয়া হলো যে, কোন বই প্রকাশের জন্য সরকারের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। আন্দোলন শুরু হলো। তথ্য অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ১৬৪৪ সালেই বিখ্যাত বৃটিশ কবি ও বুদ্ধিজীবি John Milton তাঁর Areopagetica তে যুক্তি দিলেন, 'Truth and understanding are not such wares as to be monopolized and traded in by tickets and statutes and standards' একই বইতে তার কালজয়ী উক্তি : "Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to conscience, above all liberties." এভাবে ইউরোপ জুড়েই তথ্য ও প্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলন চলতে থাকলো।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশত বছর পূর্বে ফিনল্যান্ডের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও ফিনিসীয় যাজক Anders Chydenius সেখানকার কোক্কেলা শহর থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে রীতিমত আন্দোলন শুরু করে দেন। তিনি বলেন, মানুষ তার প্রয়োজনে যা চায় তা কিভাবে, কোথায়, কোন অবস্থায় আছে তা তাকে জানাতে হবে। তার চাহিদা সে কতটুকু পূরণ করতে পারবে তাও মানুষকে জানাতে হবে। তাই বলা হয়, ফিনল্যান্ডই তথ্য অধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার। তবে ফিনল্যান্ড তখন সুইডেনের আওতাভূক্ত ছিল। Anders Chydenius সুইডেনের সংসদে বিল উপস্থাপন করেন। পাশ হয় সুইডেনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন ১৭৬৬ সনে। এ আইনের মাধ্যমে সুইডিশ জনগণকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট অথবা প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজ পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। সরকার, সংসদ, চার্চ, স্থানীয় সরকারের আইন, আইনসভা সবকিছুই এর আওতাধীন। বিনামূল্যে এবং দ্রুত তথ্য দিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়। নাগরিকের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এটাই বিশ্বের প্রথম আইন।

তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ফরাসি বিপ্লবের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তথ্য জানার অধিকারকে প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ফ্রান্স, ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবে। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম অর্জন ছিল Liberty।

"সরকারি করের প্রয়োজনীয়তা, করমুক্ত রাখার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান, আদায়কৃত করের ব্যবহার এবং এটির অংশ, উৎস বা ভিত্তি, সংগ্রহ এবং ব্যাপ্তিকাল ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে সকল নাগরিকের নিজের কিংবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে জানার অধিকার রয়েছে।" "একজন সরকারি কর্মকর্তার কাছে তার প্রশাসন সংক্রান্ত হিসাব চাওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে।" (Articles 14 & 15, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, 26 August, 1789)। তবে ফ্রান্সে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয় ১৯৭৮ সালে।

অন্যদিকে U.S সংবিধান প্রণেতারা ১৫ ডিসেম্বর ১৭৯১ সনে U.S Bill of Rights Gi First Amendment করে Press Freedom এর স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন, যেখানে বলা হয় "Congress shall make no law.....abridging the freedom of speech or the press".

পুরো ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে যখন এভাবে মানুষের তথ্যে অভিগম্যতা ও তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তখন পাকভারত উপমহাদেশ বৃটিশের উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৫৭ তে পলাশীর প্রান্তরে যখন স্বাধীনতা অস্তমিত হচ্ছিল, জনগণ তখন ঘরে বসে হাততালি দিয়ে বলাবলি করছিল, "রাজায় রাজায় লেগেছে যুদ্ধ, দেখি কে হারে কে জেতে"। তথ্য জানার স্বাধীনতা দূরের কথা, পরাধীনতার ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত হচ্ছিল এতদাঞ্চল। শাসকরা ঢোল পিটিয়ে দয়া

পরবশে যেটুকু তথ্য জনগণকে দিত সেটুকুই তার পাওনা বলে সাধারণ মানুষের সন্তোষ্টি ছিল। অধিকন্তু বৃটিশ ভারতবর্ষে ১৯২৩ সালে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট' জারির কারণে তথ্য গোপনের সংস্কৃতি পাকাপুক্ত হয়ে গেলো। দীর্ঘ পরাধীনতার যাতাকলে তথ্যের স্বাধীনতা বা মালিকানা সম্পর্কে জনগণের বোধ শক্তিও লোপ পেতে থাকল। অন্যদিকে শাসক বা কর্তৃপক্ষের তথ্যের উপর একচ্ছত্র মালিকানা বা তথ্য গোপনের সংস্কৃতির ষোলকলা পূর্ণ হলো। Alexander SelKirk এর মতো বৃটিশ শাসকদের ভাবনা প্রবল হলো, " I am monarch of all I survey, My right there is none to dispute." পাকিস্তান আমলেও এর তেমন উন্নতি ঘটলো না।

এদিকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলো। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে রেজল্যুশনের মাধ্যমে তথ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হলো, "Freedom of information is a fundamental right and is the touchstone of all the freedom to which United Nations is consecrated." পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্র (UDHR) জারি হয়। ঘোষণা পত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে তথ্যের স্বাধীনতাকে সার্বজনীন মানবাধিকার হিসাবে সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এটি অন্যতম ঘটনা। এরপর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে গৃহীত জাতিসংঘের 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি'র (ICCPR) অন্তর্ভূক্ত করে তথ্য অধিকারকে আরো সুসংহত করা হয়। এছাড়া 'কমনওয়েলথ তথ্যে স্বাধীনতার নীতিমালা', ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার কনভেনশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বিভিন্ন দেশে দেশে তথ্যের স্বাধীনতা বা তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয় যার সংখ্যা এ পর্যন্ত ১২৯ টি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতিকে জাগ্রত করে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন। জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সংবিধানে মানুষের সকল মৌলিক অধিকারের সাথে ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অধিকার তথা তথ্য অধিকারকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেন। এভাবেই তিনি প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ অর্থাৎ বিশ্বসভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটান। সংবিধানের সে শক্তিতে ভর করে পরবর্তীতে মানবাধিকার কর্মী, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, একাডেমিসিয়ান, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তথ্য অধিকার বিষয়ে আইনের খসড়া তৈরি হয়। ২০০৮ সালে অধ্যাদেশ হয়। ২০০৮ সালেই জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকালীন বৃহৎ দলগুলির মধ্যে কেবল আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার করে। ২০০৯ এর ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইনটি পাশ করে, গেজেট প্রকাশ ও কার্যকর করে এবং কমিশন গঠন করে। সে থেকে বাংলাদেশে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনী স্বীকৃতি পায়। উল্লেখ্য ২০০৫ সালে ভারতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও কার্যকর হয়।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ একটি আধুনিক, অনন্য ও প্রাগ্রসর আইন। এই আইনের মাধ্যমে বিরাজমান বিভিন্ন নীতি-আদর্শ ও চেতনায় Paradigm Shift হয়েছে। এই আইনে, জনগণ কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে; কর্তৃপক্ষের কাজের, সেবার ও বাজেটের হিসাব চায়; অন্যান্য আইনে কর্তৃপক্ষ জনগণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই আইনের মূল দর্শণ হলো 'Disclosure is rule, secrecy is exception'. অন্যদিকে দীর্ঘ প্রচলিত 'Official Secrets Act' এর দর্শণ 'Secrecy is rule, disclosure is exception'। আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা শতাব্দী প্রাচীন। সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ মতে উভয় বিচারের ক্ষেত্রে যিনি আদালতে বিচার প্রার্থী, Burden of proof তারই। ফৌজদারি ব্যবস্থায় যতক্ষণ আদালতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ আসামী নির্দোষ বলে গণ্য হবেন। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন মতে একটি Quasi-Judicial Court. কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চেয়ে সংক্ষুব্ধ কোন নাগরিক তথ্য কমিশনে অভিযোগ করলে কমিশন কর্তৃপক্ষ বা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন, এই আদালতে Burden of proof কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার, আবেদনকারী বা অভিযোগকারীর নহে। অন্য কথায় বিচার প্রার্থীর নহে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেই বা কর্তৃপক্ষকে, না পারলে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের আদেশ বা

বিভাগীয় মামলার সুপারিশ তার বিরুদ্ধে হতে পারে। এই যে জনগণ তথা নাগরিককে আইনী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের উপর সে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সাধারণ মানুষ কি সেভাবে প্রস্তুত হয়েছে ? অন্যদিকে শত বছরের গোপনীয়তার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত কর্তৃপক্ষের কি রাতারাতি সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চাহিবামাত্র তার নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল তথ্য সুর সুর করে দিয়ে দেয়ার বা অবারিত করে দেয়ার জন্য মানসিকভাবে পুরোপুরি তৈরি আছে ? তদুপরি যার দুর্নীতির অভ্যাস মজ্জাগত, তিনি তথ্য গোপনের বা বিকৃতির প্রাণান্ত চেষ্টা করে থাকেন, ধরা পড়ার ভয়ে ঢাকঢাক গুড়গুড় পরিবেশ তৈরি করে রাখেন। এমনকি সৎ বলে কথিত এমন অনেক কর্মকর্তার মধ্যেও দেখা যায় চিরাচরিত ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রবল বাসনা, তথ্য গোপনের উদগ্র প্রচেষ্টা।

আমাদের তথ্য অধিকার আইনটি নিঃসন্দেহে সার্বজনীন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক। জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার অন্যান্য সকল মৌলিক মানবাধিকার পূরণে পরশ পাথর। কিন্তু আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, পঙ্গু/বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধি, অসুস্থ, বিধবা, বৃদ্ধ, চরম দারিদ্রপীড়িত, ভাসমান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও মহিলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, নিরক্ষর, তারা মৌলিক অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের নিজের জন্য গৃহীত ও পরিচালিত কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে বুঝার ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা, দক্ষতা বা প্রস্তুতি কোনটাই নেই। তাছাড়া তৃণমূল থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তথ্য স্বাক্ষরতার অভাব প্রকটভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এ সুযোগে অনেক কর্তৃপক্ষও এ সকল জনগোষ্ঠীর প্রতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সংবেদনশীলতা প্রদর্শনের পরিবর্তে তথ্য প্রদান ও প্রকাশে ইচ্ছাকৃত অনীহা প্রদর্শন ও গড়িমসি করে থাকেন। অথচ সংবিধানের মূল কথাই হচ্ছে 'জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার উৎস এবং প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যাক্তির কর্তব্য জনগণের সেবার চেষ্টা করা'। এসকল কারণে অনেক বোদ্ধা আমাদের আইনটিকে আধুনিক ও প্রাগ্রসর বলে মনে করেন। আইনের মূল চেতনার সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য বা একে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য সাধারণ মানুষ বা কর্তৃপক্ষের কিছুটা সময়ের প্রয়োজন আছে বৈকি।

তথ্য কমিশনে তথ্য প্রদান সংক্রান্ত যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে এর বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা হয়েছে। বর্তমানে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা ১৮। তবে সংক্ষুব্ধ কোন তথ্যপ্রার্থী নাগরিক বা জনগণের তরফ থেকে খুব বেশী রিট হয়নি। আমাদের প্রত্যাশা এগুলোর নিষ্পত্তিতে তথ্য অধিকার আইনের বিদ্যমান অস্পষ্টতা বা ঘাটতি বিদূরিত হবে এবং মহামান্য আদালতের দিক নির্দেশনা আইনটিকেই আরো শক্তিশালী করবে। পাশ্ববর্তী ভারতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট/হাইকোর্ট থেকে এ ধরণের অনেক রুলিং জারি হয়েছে যা শুধু তাদের আইনটিকেই সমৃদ্ধ করেনি, প্রকারান্তরে জনগণকে আরো ক্ষমতায়িত করে গণতন্ত্রকে বিকশিত করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত, আধুনিক ও প্রাগ্রসর আইনের মধ্যে ভারতের তথ্য অধিকার আইন অন্যতম। এশিয়া মহাদেশের জন্য একটি মডেল ও এতদাঞ্চলের অন্যান্য দেশের আইন পর্যালোচনায় বেঞ্চমার্ক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এহেন শক্তিশালী আইন প্রণয়নের পটভূমিতে ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের তৃণমূলে তথ্য অধিকার আদায়ে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন। তাছাড়া এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতেই ব্যাপক সংখ্যক নাগরিক সমাজ সংগঠন তথ্য অধিকার কর্মী হিসেবে সরাসরি দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের পটভূমিতে বেসরকারি সংস্থাসমুহের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বা চর্চার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা কমতে কমতে হাতে গোনা কয়েকটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

তবে জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত আইনটির বাস্তবায়নে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। অর্জনও নেহায়েৎ কম নয়। তথ্য প্রাপ্তি, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার, অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রায় সকল বিধি, প্রবিধি, নির্দেশিকা, সহায়িকা ইত্যাদি প্রণীত হয়েছে। সারাদেশে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষে ৪২,৪৫০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ সকল কার্যালয়ে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়েছে। তথ্য কমিশন হতে কেন্দ্র ও সকল জেলা ছাড়াও শুধু উপজেলা পর্যায়েই জনউদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান ৫০৪ টি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৫০৬ টি এবং যথেষ্ট সংখ্যায় মতবিনিময় সভা, সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে। তথ্য কমিশন ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এ ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার; স্কুল, কলেজের সিলেবাসে অন্তভূক্তকরণ ইত্যাদি হয়েছে। কেন্দ্রসহ, বিভাগ,

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হয়। জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সরকার সকল শ্রেণী পেশার ব্যক্তির সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট ToR সহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা অর্থাৎ ৪ স্তরে কমিটি গঠন করে দিয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ APA (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়নে বাধ্যতামূলকভাবে জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার আওতায় তথ্যে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে তৃণমূল পর্যন্ত ইন্টারনেটের সমন্বিত নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, শক্তিশালী মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন, এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের আওতায় সারাদেশে স্থাপিত প্রায় ৫০০০ ইউনিয়ন/পৌর ডিজিটাল সেন্টার তৃণমূলে তথ্য সেবা দিচ্ছে। তথ্য প্রাপ্তি, সহজ ও নিশ্চিতকরণে ওয়েবসাইট স্থাপন ও সিটিজেন চার্টার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন তাই বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ওয়েবপোর্টাল রয়েছে। তৃনমূলে ইউনিয়ন পরিষদসহ দেশের প্রায় সকল সরকারি কার্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে এবং প্রত্যেকটি ওয়েবসাইট খুললেই দেখা যায় তথ্যে মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণের পথ নির্দেশনা বিষয়ক ০১ টি কর্ণার রয়েছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের সকল মাধ্যমকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ঘরে বসেই তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে এবং উন্নয়নের মহাসড়কে প্রান্তিক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে। তার ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি জাতিসংঘে এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে।

করোনা সংকটের শুরুতেই তথ্য কমিশন ভার্চুয়াল শুনানী কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। কোন পক্ষকেই ঢাকায় তথ্য কমিশনে সশরীরে হাজির হওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। এতে অর্থ বা সময় যেমন সাশ্রয় হচ্ছে, তেমনি বিড়ম্বনা এড়ানো যাচ্ছে। যাদের অনলাইনে হাজির থাকার সুযোগ বা সামর্থ্য নেই বিশেষত: তৃণমূলের সাধারণ নাগরিকদের নিকটস্থ ইউনিয়ন বা পৌর ডিজিটাল কেন্দ্র বা সুবিধাজনক কোন কার্যালয়ে অনলাইন শুনানীতে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা/জেলা কমিটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। তথ্য কমিশন তাদের সাথে ফোনে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে। ইতিমধ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য কমিশনে ১৭১ টি অভিযোগের শুনানী সম্পন্ন হয়েছে, তন্মধ্যে ১৬৪টি অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করা হবে এবং সকল স্তরেই চালু করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল নির্বাচনী মেনোফেস্টোতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার করে তাঁর নবগঠিত সরকার ২০০৯ সালে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন পাশ ও কার্যকর করে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। শুধু তাই নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ মহান সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে, করোনাসংকট ছাড়াও সময়ে সময়ে ভিডিও কনফারেন্স বা প্রেস কনফারেন্স করে এবং মন্ত্রীসভা বৈঠকের আলোচিত ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে জাতির সামনে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের উদাহরণ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। সর্বশেষ সচিব সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স এর বিষয়টি পুনঃব্যক্ত করে বিভিন্ন অনুশাসন দিয়েছেন। উল্লেখ্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য অধিকার আইন একটি বিশেষ হাতিয়ার। সম্প্রতি মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী কয়েকটি অনুষ্ঠানে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকল্পে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের আহবান জানিয়েছেন। এভাবে তৃণমূল থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের সম্মানিত জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক সকল শ্রেণী পেশার লোকজনকে নিয়ে জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে পারলে তথ্যে সার্বজনীন অভিগম্যতা দ্রুত নিশ্চিত হবে। বিশেষতঃ সাধারণ নাগরিকের তথ্যে মালিকানাবোধ তৈরী হবে; তথ্য প্রদানে অনাগ্রহী বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরা আরো সচেতন, দক্ষ ও জনগণের প্রতি ইতিবাচক ও সংবেদনশীল হবেন। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে; রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হবে, আস্থার সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সকল প্রতিষ্ঠান আরো সুসংহত হবে।

# তথ্য আমার অধিকার
# জানা আছে কি সবার

**সুরাইয়া বেগম** *এনডিসি*
তথ্য কমিশনার

আজ বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বের ১২৯ টি দেশের তথ্য কমিশন ও তথ্য স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিশ্ববাসীর জন্য এক আনন্দময় তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার শৃঙ্খলে একে অন্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তা চেতনার স্বাধীনতাকে হরণ করেছে যুগে যুগে। অন্যদিকে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, দার্শনিক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিবর্গের সুদূরপ্রসারী চিন্তা, সংগ্রাম বা আত্মবলিদান অবস্থার পরিবর্তন করে মানুষ বা সমাজকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছেন। তথ্য অধিকার অর্জনের বিষয়েও ২৮ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক এক শুভদিন। ২০০২ সালে সোফিয়াতে আন্তর্জাতিক সিভিল সোসাইটির সিদ্ধান্ত এবং ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর রেজল্যুশন ২৮ সেপ্টেম্বরকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়। বর্তমান বিশ্বে তথ্যে প্রবেশাধিকার মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে সংবিধান, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন চুক্তি, নীতিমালা বা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোন নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের তথ্যের উপর বিনামূল্যে বা সামান্য মূল্যে প্রবেশাধিকারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই আইনকে তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত অন্যসব আইনের উপরে স্থান দেয়া হয়েছে।

এবার UNESCO কর্তৃক আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য হিসাবে What you know about your right to know যা বাংলায় 'তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের অর্জন, বর্তমান অবস্থা বা ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের আহবান হিসেবে এবারের প্রতিপাদ্যকে বিবেচনা করা যেতে পারে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের এই দুরূহ পথের মাঝামাঝি এই সময়ে কোভিড ১৯ এর উদ্ভূত বিপর্যয় মোকাবেলা করে নতুন পথপদ্ধতি বা কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য আজ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে UNESCO এর এই আহবান অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

### তথ্য অধিকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কবি সাহিত্যিক বা দার্শনিকগণ তাঁদের তীক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টির দ্বারা মানুষের মনন চাহিদা পূরণে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি ও সিভিল সার্ভেন্ট John Milton (Civil servant for the Commonwealth of England) কবিতায় তৎকালীন কর্তৃপক্ষের সেন্সরশীপের বিরূদ্ধে তাঁর Areopagitica স্মারক বক্তৃতায় (১৬৪৪) মনের ভাব প্রকাশে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। ফিনল্যান্ডের রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক Andas Caidenius ও ১৭৬৫-১৭৬৬ সালে তথ্য প্রাপ্তির আন্দোলন শুরু করেন মূলত: লেখালেখির মাধ্যমে। তবে সুইডেনের পার্লামেন্টে অর্ডিন্যান্স অন ফ্রিডম অব রাইটিং এ্যান্ড অব দ্য প্রেস তথ্যের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিশ্বের প্রথম আইনটি ১৭৬৬ সালে পাশ হয়। পরবর্তীতে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পরে সরকারি বাজেটের তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার দেয়া শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে তথ্য চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তির মাধ্যমে ধারণাটি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ১২৯ টি দেশে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর বা এ সংক্রান্ত নীতিমালা রয়েছে।

### বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের চর্চা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭, ১১ এবং ৩৯ অনুচ্ছেদে জনগণকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর ক্ষমতায়ন এবং তথ্যক্ষেত্রে

প্রবেশের অধিকারকে সমুন্নত করেছেন। সংবিধান প্রদত্ত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ চর্চার মধ্য দিয়ে সমাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯। বাংলাদেশে বিদ্যমান ১,১০০ এর বেশি আইনে নাগরিকরা কী করতে পারবেন, কী করতে পারবেন না বা কতটুকু করতে পারবেন তারই প্রতিফলন রয়েছে। এসব আইন জনগণকে শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইনে তথ্য না দিলে বা বাধাগ্রস্ত করা হলে কর্তৃপক্ষের উপর শাস্তি আরোপের বিধান রেখে জনগণকে ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত করে। ফলশ্রুতিতে তথ্য অধিকার আইনটি প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ব্যাপক মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

তথ্য কমিশন গঠনের পর হতে প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে আইন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় অধিকাংশ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর, এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহে একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দেশে সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ৪৭,৯১৫ জন কর্মকর্তাকে সরাসরি এবং ৪৫,২৮৫ জন কর্মকর্তাকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেশের মোট ৪৮১ টি উপজেলায় ৫০৪ টি জনঅবহিতকরণ সভায় তৃণমূলের জনগণ ও জনপ্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, নারী, সুধী সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মনিটরিং, সুপারভিশন ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কার্যকর হয়েছে। আইনকে আরও অধিকতর কার্যকরী করার জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিক, নারী মিডিয়াকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করে মাঠ পর্যায়ে যথাযথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মন মানসিকতা একটি স্বচ্ছ ও সুশাসিত সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে তথ্য অধিকার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বিগত বছরগুলিতে তথ্যের জন্য ১,২১,৮৮৮ টি আবেদনপত্রের ৯৬% এরও বেশি তথ্যই মাঠ পর্যায় থেকে প্রদান করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। করোনাকালীন পরিস্থিতিতে জনগণের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সহায়ক ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে ১৬৪ টি কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন বা অভিযোগ দাখিলের জন্য তথ্য কমিশন আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম ইতোমধ্যেই চালু করেছে।

তথ্য কমিশন গঠনের পরে ১২ বছরে জনসংখ্যার কত ভাগ মানুষ তার তথ্য পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, তার নিজের বা সমাজের উন্নয়নে সে জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন সে পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর হলেও বিভিন্ন সার্ভে, গবেষণা/ কেইস স্টাডির মাধ্যমে এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাংক এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়নে ২০১২ এবং ২০১৯ সালে সার্ভে করা হয়েছিল। সার্ভে দুটিতে সমাজের শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত/সচেতন নাগরিক, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ধারণা রয়েছে বা চর্চা করতে পেরেছেন, তবে সাধারণ কৃষক, দরিদ্র, দুস্থ, বঞ্চিত শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য অধিকার সচেতনতা তেমন পরিলক্ষিত হয়নি বলে উল্লেখ আছে। কানাডার ল'ফার্ম Centre for Law and Democracy কর্তৃক যে সকল দেশে তথ্য অধিকার আইন চালু হয়েছে সেসব দেশে আইনের কার্যকারিতা যাচাই এর জন্য তথ্য অধিকার রেটিং বলে একটি পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়। ১৫০ নম্বরের মধ্যে আরটিআই স্কোর মূল্যায়ন করা হয়। ১২৯ দেশের মধ্যে তথ্য স্বাধীনতা ও বৈশ্বিক ইনডেক্স অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ২৭ তম রয়েছে। আগস্ট, ২০২১ সময়ে টিআইবি কর্তৃক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রকাশ চর্চার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পিছিয়ে থাকার বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অনেক দায়িত্ব পালন করে যা পূর্বে সরকারি ডোমেইন এ ছিল।

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন কার্যকরের পাশাপাশি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে সময়, মূল্য ও ভিজিট হার হ্রাস করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সকল ইউনিয়ন পরিষদে, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। একই সাথে দেশের পোস্ট অফিসসমূহে

ই-সেবা চালু করা হয়েছে। মোট ৩৩,১৬৮ টি ওয়েবসাইট সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ তথ্য বাতায়ন থেকে জনগণকে সরাসরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদমাধ্যম দেশে বিদেশে প্রসার এবং বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য অধিকাংশ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এমনকি যিনি আশ্রয়নের ঘর পেয়েছেন তিনিও তার মালিকানা বা ঘরের নির্মাণ বাজেটের তথ্য পেয়েছেন।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কমিউনিকেশন সিস্টেমকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন করে সারা বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, অন্যদিকে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলের জনগণকেও নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। ২০০৯ এর তুলনায় ২০২১ সালে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জিডিপি'র আকার, মানুষের আয়, স্বাক্ষরতার হার, জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা, প্রযুক্তি, গবেষণা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন বিশ্বে প্রসংশিত হয়েছে। মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে বহুগুনে। স্বল্পোন্নত থেকে ইতোমধ্যেই মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান করেছে বাংলাদেশ। এসবই সম্ভব হয়েছে জনগণকে সরকারের কাজে সম্পৃক্ত করায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে দেয়া বক্তব্যেও উল্লেখ করেছেন, এই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, কামার-কুমার, জেলে, তাঁতী, পোশাক শ্রমিক, শিক্ষক, সুশীল সমাজ, প্রচার মাধ্যম এবং বেসরকারি খাতের সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে জনঅংশগ্রহণ বা অন্যভাবে বলতে গেলে তথ্য অধিকার আইনের সুফল।

ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশের এই বহুমাত্রিক উন্নয়ন গৌরবের হলেও প্রতিনিয়ত নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিগত প্রায় ২ বছর ধরে কোভিড-১৯ মহামারির লকডাউন উদ্ভুত বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক মহামন্দা বিশ্বব্যাপী এ দুই মহাবিপর্যয় ঘটেছে একই সময়ে একসাথে। এ মহাদুর্দিনে পাল্টে যাচ্ছে প্রচলিত সব সম্পর্ক ও বিশ্বায়ন ব্যবস্থা। পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজকাঠামো, গতানুগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ধারা, উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালনা পদ্ধতি, অফিস-আদালতের কার্যক্রম, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, এমনকি মানুষের চলন পদ্ধতিও। এ পরিবর্তন আকস্মিক হলেও অনেক ক্ষেত্রে হয়তোবা এ পদ্ধতিই স্থায়ী রূপ নেবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আবার নতুন করে সুস্থ জীবন সমাজ অর্থনীতি বিনির্মাণের পথ-পদ্ধতি উদ্ভাবন অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের দেশেও।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তথ্য কমিশন এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই পেছনে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে তথ্যসমৃদ্ধ লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকার করতে হবে। তাহলেই তথ্য অধিকার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য; স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন গড়ে উঠবে, সুফল পাবে দেশের বঞ্চিত নাগরিকগণ। প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে তথ্য অধিকার আদায়ে নেতৃত্বদানকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিশ্বের সকল সমাজ সংস্কারকদের প্রতি এবং টেকসই উন্নয়ন পথের সবচেয়ে পেছনে পড়ে থাকা সমাজের অবহেলিত, দুঃস্থ, বিধবা, প্রতিবন্ধী বা অন্য কোনভাবে সুবিধা বঞ্চিত হয়েও তথ্য ধারণ করা নারী সদস্যটিকে।

টেকসই উন্নয়নের অভিযাত্রা এবং সকলের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে UNESCO এর আহবান 'তথ্য আমার অধিকার, জানতে হবে সবার' একসূত্রে গাঁথা। তথ্য কমিশন ২০২১-২০৩০ সালের জন্য কৌশলপত্র তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই কৌশলপত্রে টেকসই উন্নয়নে আগামী ১০ বছরে দেশের সকল নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রয়োগ সক্ষমতা অর্জন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণের সময় এখনই।

# “তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার”
# “তথ্য আমার অধিকার
# জানতে হবে সবার”

**এম.আজিজুর রহমান**
সাবেক সচিব ও
বাংলাদেশের প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রশ্নবোধক; স্লোগানটি কিন্তু আদেশ বা অভিপ্রায়, উপদেশ বা প্রত্যাশাও বলা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১-সম্মুখে রেখে এই দু'টি বাক্যকে কেন্দ্র করে এখানে কিছু কথা বলার প্রয়াস পাবো। এটা কোনো তাত্ত্বিক বিষয় নয় বা গবেষণাময় গুরুগম্ভীর লেখাও নয়। সাদামাঠা কথায় চলতি ভাষার চলন বলন বলা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব কথা এবং বাংলাদেশ তথ্য কমিশন সৃষ্টির পূর্বাপর সূচনা পর্ব ও তার জন্মকথা না বললে লেখাটি অদৃশ্য বলয়ের ঘুরপাক খেতে পারে। তাই পাঠকদের দিকে চেয়ে ও প্রকাশের সহজবদ্ধতার দিকে নজর দিয়ে, আমি এ বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। যে আইন ও বিধান বলে অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রাণালয় তাঁদের প্রজ্ঞাপনে, ২৭ অক্টোবর, ২০০৯ -তে নং ৫৮ (আ,ম:) ( মুঃপ্র) তম / প্রেস ২ / তক ১ / ২০০৮ (অংশ) বর্ণিত ভাষ্য, সরকারী কার্য বিধিমালা ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রাণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের ০৩-০৭-২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত “দি রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট” ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০নং আইন) বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, দেশি-বিদেশি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করেছিলেন, বাংলা থেকে ইংরেজী কেনো? এখান থেকেই বিভিন্ন প্রশ্নের শুরু এবং অবাধ তথ্য প্রবাহ কেনো প্রয়োজন তা কেবল বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ না রেখে বিশ্বমানব সম্প্রদায় যাতে বাংলাদেশের এই যুগান্তকারী আইনটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন, আমার মনে হয় তার জন্যই এই পদক্ষেপ। আর সেই পথ যে বিশ্বপথের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন করছে তাতে আমি কিছুটা হলেও আনন্দ বোধ করছি। তবে এখানে ছোট একটি অবহেলা বা উদ্দেশ্যমুলক নীরবতার কথা না বললেই নয়। আর সেটি হলো এই আইনটি সংসদে পাস করতে পাঁচটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে, যদিও তার সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা নীতি নিয়মতান্ত্রিকতা আনুষ্ঠিকতার কাজটি ০৩.০৭.২০০০ সালে সম্পন্ন করা হয়েছিল। শুধু বাকি ছিলো সংসদে উপস্থাপন ও পাস করানো। কিন্তু দু'হাজার এক সালের মধ্যভাগে অন্য সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার ফলে এই প্রচেষ্টাটি হীমঘরে চলে যায়, যার ফলে আমরা পাঁচটি বছর জনগণের সাথে শত্রুতা করেছি, করেছি রাষ্ট্রের বা সরকারের দ্বিতীয় চোখ বলে খ্যাত সাংবাদিক সুধীসমাজ, জনসমাজ, ও এনজিও সংস্থাসহ অন্যান্য উদ্দেষ্ঠ গোষ্ঠিকে। তাদের তথ্য পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি। এর জন্য যারা দায়ী সে সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। কারণ তাতে অকারণে নানান কথা বলার সুযোগ সষ্টি হয়। তাই সেই প্রসঙ্গ আপাতত মুলতবি থাক।

‘তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার’/ ‘তথ্য আমার অধিকার জানতে হবে সবার’ এটা অতি প্রাচীন উচ্চারণ। পৃথিবীতে যবে প্রথম রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলু হয়েছিল বা প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল জাহাজে বা নৌকায় মাঠে কি ময়দানে যেখানেই হয়ে থাকুক তখন থেকে সকল যুগেই এটা প্রতিপাদ্য ছিলো। কারণ এটা মানুষের মৌলিক ও জন্মগত অধিকার। যেমন অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য মত প্রকাশের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। কোন দেশ নায়ক বা সরকার যদি এর কোনো ব্যত্যয় ঘটায় তা ঘটাতে পারেন অজ্ঞতাবসত বা স্বীয় স্বার্থরক্ষার্থে, কিন্তু তার জন্য জনতা বসে থাকে না । জনগণ যে কোনো প্রকারে নিজেরাই তার প্রাপ্য অধিকার কিন্তু অর্জন করে নেয়। তাইতো সেই হারানো পাঁচ বছরে মানুষকে বঞ্চিত করার ফল তারা বেশ ভালোবাসেই ভোগ করছে।

তবে সুখের ও অনন্দের কথা এই যে সেই ৫ বছর আগের সিদ্ধান্ত, (০৩/০৭/২০০০ সাল) বর্তমান জননন্দিত গণতান্ত্রিক সরকার যখন ২০০৯ সালে আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসেন, তাঁরা সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সেই বিলটি আইনাকারে পাস করে দেশের সকল সুধিমহল সর্বস্তরের মানুষের নিকট নন্দিত হয়েছিলেন। বিশ্বও অভিনন্দিত করেছিল বলে ডয়েসভ্যালে বিবিসর কণ্ঠস্বরে জানতে পেরেছিলাম। আমরা জানি এই তথ্য কমিশনের প্রতিষ্ঠার পেছনে দেশের সুধি সমাজ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক ও বেসরকারি (এনজিও) ও শিক্ষিত গণমানুষ দীর্ঘদিন এই কমিশনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম সভা-সমাবেশ করে আসছিলেন। অথচ এই কমিশন গঠনের সকল আয়োজন সম্পন্ন থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিষ্ঠিত হতে জতীয় জীবন থেকে কেনো পাঁচটি বছর হারিয়ে গেলো তা কিন্তু কেহ প্রশ্ন করে নি। যাদের কারণে অবহেলা বা একগুয়েমির ফলে পাঁচটি বছর জনগণকে তথ্য পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল তাদের সম্পর্কে কেহ কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। তবে কি এই ৫ বছর আমরা সেচ্ছায় স্বজ্ঞানে জনগণকে প্রতারিত করেছি, জনগণকে জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি? এক কথায়, তথ্য কমিশন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল বা আছে সমাজ থেকে লুকানো অস্বছতা প্রকাশ করা, সেই সকল পাপ দুর্নীতি ষড়যন্ত্র এবং ক্ষতিকর বিষয়সমূহ জনগণের চাহিদা মতাবেক উন্মুক্ত না করে তারা কি অপরাধ করেনি? যাক সে সব কথা।

একবার সমাজ দুর্নীতি থেকে মুক্ত হলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, দেশে ও সমাজে সুশাসনের পথ বেয়ে সেতু বেয়ে দেশ গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। গণতন্ত্র বিকশিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ালো এই যে সমাজ থেকে দুঃশাসন দূর করে দুর্নীতি দূর করে সুশাসনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ধারায় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির বিকাশ ঘটিয়ে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ তথা বাংলার মানুষের মুখ উজ্জল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। যাক ধানভানতে শিবের গীত না গেয়ে আজকের লেখার প্রতিপাদ্য ও স্লোগানের দিকে তাকানো যাক।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে ২০০৯ সালের প্রাগ লগ্নে বর্তমান সরকার যখন দেশ শাসনের ম্যানডেট প্রাপ্ত হন তখনই কিন্তু তথ্য কমিশন আলোর মুখ দেখে। এরপর থেকে তথ্য না পাওয়ার বেদনা যে কষ্ট যে হতাশার আবাহ জ্ঞানপিপাসু সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহ স্বাচ্ছন্দ্যে সুনসান আবহে অবগাহন করে চলছে তা বেশ লক্ষ্যণীয়। এখন কোন সাংবাদিক আর তথ্য প্রাপ্তির খরায় বা আকালে ভোগেন না, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তথা এনজিও সমুহ কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেন না যে ওমুক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ থেকে চাহিবামাত্র যৌক্তিক সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি গোপন নথির ছায়া কপিও অনায়েসে তাঁরা পেয়ে যাচ্ছন। এটা ভালো। তবে ব্যতিক্রমী কোনো নথির ভাগ্যে বা তথ্যেও ভাগ্য যেমন তা না হয়। অর্থাৎ দেশ দশের সমাজের স্বার্থে দেশের সমাজের নিরাপত্তার স্বার্থে যে সকল বিষয়াদিতে বাধ্যবাধকতা আছে তা যে কখনোই অতিক্রান্ত না হয় সেদিকেও তথ্য কমিশনকে সজাগ থাকতে হবে। বাকি সব উন্মুক্ত আবহাওয়ায় ফুলে ফেপে উঠুক। তথ্য ভাণ্ডার সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক সেটাই কমিশনের নিকট কাম্য আমজনতার।

তবে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, কারণ তথ্য প্রযুক্তি তথা আইটির জগত যে অপ্রতিরোদ্ধ দ্রুততম ধাবমান গতিতে বিশাল আলোক রশ্মীকে ভেদ করে তথ্য আহরণ করে যাচ্ছে তা ভয়াবহ। অনিয়ন্ত্রিত সকল ভালো কাজই কিন্তু আখেরে গলার কাটা হিসাবে গণ্য হয়। সেই তথ্য আহরণ কতটা যুক্তিযুক্ত তা বিজ্ঞজনেরা বিবেচনা করতে পারেন। অন্ধকারের ভেতর থেকে যে সকল তথ্য (??) আজকাল আমাদের সমাজে রাষ্ট্রের ভেতর থেকে, ব্যাক্তির গৃহ অভ্যন্তর থেকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভন্ন প্রযুক্তির সহায়তায় জনসম্মুখে তুলে ধরা হচ্ছে, যেমন ভিডিওগ্রাফি, ইন্টারনেট, ইউটিউব এবং নানান রকমের মুখরোচক ও রসালো অ্যাপস, টিকটক ভিপিএন ভূঁইফোড় টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে তা রীতিমত ভীতিকর। যেভাবে মানুষের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত জীবনাচার এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের গোপনীয়তা, একান্ত নিবীড় আলাপন আচরণ, জীবনবোধ জীবনাচারের স্বচিত্র প্রতিবেদন বিশেষ কায়দায় ও মাধ্যমে সম্পাদিত করে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে নরকে নারী, নারীকে নর বানিয়ে প্রকাশ করছে, মানুষকে উলঙ্গ করে তাদের ব্যক্তি চরিত্র হরণের নেশায় মেতে উঠছে সেখানে কোনটা তথ্য কোনটা তথ্য নয়, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা অকাট্য কোনাটা নয়, কোনটা প্রকাশযোগ্য কোনটা প্রকাশযোগ্য নয় তার বাচ বিচার নেই। সেখানে সাধারণ জনগণ বা ভুক্তভুগিগণ কিভাবে সঠিক তথ্য জানবেন বা তাদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছানো যাবে তা ভেবে পাই না। যেখানে তথ্য কমিশন

প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিলো চারটি -যেমন বিশেষ বিশেষ বিষয় বা ক্ষেত্র ছাড়া সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ড উন্মুক্ত করে দিতে হবে। কেহ যদি তা দিতে আপারগতা প্রকাশ করে বা অস্বীকার করে অনিহা প্রকাশ করে বা জনগণের চাহিদাকে অবজ্ঞা করে তা হলে তথ্য কমিশন সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে দিতে বাধ্য করবে। কারণ অবাধ তথ্য সুশাসনের বাতাবরন সৃষ্টি করে। আবাধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে দেশের বা রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা দীর্ঘদিনের কলুষতা দুরকরার মানসে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতির অবসান ঘটাতে তথ্যের সত্যতা ও তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করবে। আর সেটা করতে পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে গণতন্ত্র দ্রুত বিকশিত হবে। এক কথায় গণতান্ত্রিক দেশে মানুষ ও দেশের জনপ্রশাসন সরকার একই সমান্তরাল রেখায় দাঁড়িয়ে বলতে পারবে এবার আসুন আমরা একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করি যেই কল্যাণ রাষ্ট্র, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা।

পৃথিবীতে যে কটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত দেশ বলে বিশ্বজন জানেন, তাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা মানব কল্যাণমুখী। সেই সকল দেশের শান্তিরক্ষাকারী প্রশাসকগণ মানে পুলিশ বাহিনী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাষ্ট্র থেকে বেতন গ্রহণ করেন। অথচ যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করার সহায়তা, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা, গণতন্ত্রায়নের জানালা খুলে দেয়া এবং সর্বোপরি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়ে তথ্য কমিশন গঠন ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আমার উপরোক্ত বেসামাল আইটি আগ্রাশন ব্যাহত করছে না। এই বিষয়টি আমি এখানে উল্লেখ করছি প্রাসঙ্গিকভাবেই। নগন্য একজন নাগরিক হিসাবে।

আগেই বলেছি- প্রশাসনের স্বচ্ছতা সুশাসনের পূর্বশর্ত। তথ্যের অবাধ প্রকাশ ও অবাধ আদান-প্রদান গণতন্ত্র বিকাশের জন্য একটি মহান অস্ত্র। অর্থাৎ স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, সুশাসন, গণতন্ত্র এবং জনসম্পৃক্ততা এই পাঁচটি স্তম্ভ শক্তি যদি সমান্তরালভাবে এগিয়ে যায়, জনগণকে রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) জনগণের কাছে যদি প্রতিনিয়ত উপস্থাপিত হয় তাহলে জনগণ একদিকে যেমন প্রশান্তি লাভ করেন তেমনিভাবে তারা হয়ে উঠেন গণতন্ত্রের অংশীদার প্রক্ষান্তরে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারেরও অংশীদার। এভাবে জনগণের সাথে সরকারের সেতুবন্ধন নির্মিত হয় কল্যাণ রাষ্ট তখনই আলোয় উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমরা কি তথ্য কমিশনের দায়-দায়িত্ব তাদের কাজ রাজধানী কেন্দ্রে বসে জনগণকে অবহিত করতে পারছি কিনা? কথা হলো তথ্য কমিশন সম্পর্কে আমজনতা তথা শহরবাসী, গ্রামগঞ্জ এমন কি (প্রাথমিক বিদ্যলয় ছাড়া) মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অবহিত কিনা? যেমন জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন এবং তাদের দায়-দায়িত, কার্যক্রম একজন সাধারণ শ্রমিক থেকে কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ প্রায় সকলেই কম বেশি অবহিত। সেই ক্ষেত্রে ওই স্তরে তথ্য কমিশনের কোন পরিচয় বা পরিচিতি আমরা তুলে ধরতে পেরেছি কিনা এই প্রশ্ন করাই যায়। কারণ আজকের বিষয়বস্তুটি ও স্লোগান দুটি যেভাবে করা হয়েছে অর্থাৎ "তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার" এর উত্তরে তাহলে বলতে হয় আমাদের সকলের এটা জানা নেই এবং পূর্বেই বলেছি আমরা জানার অধিকার হারিয়ে ফেলেছি আধুনিক প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত আগ্রাশনের ফলে। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটা তথ্য কোনটা গল্প, কোনটা চিত্ত রসাক্তক তিক্তবোধ জর্জরিত, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা সুশাসানের জন্য গ্রহণযোগ্য কোনটা গণতন্ত্রের জন্য নিয়ামক শক্তি তা বাছাই করা দুরহ হয়ে পড়েছে। এই অনিয়ন্ত্রিত আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহারকে কে নিয়ন্ত্রন করবে, কিভাবে "তথ্য আমার অধিকার' জানতে হবে সবার"এই স্লোগানটি কিভাবে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছানো যাবে ? তার পথ ও পাথেয় নির্ণয় করা জরুরী। কারণ বাংলাদেশ এখন আর ৫, ১০ ,১৫ বছর পূর্বের বাংলাদেশ নেই, এখন বাংলাদেশ চিন্তা করছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতির উচ্চ শিখরে এবং বিস্ময়কর গতিতে। এই ক্ষেত্রে এখন ঢাকা কেন্দ্রিক প্রধান কার্যালায়ে বসে জনমানুষের নিকট অবাধ তথ্য প্রবাহের কাজটি করে যাওয়া সম্ভব কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার। তথ্য কমিশন একটি কোয়াসি জুডিসিয়াল প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ কমিশনের আইন ও বিধান দ্বারা যারা তথ্য দিতে অস্বীকার করে তাদের আইন আমলে নিতে তারা ক্ষমতাবান। কাজেই আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে প্রতিপাদ্য ও স্লোগান দুটোকে একই পাত্রে ঢেলে তথ্য কমিশনকে এই কাজ করে যেতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে আধুনিক প্রযুক্তির সথে সমন্বয় করে আরো সম্প্রসারিত করা যায় কিনা, এবং সমাজ বা রাষ্ট্রে তথ্যের নামে যে সকল কুরোচক মানহানিকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে তথ্য কমিশনের আইন ও বিধিমালা সংস্কার করা যায় কিনা ভাবতে হবে। এখানে প্রসঙ্গিকভাবে একটি কথা বলতেই হয়; তথ্য, প্রতিবেদন, বক্তব্য বিশ্লেষণ, অসমর্থিত কাল্পনিক কল্পকথা স্বীয় স্বার্থে খবরের

নামে মানুষকে ব্লাকমেইল করে স্বার্থ হাসিল করা, শত্রুতাবসত মানহানিমূলক রিপোর্ট প্রকাশ করা, গোপন ভিডিও ধারণ করে মানুষকে বিশেষ করে নারীজাতিকে বিপন্ন করে তোলার বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টের মহামান্য বিচারকদের স্ব-প্রণোদিত হয়ে সুমটো কোনো অভিযোগ উপস্থাপন করে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করার মত কেনো কৌশলে অইনের আশ্রয়ে তথ্য কমিশন নিজেদেরকে সম্মৃদ্ধ ঋদ্ধ করতে পারলে তথ্য কমিশন অরো গুরুত্ববহ হয়ে উঠতে পারতো। কারণ সতেরো কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্নরকমের যন্ত্রণায় কমবেশি আক্রান্ত হচ্ছে। সেখানে বিচারকের একদিকে যেমনটি সংখ্যাধিক্য থাকা প্রয়োজন তেমনটি নেই অন্যদিকে অবকাঠামোও অপ্রতুল। কোনো কোনো বিষয়ে একবার পিতা কোনো দেওয়ানী মামলায় যুক্ত হয়ে গেলে তার মৃত্যুর তিন পুরুষ গত হয়ে গেলেও মামলার রায় পাওয়া দুষ্কর। বিচারকেদের শতভাগ সদ্বিচ্ছা থাকা সত্বেও।

# Digital Security In These Troubled Times

**Muhammad Zamir**
Former Ambassador And Chief information Commissioner

For more than one year we have witnessed protests rage across US, the United Kingdom and European cities over the most unfortunate death of George Floyd and also curfews and clashes as the United States racial protests escalated. We have also been informed of several incidents all over the world where the media and journalists have been subjected to severe curtailing of their rights to obtain information and then disseminate them. This trend has also been seen in several countries in South, Southeast Asia and the Far East, including China.

The scenario has also gained additional dimensions because of emerging facets resulting from measures being adopted to try and control the growing after-effects and impact of the COVID Virus dimension on stranded migrant workers. This last aspect drew the attention of the world with particular reference to India.

One needs at this juncture to underline the special efforts put in by the Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) to try to facilitate not only the principle of Right to Information but also the use of freedom of information. An independent, non-governmental organization headquartered in New Delhi, with offices in London, United Kingdom and Accra, Ghana. CHRI realized that absence of full information related to the internal migrant issue was being interpreted as not being consistent with the practical realization of human rights. I believe that their recent efforts in this regard needs to be carefully scrutinized by not only the legal authorities but also the other Human Rights Commissions in South Asia- especially in these troubled times.

It appears that the CHRI's efforts were encouraged through views expressed by three eminent Indian judicial authorities. One needs to refer to them- (a) "The people of this country have a right to know every public act, everything, that is done in a public way, by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing": Justice K Mathew, former Judge, Supreme Court of India, (1975); (b) "Where a society has chosen to accept democracy as its faith, it is elementary that the citizens ought to know what their government is doing": Justice P N Bhagwati, former Chief Justice, Supreme Court of India, (1981) and (c) "Information is the currency that every citizen requires to participate in the life and governance of society": Justice A. P. Shah, former Chief Justice, Delhi and Madras High Courts, (2010).

CHRI 's efforts to obtain access to information about migrant workers stranded in different parts of India through RTI intervention during the nation-wide lockdown began on 25th March 2020. Subsequently on 8th April, 2020, the Chief Labour Commissioner (CLC) under the Union Ministry of Labour and Employment issued an official letter to the Regional Heads stationed in 20 different places across the country to collect details about every stranded migrant worker and send it to New Delhi within three days. On 5th May, 2020, the Central Public Information Officer (CPIO) apparently claimed in an unsigned reply, that the Statistics

Section of the Office of the CLC did not have this information. It was this apathy that resulted in Venkatesh Nayak, Programme Head, and Access to Information Programme, Commonwealth Human Rights Initiative to file a complaint the same day in this regard to the Indian Chief Information Commissioner, Indian Central Information Commission.On 27th May, 2020, the Indian CIC conducted an out-of-turn hearing of this complaint against the CPIO's reply, treating it as a matter deserving urgent attention.

Subsequently the Indian CIC issued an advisory to the CLC under Section 26 (5) of the Indian RTI Act, 2005 requiring him to cause all available information about stranded migrant workers to be uploaded on an official website within a week's time, consistent with Section 4 of the Act. It has also been directed that this information will have to be updated on a regular basis.
V. Nayak and the CHRI have later drawn attention to these interesting factors that have now been recognized as legal –

1) that all the Regional Heads to whom the CLC addressed the D.O. of 08/04/2020 are subject by law to his administrative jurisdiction. There is no reason why the Regional Heads would not have complied with the instructions of the Respondent Public Authority to complete the enumeration exercise and send the data within the time period specified in the said D.O.;

2) that the information sought concerns the lives of not just one person but all migrant workers residing within the territory of India due to the widespread effect of COVID-19. V. Nayak apparently searched the website of the Respondent Public Authority for information sought through the RTI application before submitting this complaint After finding that none of the information has been disclosed on the said website, he felt constrained to seek access to such information formally;

3) that all the information sought in the RTI application was that which ought to have been disclosed by the Respondent Public Authority proactively under Sections 4(1)(c) and 4(1)(d) of the RTI Act read with Section 4(2) of the RTI Act, so that people are not required to file formal RTI applications to obtain access to it.

This whole process has garnered a lot of interest in India and elsewhere because according to the data presented by the Joint Secretary, Indian Union Home Ministry, at a press briefing held on 23rd May, 2020, there were more than four crore migrant workers across the country based on 2011 Census whose detailed Data Tables were released as late as in July 2019. Consequently many felt that it was reasonable to expect that this figure had become obsolete and the actual numbers might be much more than what the Government was citing.

It was interesting to see how the Indian CIC responded to the situation. The CIC took serious note of the issue of stranded migrant workers. In its decision, the CIC extensively cited from the orders of the Supreme Court of India and the High Courts of Orissa, Madras and Andhra Pradesh which have already taken judicial notice of the extreme levels of distress and suffering of migrant workers, resulting in scores of deaths.

Subsequently he CIC issued an advisory to the Chief Labour Commissioner under Section 25

(5) of the RTI Act to pro-actively upload maximum data as available with them in relation to

the migrant workers stranded in relief camps or shelters organized by governments or at the workplace of their employers in compliance with Section 4 of the RTI Act, 2005, having regard to the peculiar circumstances prevalent in the country. It was also clarified that this process will need to be regularly updated.

This whole process undertaken by the CHRI in India has reiterated very clearly that the purpose and object of the promulgation of the Indian RTI Act, 2005 was to make the public authorities more transparent and accountable to the public and to provide freedom to every citizen to secure access to information under the control of public authorities, consistent with public interest, in order to promote openness, transparency and accountability in administration and in relation to matters connected therewith or incidental thereto.

This has been an extraordinary exercise that needs to be understood and appreciated by all affected countries. We in Bangladesh should also try to use our RTI more functionally. In a similar vein, the same dynamics should operate in Europe, the United States and many other countries in South and SouthEast Asia. We must also understand that reducing the effectiveness of freedom of information and right to access information can endanger public safety as well as the socio-economic developments taking place within a country. This also has an osmotic effect on any sub-region or a region- as is being evidenced in Myanmar and Hong Kong.

-------- *(Muhammad Zamir, a former Ambassador, is an analyst specialized in foreign affairs, right to information and good governance, can be reached at <muhammadzamir0@gmail.com>)*

# টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে তথ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে

**ড. মো. গোলাম রহমান**
সম্পাদক, আজকের পত্রিকা ও
সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার স্বীকৃতি আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অন্যতম একটি সামাজিক উন্নয়নের মাইলস্টোন। বিশ্বে ১২৫টি, কোনা কোনো সূত্রমতে ১২৯টি দেশে তথ্য অধিকার কিংবা তথ্য চাওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। কোন কোন দেশে সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে আবার কোন কোন দেশে আইন প্রণয়ন করে সেই দেশের জনগণের তথ্য অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত হয়। দেশে প্রায় ১১৫০ টি আইন রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে দেশে যে আইনকানুন প্রচলিত আছে প্রগতির ধারায় তার অনেক সংস্কার হচ্ছে। সমাজ প্রগতির ধারায় এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে চালু হচ্ছে নতুন আইন। এই সকল আইনের বেশির ভাগ চালু আছে জনগণের ওপর প্রয়োগ করার জন্য আর তথ্য অধিকার আইন হলো এমন একটি আইন, যা জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করে থাকে।

এক যুগ পূর্তি হচ্ছে এই আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী প্রতিটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটের জন্য একজন কর্তৃপক্ষ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪২ হাজার ২৯০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন। তবে সরকারি অনুদানকৃত স্কুল-কলেজ ও সব ধরনের প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত হলে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কথা। শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হয়তো আইনের সংশোধন প্রয়োজন হবে। সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা লক্ষাধিক ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করার ফলে এবং বাংলাদেশে সংক্রমণ গত বছরের তুলনায় বেড়ে যাওয়ার কারণে সকল ধরনের কাজকর্ম সীমিতভাবে চালু থাকে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার কর্মকাণ্ড হ্রাস পায়। সারা দেশে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি অফিস-আদালতও বন্ধ থাকে। জরুরি সেবাসমূহ ব্যতীত সব ধরনের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। স্বাস্থ্যসেবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই সময় অফিসগুলো বন্ধ থাকায় তথ্যের আদান-প্রদান ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জানা যায়, সাংবাদিকেরা তথ্যের আবেদন করেও সফল হননি। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা চালু থাকলেও তথ্য সরবরাহের সুযোগ সেভাবে জনগণ কিংবা সাংবাদিক ততখানি গ্রহণ করতে পারেননি। গত ৮ জুলাই ২০২১ এ সিভিল সার্জন, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত স্মারকে বিষয় লেখা ছিল, "ঢাকা জেলাধীন সরকারী হাসপাতালসমূহে রোগীর সেবা সম্পর্কীয় ও স্বাস্থ্য বিষয় কর্মকাণ্ডের উপর কোন প্রকার তথ্য আদান প্রদান ও মন্তব্য প্রিন্ট মিডিয়াকে না দেওয়া প্রসঙ্গে।" এবং উল্লেখ ছিল, "উপর্যুক্ত বিষয় এবং সূত্রের প্রেক্ষিতে ঢাকা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিরাজমান কোভিড-১৯ মহামারীকালীন পরিস্থিতিতে সিভিল সার্জন ব্যতীত অন্য কাউকে টিভি চ্যানেল কিংবা কোন প্রকার প্রিন্ট মিডিয়ার নিকট স্বাস্থ্য কর্মকাণ্ড অথবা রোগ ও রোগীদের সম্পর্কে কোন ধরণের তথ্য আদান-প্রদান বা মন্তব্য না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। একই সাথে প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গকে রোগীর ছবি তোলা, ভিডিও করা অথবা সাক্ষাতকার ধারণ করা থেকে বিরত থাকার নিমিত্ত নির্দেশক্রমে আনুরোধ করা যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৪ এবং ৮ ধারা এবং সংশ্লিষ্ট ৯(৪) ধারা আনুযায়ী যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চাইলে তা প্রদান করার বিধান রয়েছে। রোগীর নাম ও পরিচয় গোপনীয়তার কারণে না দেওয়া যেতে পারে, তবে অনুমতি সাপেক্ষে তাও প্রদান করা যায়। সুতরাং ভাবতে হবে যে তথ্য অধিকার আইন এবং এর মৌলিক চেতনা সকল সরকারী কর্মকর্তাকে আনুধাবন করতে হবে, তা বিশ্বাস করতে হবে, নইলে স্ববিরোধিতা ঘটতেই থাকবে। নাগরিকের তথ্যের অধিকার অস্বীকৃতই থেকে যাবে।

আমরা জানি, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং সুশাসন স্থায়ী হয়। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর কার্যকারিতার কারণে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য গোপন করতে বা তার সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারার কথা না। তথ্য অধিকার চর্চা বেগবান করার লক্ষ্যে সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং পেশাজীবী সংগঠনের নেতাদের সমন্বয়ে কার্যক্রম হাতে নেওয়া এখন সময়ের দাবি। দেশের ১৭ কোটি মানুষের দেশে তথ্যের জন্য বছরে মাত্র আট-দশ হাজার আবেদনপত্র একান্তই নগণ্য। কোভিড-১৯ সংক্রমনের মত সঙ্কটাপন্ন সময়ে মানুষের তথ্যের প্রয়োজন যেমন বেশি তেমনি স্বাভাবিক সময়েও তথ্যপ্রবাহ বিশেষ ব্যবস্থায় নিশ্চিত রাখা প্রয়োজন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য অধিকার আদায়ের কাজে সক্রিয় থাকতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলো হচ্ছে: দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে; অধিকাংশ জেলায় তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে; ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে; বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা" প্রণয়ন করে নিজ নিজ দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে; তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভাগ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে "তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি", জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে "তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি" এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে "তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি" গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২২ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে; যদিও এই কর্মকাণ্ডগুলো আশানুরূপ প্রতিপালিত হচ্ছে না। সম্প্রতি অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম সম্পর্কে জনঅবহিতকরন করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের ৬ মার্চ অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হয়। ২৭ জুলাই ২০১৯-এ এর পাইলটিং শুরু হয়। ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু থাকলে তথ্যের জন্য করা আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানার সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত হবে।

০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৯৭৯৭টি। দাখিলকৃত ৯৭৯৭টি আবেদনের মধ্যে ৯৩৮৭টির তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৫.৮২%। আবেদনকৃত কেইসে তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৩৫৩ টি অর্থাৎ ৩.৬০%। ২০১১-২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ৫৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি (ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/ বিভাগীয় শাস্তি) প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২০ সালে মাত্র ০২ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অর্থ জরিমানা করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্যতম নির্দেশক ১৬.১০.২ এ ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকারকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাকে নিশ্চিত করার জন্য ইউনেস্কো প্রতিবেদনের সুপারিশমালায় বলা হয় যে সরকার এই আইন প্রয়োগে তদারকি ও এসডিজি মনিটরিংয়ের জন্য তথ্য কমিশনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত করতে পারে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়, The publication notes that, while national regulation systems increasingly support freedom of information, oversight and appeals bodies and individual public authorities could do "far better" in tracking and processing information requests and appeals. (UNESCO Finds 125 Countries Provide for Access to Information, 25 July 2019).

এছাড়াও ইউনেস্কো তথ্য অধিকারে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১০.২ নিরূপণে ও পরিবেক্ষণে মানসম্পন্ন হাতিয়ার হিসাবে আইন প্রণয়ন এবং কার্যকরণে গুরুত্ব আরপ করেছে। এই ক্ষেত্রে ইউনেস্কো সরকারি ও সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোকে উচ্চমানসম্পন্ন, সময়োপযোগী, বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নিশ্চিত করার লক্ষে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তথ্য সংগ্রহের সহায়তা দিয়ে থাকে বলে উল্লেখ করেছে। (Monitoring and Reporting on

Access to Information https://en.unesco.org/themes/monitoring-and-reporting-access-information (08-09-2021)

সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা যেমন জরুরি একইভাবে এই পেশায় নিয়োজিতদের তথ্য আদান-প্রদানের মত উল্লেখযোগ্য কাজে উৎসাহিত হওয়াও জরুরি। সাংবাদিক ও অন্যান্য গণমাধ্যম কর্মীদের নিজেদের কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহের যেমন তাগিদ থাকা প্রয়োজন ঠিক একইভাবে জনমনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা-পরিষেবা, সুযোগ-সুবিধা এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা গণমাধ্যমে উপস্থাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নির্ভুল তথ্য ব্যবহারে সমাজ উপকৃত হবে। সুশাসনের জন্য তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি তথ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোকে যথেষ্ট অংশগ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধি বজায় রাখতে পারলে সামগ্রিকভাবে সুশাসন ত্বরান্বিত হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

# তথ্য অধিকার আইন: লক্ষ্য, অর্জন ও আইনগত প্রতিবন্ধকতা

**নেপাল চন্দ্র সরকার**
প্রাক্তন তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার বিষয়টি কতিপয় যুক্তিযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, জন শৃংখলা, নম্রতা, নৈতিকতা এবং আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতে উস্কানী প্রদান ইত্যাদি। এসকল শর্তের সাথে সর্ম্পৃক্ত বিষয়াদি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে নাগরিকগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা আমাদের সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে সংবিধানের ৭নং অনুচ্ছেদে জনগণই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জনগণের এই ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় জনগণের ভোট প্রদানের অধিকার ব্যতীত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষগুলোর উপর কোনরূপ প্রভাব/কর্তৃত্ব ছিল না বা তাদের তথ্য চাওয়া বা পাওয়ার আইনগত অধিকার ছিল না। সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জনগণের ক্ষমতায়ন ও ৩৯ (১) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নাগরিকগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিগত ২৯শে মার্চ, ২০০৯ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি এতে সম্মতি প্রদানের পর ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে তথ্য কমিশন গঠনপূর্বক তা কার্যকর করা হয়।

**তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও অন্যান্য আইনে নাগরিকগণকে যে সকল অধিকার দেয়া হয়েছে, সে সকল নাগরিক অধিকার সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথা কতৃপক্ষগুলো কর্তৃক যথাসময়ে যথানিয়মে তাঁদেরকে দেয়া হয় কি-না বা তাঁরা পান কি-না, তা জানার অধিকার নিশ্চয়ই জনগণের রয়েছে। সরকারি এবং সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাগুলো জনগণকে যে সকল সেবা দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলো যথাসময়ে যথাযথ পদ্ধতিতে দিচ্ছে কিনা বা জনগণ তার সুবিধাদি পাচ্ছেন কিনা, না পেয়ে থাকলে কেন পাচ্ছেন না, তা নাগরিকগণকে জানার অধিকার দিয়েছে এই তথ্য অধিকার আইন। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এ সকল সংস্থার ওপর জনগণের কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নপূর্বক সংস্থাগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতি হ্রাসই তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জনগণকে ৮টি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ব্যতীত যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য জানার অধিকার প্রদান করে জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারে অংশীদার করেছে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই আইনটি হচ্ছে জনগণের অধিকার আদায়ের অন্যতম হাতিয়ার।

**স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন:**

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন শব্দগুলো পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শাসন প্রক্রিয়ায় দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে স্বচ্ছতার প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- সেই বিষয়ের সাথে কোনরূপ গোপনীয় কিছু সংশ্লিষ্ট আছে কি-না। যদি গোপনীয় কোন বিষয় না থাকে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাওয়া গিয়েছে কি-না, সিদ্ধান্ত গ্রহণার্থে উপস্থাপিত সকল যুক্তি, অনুসরণীয় ও অনুসরিত পদ্ধতি, লেনদেন ইত্যাদি জনগণের জন্য উন্মুক্ত কি-না, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি-না, ইত্যাদি বিষয় বিবেচ্য। কোন প্রতিষ্ঠানে/কর্তৃপক্ষে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য উল্লিখিত শর্তগুলো যদি যথাসময়ে পূরণ করা হয়, তবেই বলা যাবে যে, কাজটি স্বচ্ছভাবে সম্পাদন করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটির কার্য সম্পাদনে স্বচ্ছতা রয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ম সম্পাদনে কোন গোপনীয় বিষয় বা শর্ত না থাকা এবং অনুসরণীয় নিয়মনীতি, পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে কার্য সম্পাদনপূর্বক পরিদর্শনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখাই হচ্ছে স্বচ্ছতা যাতে অন্যরা সহজেই দেখতে, জানতে ও বুঝতে পারে যে, উক্ত কাজটি কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে। কাজেই বলা

যায়, সংক্ষেপে স্বচ্ছতা হচ্ছে এমনভাবে কার্য সম্পাদন যা অন্য যেকোন ব্যক্তি দপ্তরে সংরক্ষিত কাগজপত্র দেখে সহজেই জানতে ও বুঝতে পারে। এটি হচ্ছে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের একটি অব্যাহত প্রচেষ্টার সুফল। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্তরূপ সকল তথ্য স্ব-প্রণোদিতভাবে বা আবেদনের ভিত্তিতে প্রকাশের মাধ্যমে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে স্বচ্ছতা অর্জন সম্ভব।

অন্যদিকে জবাবদিহিতা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়, সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন কোন উর্ধ্বতন বা অধস্তন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ বা কোন নাগরিক থেকে উত্থাপিত হলে তার সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার সক্ষমতা। প্রয়োজনীয় কর্মপরিবেশ তৈরী করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়ার পর কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত কাজের জন্য উত্থাপিত সকল প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব দেয়াই হচ্ছে জবাবদিহিতা। সোজা কথায় কোন কাজ কেন করা হলো তার সন্তোষজনক জবাব দেয়াই জবাবদিহিতা। আর তথ্য অধিকার আইন জনগণকে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়ার ও প্রশ্ন উত্থাপনের আইনগত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই আইন ব্যবহার করে দেশের জনগণ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে আরো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। এক্ষেত্রে দাপ্তরিক কর্মবন্টন আদেশ ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) অনুযায়ী একজন কর্মচারী তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন এটাই বিধেয় ও প্রত্যাশিত এবং এর ব্যত্যয় হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা জনগণকে প্রদেয় সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এটাও প্রত্যাশিত। ফলে সেবা প্রদানকারীগণ অধিকতর সচেতন হয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হচ্ছেন। তবে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে হলে তথ্য অধিকার আইন, সিটিজেন চার্টার এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার প্রয়োগ জোরদার করতে হবে। দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন অর্জন সম্ভব।

**সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকাঃ**

১. তথ্য অধিকার আইন জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে।
২. প্রয়োজনীয় নথিপত্র, রেজিস্ট্রার, অফিস, প্রকল্প পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করে।
৩. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লিখিত, প্রিন্টেড বা ফটোকপি এবং নমুনা সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করে।
৪. সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিয়ে নিতে সহায়তা করে।
৫. দাখিলকৃত দরখাস্তের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, ব্যবস্থা গ্রহণ না করে থাকলে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, গৃহীত সিদ্ধান্ত আবেদনকারীর বিবেচনায় সঠিক না হলে বা তার বিপক্ষে হলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে যৌক্তিকতা, সরকারি কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন বা সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে কোন কর্তপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে তিনি জানতে আগ্রহী হলে এ ধরনের সকল তথ্যের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করে তার সমস্যার সমাধান তরান্বিত করতে পারেন এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সক্ষম হন।
৬. অবাধ তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সকল সরকারি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন একটি শক্ত ভিত্তি তৈরী করে ও দেশ থেকে দুর্নীতি নিরসনে সহায়তা করে।
৭. তথ্য অধিকার আইন দেশের নীতি নির্ধারনী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করে দেয় এবং এ সকল বিষয়াদি অর্জন সম্ভব হলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

**তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার প্রক্রিয়াঃ**

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কিভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বয়ে আনতে পারে। তথ্য অধিকার আইন এমন একটি আইন যার মাধ্যমে জনগণ দেশের যে কোন সরকারি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতিত যে কোন তথ্য চাইতে পারেন এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমেই এসকল প্রতিষ্ঠানের উপর জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আইনে দুটি পদ্ধতিতে সরকারি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রকাশের বিধান করা হয়েছে:

(ক) স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং
(খ) আবেদন/অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রকাশ।

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের পরিমাণ যত বেশি হবে এবং প্রকাশের মাধ্যমসমূহ যত ব্যাপক হবে জনগণ তত সহজেই তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারবেন। স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশিত হয়নি, এমন প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে হলে নাগরিকগণকে তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন দাখিল করে তা সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য না দিলে বা অপারগতা প্রকাশ করলে বা নির্ধারিত সময়ে কোন জবাব না দিলে তথ্যের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি আপীল কর্তৃপক্ষ তথা উক্ত কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের নিকট আপীল করতে পারবেন। আপীল করেও প্রয়োজনীয় তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার বিধান রয়েছে যার মাধ্যমে প্রাপ্তিযোগ্য সকল তথ্য পাওয়া সম্ভব।

**(ক) স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বাস্তব অবস্থা:**

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ৬ ধারায় সুস্পষ্ট বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তথ্য কমিশন এই আইনের ৬(৮) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে সরকারের অনুমোদনক্রমে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ জারি করেছে। এই প্রবিধানমালার প্রবিধি ৩ অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তফসিল-১ ও তফসিল-২ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইট। সরকার ও তথ্য কমিশনের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ওয়েবসাইট চালু করে প্রচুর পরিমাণ তথ্য তাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনসহ অন্যান্য আইনে স্ব-প্রণোদিতভাবে যে সকল তথ্য প্রকাশের বিধান রয়েছে, তদনুযায়ী তথ্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে কি-না। এ বিষয়টি সম্পর্কে ধারনা পাওয়ার লক্ষ্যে কতিপয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণে নিম্নরূপ বিষয়াদি পরিদৃষ্ট হয়:

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক তথ্য প্রকাশ করেছে যা সন্তোষজনক।
২. কতিপয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ সন্তোষজনক পরিমাণ পরিচালন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করলেও অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ গড়মানের (Average category) এবং কতিপয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেছে।
৩. অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিতে পর্যাপ্ত তথ্য যেমন- সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় ফরমসমূহ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের প্রমিত মাপকাঠি নির্ধারণপূর্বক সেবা প্রদানকারীর নাম, পদবী, সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক আবেদনের সাথে দাখিলিতব্য কাগজপত্র ও সেবা প্রদানের নির্ধারিত ফিস, জমার পদ্ধতি, ইত্যাদি প্রকাশ করেছে যা সন্তোষজনক। তবে স্বল্প সংখ্যক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সেবা প্রদান সংক্রান্ত অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। তাছাড়া অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ লাইসেন্স, পারমিট, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা প্রদানের বিবরণ সম্বলিত শর্তাবলী প্রকাশ করলেও প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিট, সম্মতি, অনুমোদন প্রাপ্তদের তালিকা বা সংখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।
৪. অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ উপস্থাপনসহ অপারগতার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ উপস্থাপনের সুযোগ এবং নিষ্পত্তির সময়সীমা, সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। কিন্তু কি কি অভিযোগ দাখিল এবং নিষ্পত্তি হয়েছে তা প্রকাশ করেনি। শুধু অভিযোগের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন বা শূণ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করায় এ বিষয়ে স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
৫. ব্যবহারকারীগণের perspective বিবেচনায় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের আবেদন বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মন্ত্রণালয়ে অনুসরিত আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা, নির্দেশাবলী, ম্যানুয়াল, নীতিমালা, কৌশলপত্র, গুরুত্বপূর্ণ

পরিপত্র, ইত্যাদি নতুনভাবে প্রণয়ন বা পরিবর্তন বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অসুবিধা দূরিকরণার্থে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভার সিদ্ধান্তসমূহ বা উক্তরূপ পরামর্শ সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তাছাড়া সচিবালয় নির্দেশমালা,২০১৪ এর ২৬১নং নির্দেশ অনুযায়ী কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের ওয়েবসাইটেই সেবা ডেস্ক স্থাপন করা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

৬. সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর মধ্যে মাত্র ৯টি কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহের তালিকা, বাস্তবায়নের পদ্ধতি, প্রদেয় সুবিধাদির বিবরণ, দান/অনুদান/কনসেশন/ স্ট্যাইপেন্ড ও বৃত্তি/ বরাদ্দকৃত অর্থ/সম্পদের পরিমাণ এবং উপকারভোগীদের তালিকা, ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করলেও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। বিশেষত: সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় গৃহীত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহের তালিকা ও উপকারভোগীদের তালিকা প্রকাশ করেনি। সরকারের এই মহৎ উদ্যোগ দেশের দরিদ্র ও সীমিত আয়ের জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিধায় উক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহের উপকারভোগীদের নির্বাচন ও তালিকা প্রকাশ করা জরুরী যা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সরাসরি জড়িত।

৭. বাজেট, ব্যয় বিবরণী ও নিরীক্ষা: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ চলতি বছরের শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও অধিকাংশ মন্ত্রণালয় / বিভাগ মন্ত্রণালয়ের ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের বাজেট প্রকাশ করলেও চলতি বছরের ব্যয় বিবরণীসমূহ, পূর্ববর্তী বছরের ব্যয় বিবরণীসমূহ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ এবং নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির অবস্থা সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি যা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সরাসরি জড়িত। এই বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগই সবচেয়ে কম তথ্য প্রকাশ করেছে।

৮. ক্রয়/সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) প্রক্রিয়া: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ চলতি বছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রকাশ করলেও গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা/প্রকল্পসমূহের বর্ণনাসহ তালিকা, বৃহৎ প্রকল্পগুলোর ফিজিবিলিটি প্রতিবেদন, দরপত্র আহ্বান ও দরপত্র প্রকাশ , মুল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য, শর্তাবলীসহ কার্যাদেশ/নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড, পূর্তকাজের চুক্তি, চুক্তির শর্তাবলী, সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ব্যয় ও মেয়াদকাল, গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা/ প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন, ইত্যাদি তথ্য কম প্রকাশ করেছে যা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সরাসরি জড়িত।

৯. সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া/পদ্ধতি: মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তবিত সকল তথ্য যেমন- সমন্বয় কমিটি, উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গঠিত অন্য কোন বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটি বা অন্য কোন বডি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভা ও সভার সিদ্ধান্তসমূহ, জনগণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া/পদ্ধতি,ইত্যাদি তথ্য অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকাশ করেছে। তবে কতিপয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ না করে শুধুমাত্র সভার নোটিশ প্রকাশ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করেছে।

১০. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, দপ্তরের অবস্থান, যোগাযোগের সরকারি নম্বর; আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী, দপ্তরের অবস্থান, যোগাযোগের সরকারি নম্বর প্রকাশ করলেও তথ্য কমিশনারগণের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের দাপ্তরিক নম্বর, ইত্যাদি প্রকাশ করেনি। অধিকন্তু, কোন মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত সকল তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের অনুলিপিসহ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারীর নাম, যাচিত তথ্যাদি, আবেদন গ্রহণ ও তথ্য সরবরাহের তারিখ; তথ্য প্রাপ্তির আবেদনসমূহের ভিত্তিতে সরবরাহকৃত তথ্য সম্বলিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন; তথ্য প্রাপ্তির জন্য জনগণকে প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ:- পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি, দাপ্তরিক/লাইব্রেরী/অন্যান্য কর্ম ঘন্টা ও এতদ্সংক্রান্ত নিয়মাবলী ইত্যাদি প্রকাশ করেনি।

১১. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগই বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ওয়েবসাইট চালু করেছে। তবে সব কিছুরই বাংলা সংস্করণ এখন পর্যন্ত সন্নিবেশিত হয়নি। প্রায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে ই-সেবাসমূহ, ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্যাদির বিবরণ, ডাউনলোডের সুযোগ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, এসডিজি, ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অনেকক্ষেত্রেই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, এসডিজি ইত্যাদির লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি অর্জন এবং ওয়েবসাইট সর্বশেষ হালনাগাদকরণের তারিখ সন্নিবেশিত হয়নি। তথাপি ডিটিালাইজেশন এর কার্যক্রম সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে যে সকল সেবা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে দেয়া সম্ভব সেগুলো পর্যায়ক্রমে ডিজিটালাইজ করে আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

**(খ) আবেদন/অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রকাশের বাস্তব অবস্থা:**

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

| ক্রমিক নং | সময়কাল | নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তারসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ২০০৯-২০১৪ | ২০,১৫৬ | ১৬,২০১ |
| ২ | ২০১৫-২০১৯ | ২১,৯৫২ | ২৯,৭৬২ |
| ৩ | ২০২০ | ১০২ | ১,১৭০ |
| মোট | ২০০৯-২০২০ | ৪২,২১০ | ৪৭,১৩৭ |

উপর্যুক্ত ছক ও তথ্য কমিশনের বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সকলকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যা সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, ২০১৩ সন হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ছাড়াও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ের কিছু সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/আপীল কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব এবং সাংবাদিকগণকে বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি হয়েছে মর্মে প্রতিভাত হয়।

**তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম:**

তথ্য কমিশন গঠনের পর থেকে কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক ভাবে দেশের ৬৪ টি জেলায় ও সকল বিভাগীয় পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১৫ সন থেকে দেশের সকল উপজেলায় এই প্রচার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সনে টাঙ্গাইল জেলার ১২ টি উপজেলায়, ২০১৬ সনে ১৬ টি জেলার ১০২ টি উপজেলায়, ২০১৭ সনে ২০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায়, ২০১৮ সনে ৮ টি জেলার ৭৩টি উপজেলায়, ২০১৯ সনে ১৭টি জেলার ১৩১ টি উপজেলায়, ২০২০ সনে ২টি জেলার ৯টি উপজেলায়, অর্থাৎ মোট ৬৪টি জেলায় ৪৭২টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জন অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভাগুলোতে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

উক্তরূপ জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা ছাড়াও তথ্য কমিশন ২০১০-১১ সালে গ্রামীণফোন, টেলিটক, রবি গ্রাহকদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিভিন্ন ঞবীঃ সবংংধমব প্রেরণ করেছে এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ঞঠ ংপৎড়ষষ এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন টক- শো/আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন" বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও, এফএম বেতারে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। এছাড়া আরটিআই বিষয়ক বিভিন্ন খবর/প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন বিভিন্ন মেলায় যেমন- একুশে বই মেলা, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, তথ্য অলিম্পিয়ার্ড ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছে। এসব মেলায় তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ডকুমেন্টারি, টিভিসি/টিভি ফিলার/গম্ভীরা গান, পটগান, নাটিকা, ইত্যাদি প্রচার করেছে।

তথ্য কমিশন গঠনের পর থেকে কমিশনের উদ্যোগে তথ্য অধিকার বিষয়ক উক্তরূপ প্রচার কার্যক্রম গ্রহণের পরও তা জনমনে কাঙ্খিত মাত্রায় স্থান করে নিতে পারেনি যা সাড়া দেশে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা থেকে প্রতিভাত হয়।

**সাড়া দেশে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও নিস্পত্তির অবস্থা:**

তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ:

| ক্রমিক নং | সাল | তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্তআবেদনের সংখ্যা | আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহের সংখ্যা ও হার | অনিস্পন্ন আবেদনের সংখ্যা | যাচিত তথ্য সরবরাহ না করার সংখ্যা ও হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২০১০-২০১৪ | ৬৯,৮৬২ | ৬৭৮৯৫ | ১৫৪ | ১,৮১৩ (২.৬৭%) |
| ২. | ২০১৫-২০১৯ | ৪২,২২৯ | ৪০,১০৯ | ৪২৯ | ১,৬৯১ (৪.২১%) |
| ৩. | ২০২০ | ৯,৭৯৭ | ৯৩৮৭ | ৫৭ | ৩৫৩ (৩.৭৬%) |
| ৪. | সর্বমোট | ১,২১,৮৮৮ | ১,১৭,৩৯১ | ৬৪০ | ৩,৮৫৭ (৩.২৯%) |

উপর্যুক্ত ছক থেকে দেখা যায় যে, বিগত ১১ বছরে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ১,২১,৮৮৮টি এবং সরবরাহকৃত তথ্যের সংখ্যা ১,১৭,৩৯১টি অর্থাৎ গড় সরবরাহের হার ৯৬.৩১%। প্রক্রিয়াধীন আবেদন ব্যতীত তথ্য সরবরাহ না করার গড় হার ৩.২৯% যা সরবরাহের তুলনায় স্বাভবিক। তাছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল ও তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগে প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে আবেদনকারীগণ আরো তথ্য পেয়ে থাকেন।

**তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তির অবস্থা:**

**বছরওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ছক**

| ক্রমিক নং | সময়কাল | মোট অভিযোগ | শুনাণীর জন্য গৃহীত | শুনাণীর জন্য গ্রহণের হার | গৃহীত অভিযোগ নিস্পত্তির হার |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২০০৯-২০১৪ | ৮০৭ | ৪২৪ | ৫২.৫৪% | ৯৫.২৮% |
| ২ | ২০১৫-২০১৯ | ২৭৬৭ | ১৭৩২ | ৬২.৫৯% | ৯৭% |
| ৭ | ২০২০ | ২৯০ | ১৫৯ | ৫৪.৮৩% | ৩৯.৪৯% |
| মোট: | ২০০৯-২০২০ | ৩৮৬৪ | ২৩১৫ | ৫৯.৯১% | ৯৫.৮১% |

উপর্যুক্ত ছক থেকে দেখা যায় যে, তথ্য কমিশনের শুরু তথা ২০০৯ থেকে ২০২০ সন পর্যন্ত মোট ৩,৮৬৪ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দাখিল হয়েছে। তন্মধ্যে অভিযোগের প্রকৃতি, অভিযোগ দাখিলের সময়সীমা ও অন্যান্য আইনগত ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে মোট ২৩১৫টি অর্থাৎ ৫৯.৯১% অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে। শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর মধ্যে ২০১৪ সনে ২০টি, ২০১৯ সনে ৫২টি এবং ২০২০ সনে ৯৭টি অভিযোগ পরবর্তী সনে শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ তথ্য কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ নিস্পত্তির মোট সংখ্যা ২২১৮ টি এবং হার ৯৫.৮১%। উল্লেখ্য, ২০০৯-২০১১৪ পর্যন্ত সময়ে মোট দাখিলকৃত ৮০৭টি অভিযোগের মধ্যে ৪২৪টি অর্থাৎ ৬২.৫৯ অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়। তারমধ্যে ২০টি ব্যতীত সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয় যার গড় হার ৯৫.২৮%। ২০১৫-২০১১৯ পর্যন্ত সময়ে মোট দাখিলকৃত ২৭৬৭ টি অভিযোগের মধ্যে ১৭৩২ টি অর্থাৎ ৬২.৫৯ অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়। তারমধ্যে ৫২ টি ব্যতীত সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয় যার গড় হার ৯৭%। তবে কোভিড-১৯ অতিমারী এর কারণে ২০২০ সনে অভিযোগ নিস্পত্তির হার কমে এসেছে বলে অনুমিত হয়।

**তথ্য প্রদান না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণঃ**

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত আভিযোগের শুনানীঅন্তে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। ২০১০-২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ৫৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি (ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/ বিভাগীয় শাস্তির সুপারিশ) প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০২০ সালে ০২ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।

**আইনগত প্রতিবন্ধকতাঃ**

তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারায় জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নাগরিকগণ কর্তৃক অনুরোধকৃত তথ্যাদি প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বাধ্যবাধকতার আওতায় আনা হয়েছে। উক্ত আইনের ৩ ধারায় তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্যের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও বিভিন্ন আইনে বিশেষত: ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনীয় আইন এবং ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা পূর্ববৎ বলবৎ থাকায় তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন কি-না সে বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে যাচিত তথ্য সরবরাহ করেন যা তথ্য অধিকার আইনে বিধেয় নয়। তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় বিধৃত কতিপয় তথ্যাদি ব্যতীত অন্যান্য সকল তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ ধারার বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেও তা যথাযথভাবে অনুসরিত হচ্ছে না মর্মে পরিদৃষ্ট হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মনে এ বিষয়ে সরকারি গোপনীয় আইন এবং আচরণ বিধিমালার ধারণা পূর্ববৎ বলবৎ থাকায় তা তথ্য না দেয়ার পক্ষে অজুহাত হিসেবে দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে যাচিত তথ্য প্রদান করলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হবে কি-না সে বিষয়টিও তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। এরূপ ভীতির মূল কারণ দু'টি হচ্ছে সরকারি গোপনীয় আইন এবং ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালায় তথ্য সরবরাহে বাধা ও শাস্তির বিধান বহাল থাকা।

তথ্য অধিকার আইনের ৩ ধারায় এই আইনের প্রাধান্য বর্ণিত হলেও সরকারি গোপনীয় আইন ৯৮ বছর এবং সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ৪২ বছর অনুসরণের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেয়ার মানসিকতা মাত্র ১২ বছরে পুরোপুরি দূরীভূত হবে এটা আশা করা যায় না। তদুপরি তথ্য না দেয়ার মানসিকতার পিছনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কাজ করে তা হচ্ছে কর্ম সম্পাদনে স্বচ্ছতার অভাব এবং স্বচ্ছতার অভাবের সুযোগে দুর্নীতি। ফলে তথ্য অধিকার আইন জারীর অপর মূল লক্ষ্য সকল কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতি কমিয়ে আনা বা রোধ করার বিষয়টি অর্জনে সরকারি গোপনীয় আইন ও সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যেখানে সুস্পষ্ট আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেই নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান, সেক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক আইনের প্রয়োগ অবশ্যই জটিলতর। এরূপ সাংঘর্ষিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সৃষ্ট অসুবিধা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণার্থে তথ্য অধিকার আইনের ১৩ (৫)(ঘ) তে তথ্য কমিশনকেই প্রাথমিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন জারীর পর ১২ বছর উত্তীর্ণ হলেও উক্ত দু'টি আইনের এরূপ একটি সাংঘর্ষিক অবস্থান নিরসনের জন্য এখন পর্যন্ত কোন সংশোধন প্রস্তাব সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়নি। ফলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন/প্রয়োগ কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অবস্হা নিরসনকল্পে তথ্য কমিশনকেই উদ্যোগী হতে হবে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ, আইনবিষয়ক শিক্ষকবৃন্দ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনজিওগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের সমন্বয়ে সভা/ওয়ার্কশপ আয়োজন করে সরকারি গোপনীয় আইন এবং সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধির সংশোধনের বিষয়ে একটি সুপারিশমালা তৈরী করে সরকারের বিবেচনার জন্য দাখিল করা প্রয়োজন।

পরিশেষে উল্লেখ্য, জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের একটি বড় অংশের সচেতনতার অভাব, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া, তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করে জনগণকে আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে এ সময়ে চিহ্নিত হয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পথ আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধিসহ সকলের অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

# তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনগণের মধ্যে এ আইনের চর্চা বৃদ্ধি করা গেলে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে হ্রাস পাবে দুর্নীতি এবং দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সুশাসন। এরুপ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে। এ আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জনগণের দোরগোড়ায় এই আইনকে পৌছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল বিভাগ, জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্ব-প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভা, উক্ত সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন প্রভৃতি।

তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হলো:-

- জনগণ ও সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় এবং বহিঃবিশ্বের সাথে ঙহষরহব এ যোগাযোগ রক্ষার জন্য তথ্য কমিশনের একটি Web Portal www.infocom.gov.bd নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশনে সার্ভার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা জারি করা হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত ম্যানুয়াল, তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বলিত পুস্তক, পকেট সংস্করণ, নিউজ লেটার, তথ্য অধিকার সহায়িকা, বুকলেট, লিফলেট, ইত্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের অবহিত করার জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতেও এই আইনটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই আইনের ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন ডকুমেন্টারি, টিভি ফিলার, গান ও নাটিকা নির্মাণ করা হচ্ছে।
- তথ্য কমিশনের ৭৬ (ছিয়াত্তর) জন জনবল, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশনের জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদে আরো ২৭৬টি পদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
- জনগণকে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ৪২,৪৫০ (বিয়াল্লিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্যাদির ডাটাবেজ তৈরি করে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- আইনটি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য এ পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে এবং জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা

পর্যায়ে ৫০৪ টি জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ৫০৬ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত সর্বমোট-৪৭,৯১৫ (সাতচল্লিশ হাজার নয়শত পনের) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। ২০১৬ পর্যন্ত প্রধান তথ্য কমিশনারগণ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে তাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
- দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে গত ১০-১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনারগণের ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে গত ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে UNESCO কর্তৃক আয়োজিত মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং অন এসডিজি ১৬.১০.২ (পাবলিক একসেস টু ইনফরমেশন) বিষয়ক ওয়ার্কশপের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের টিম লিডার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্যক অবহিত করার লক্ষ্যে আইনটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে এবং ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইন অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তদানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ এর ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৪১০৩টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য গৃহীত ২৩৮৩টি অভিযোগের মধ্যে ২২৬২টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পত্র প্রদানের মাধ্যমে ১৫৬২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ শুনানী ও পত্র প্রদানের মাধ্যমে ৩৮২৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে:
  - ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি
  - খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি
  - গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি
- বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। এতে করে অতি সহজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) এর মাধ্যমে "সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ" লিংকে প্রবেশ করে কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণার্থী তথ্য কমিশন হতে একটি সনদপত্রও পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ জন কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন করেছেন যার মধ্যে ৪৫,২৮৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন।
- তথ্য কমিশন ২০১৮ সাল থেকে দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য বয়ে আনে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে এবং অনলাইন ট্রেনিং সাপোর্ট বিষয়ক বিভাগীয় পরিকল্পনা সভার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। তথ্য কমিশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে তথ্য অধিকার আইন/অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময়/ফলোআপ সভা করছে।

- তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম এবং গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি সিলেটে এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাধীন সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য পর্যায়ক্রমিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ উদ্যোগটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবাহারের পথ সুগম করবে।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন মেলায় তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে। একুশে বই মেলা, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, তথ্য অলিম্পিয়ার্ড ইত্যাদিতে তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে থাকে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ভবনের ০২টি বেজমেন্টসহ ০৩ তলা পর্যন্ত পর্যন্ত ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবন নির্মাণের ভৌত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩১%।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীনফোন ও রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "A2I Project" বেসরকারি প্রতিষ্ঠান FNF, ডিনেট, টিআইবি এর সাথে তথ্য কমিশন MOU স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেপালের জাতীয় তথ্য কমিশনের সাথে MOU স্বাক্ষর করেছে।
- ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় ২০১৪ সাল হতে প্রতিবছর ঢাকাসহ সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে। মাঠ প্রশাসনের সহযোগিতায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে উদ্‌যাপন করা হয়। তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিও সমন্বয়ে ঢাকায় এবং মাঠ প্রশাসনের মাধ্যমে বিভাগ, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বর্নাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপনে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় ও তথ্য কমিশন হতে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি রেডিও, এফ এম বেতারসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, টক-শো ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী প্রচার করা হয়, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস এর প্রতিপাদ্য, স্লোগান প্রভৃতি মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কনটেন্ট, ডকুমেন্টারিসমূহ ডিজিটাল স্ক্রল ও ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডে প্রচার করা হয় এবং জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনের ব্যানার, ফেস্টুন প্রচার করা হয়। বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তথ্য কমিশন হতে ২০২০ সালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ উদযাপন কর হয়। পূর্বে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য কমিশন ঢাকায় এবং জেলা পর্যায়ে উদ্‌যাপন করা হতো। এবছর তথ্য কমিশন দিবস উদযাপনের আওতা বাড়িয়ে বিভাগীয় পর্যায়, জেলা পর্যায় এবং ইউডিসিসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ উদযাপন করে।
- তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন হতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন, মুজিববর্ষ উদযাপন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে আলোচনা সভা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

## স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২১ প্রকাশ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভিন্ন কমিশন, জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। 'মুজিব বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের মাসভিত্তিক কিছু ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২০ প্রকাশ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভিন্ন কমিশন, জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

## স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২১ প্রকাশ

২০২১ সাল একদিকে মুজিববর্ষ অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের স্মৃতিকে লালন করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার চেতনাকে প্রবাহিত করার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের অনুপম স্মৃতি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে মুজিববর্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতাভিত্তিক নির্মিত স্থাপনা দিয়ে তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২১ প্রকাশ করা হয়েছে।

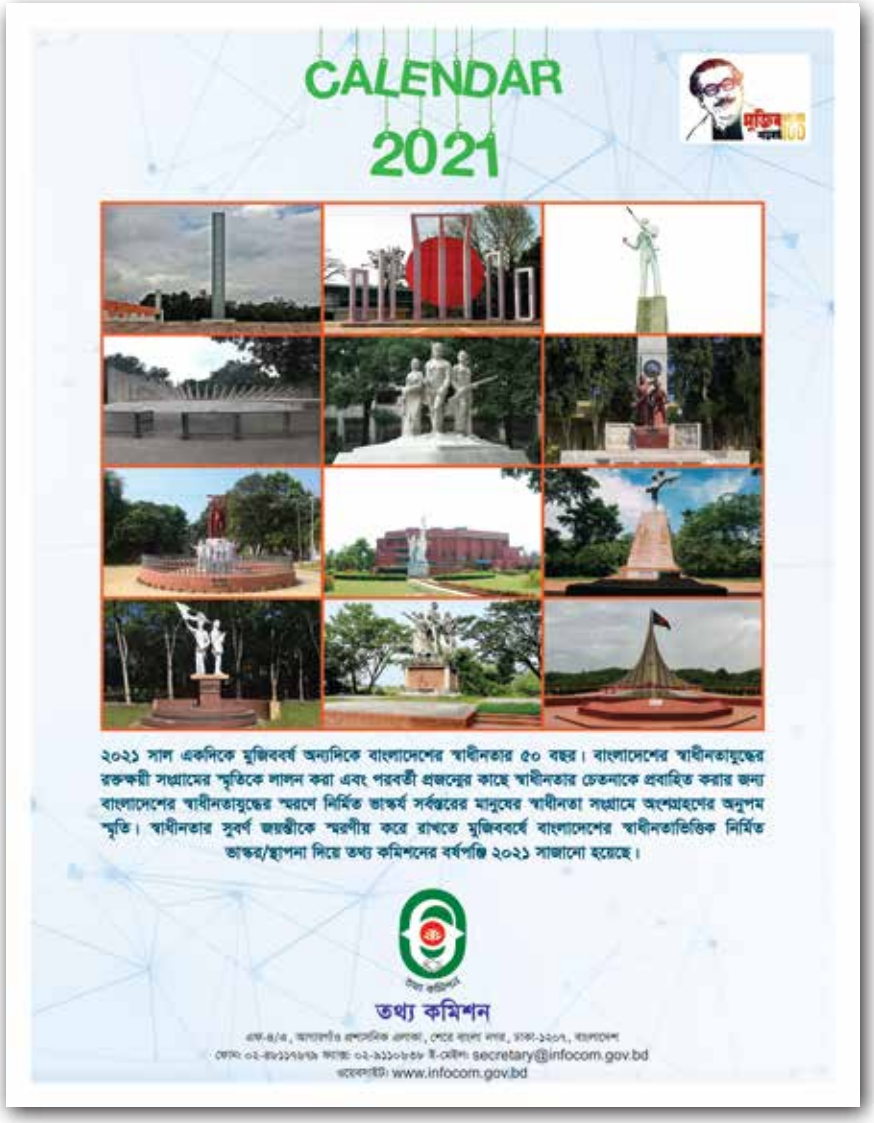


তথ্য কমিশন বর্ষপঞ্জি ২০২১

## মুজিব বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের মাসভিত্তিক কিছু ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২০ প্রকাশ

'মুজিব বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের মাসভিত্তিক কিছু ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তথ্য কমিশন বর্ষপঞ্জি ২০২০ প্রকাশ করেছে। ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ বিকেল ০৩.০০ ঘটিকায় তথ্য কমিশনের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষপঞ্জি ২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি।

তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২০ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। ১২ জানুয়ারি ২০২০

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মানুষের কল্যাণে সংগ্রাম করে গেছেন। বর্ষপঞ্জির প্রতি মাসের প্রতি পৃষ্ঠায় এ সকল তথ্য প্রবাহ উঠে এসেছে। এতে নতুন প্রজন্মসহ সকলেই বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব মরহুম জনাব মোঃ তৌফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব ড. উর্মি বিনতে সালাম, এমআরডিআই'র নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের তৎকালীন পরিচালক ড.রেজউয়ান-উল-আলম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে.আর.শাহরিয়ার। এসময় বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

## তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন হতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডে প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি পৃথক কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের অফিসের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরিকৃত একটি বড় ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি ও জন্মশতবার্ষিকী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে ব্যানার, ফেস্টুন, স্ক্রল এবং ডিজিটাল

ডিসপ্লের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের কনটেন্ট প্রচার করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডে প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি পৃথক কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের অফিসের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরিকৃত একটি বড় ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি ও জন্মশতবার্ষিকী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে।

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল
১৭ মার্চ ২০২১

উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনের সচিব সুদত্ত চাকমা, পরিচালক (প্রশাসন) জে. আর. শাহরিয়ার, প্রধান তথ্য কমিশনারের সাবেক একান্ত সচিব মোহাম্মদ গোলাম কবির, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ মাহবুবুল আহসানসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় জাতির পিতার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে জাতির পিতার আত্মার শান্তি কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

## মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে.আর. শাহরিয়ার, পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে ব্যানার, ফেস্টুন, স্ক্রল এবং ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের কনটেন্ট প্রচার করা হয়।

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে.আর. শাহরিয়ার, পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিম, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ মাহবুবুল আহসান, উপপরিচালক (গ.প্র.প্র.) জনাব এ, কে, এম, আনিসুজ্জামানসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় জাতির পিতার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

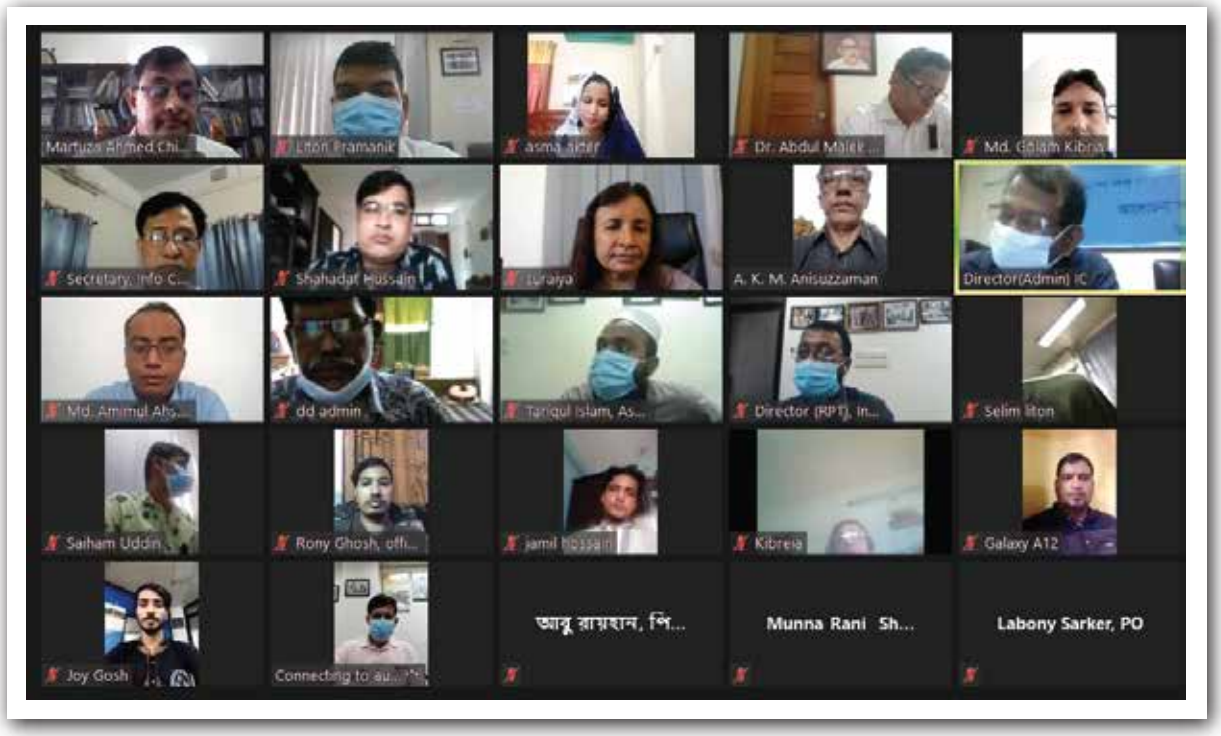


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।
১৫ আগস্ট ২০২১

## তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা

তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য এপর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে এবং জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৫০৪ টি জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ৫০৬ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য কমিশন থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট-৪৭,৯১৫ (সাতচল্লিশ হাজার নয়শত পনের) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। এতে করে অতি সহজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) এর মাধ্যমে "সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ" লিংকে প্রবেশ করে কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণার্থী তথ্য কমিশন হতে একটি সনদপত্রও পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ জন কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন করেছেন যার মধ্যে ৪৫,২৮৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন।

মাগুরা জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং বিষয়ক দিনব্যপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের পরিচালক জনাব জে আর শাহরিয়ার। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাগুরা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আশরাফুল আলম।

২২ জানুয়ারি ২০২০

বিভাগীয় পর্যায়ে সাংবাদিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক ময়মনসিংহ বিভাগে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিটিভি ও সারা বাংলা ডট নেট এর প্রধান সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। সভায় সভাপতিত্ব করেন  ময়মনসিংহ বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জনাব নিরঞ্জন দেবনাথ।

১৬ জানুয়ারি ২০২০

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে মৌলভীবাজার জেলার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌলভীবাজার জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মীর নাহিদ আহসান। সভায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

০৭ জানুয়ারি ২০২১

## আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। তথ্য কমিশন এই দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে। বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তথ্য কমিশন স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০' উদ্‌যাপন করে। তন্মধ্যে ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ; জাতীয় এবং বিভাগ ,জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা, কোনো কেনো ক্ষেত্রে র‍্যালি, প্রিন্ট ও ডিজিটাল পোস্টার ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৩২,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা, তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদান, সুসজ্জিত গাড়ি দ্বারা সড়ক প্রচার, মুঠোফোনে এসএমএস ইত্যাদি। পূর্বে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য কমিশন ঢাকায় এবং জেলা পর্যায়ে উদ্‌যাপন করা হতো। এবছর তথ্য কমিশন দিবস উদযাপনের আওতা বাড়িয়ে বিভাগীয় পর্যায়, জেলা পর্যায়, ইউডিসি এবং পিডিসিসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ উদযাপন করে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য ছিল "তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার"। এ উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি এর ০১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ১২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। দিবস উদযাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণীসহ তথ্য অধিকার আইনের উপর ২১ টি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। দিবস উদযাপন উপলক্ষে ৬৪ টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪ টি উপজেলা তথ্য অফিস কর্তৃক দুই দিনব্যাপী সড়ক প্রচার/মাইকিং করা হয়। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এছাড়া তথ্য অধিকার দিবসের স্লোগান, প্রতিপাদ্য এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য উপাদান দিয়ে একটি সুসজ্জিত গাড়ি দ্বারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ০৩ দিনব্যাপী প্রচার করা হয়। একইসাথে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রস্তুতকৃত টিভিসি, ডকুমেন্টারি অডিও মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ এর স্লোগান ছিল 'সংকটকালে তথ্য পেলে জনগণের মুক্তি মেলে'। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেল ৪.৩০ ঘটিকায় তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ঢাকাস্থ প্রত্নতত্ত্ব ভবনের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি (ভার্চুয়ালী উপস্থিত ছিলেন) ও তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব জনাব কামরুন নাহার।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, আলোচনা করেন ডক্টর আবদুল মালেক, ভার্চুয়ালী উপস্থিত থেকে মূখ্য আলোচকের বক্তব্য রাখেন বাসসের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, পুরস্কারপ্রাপ্তগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন এবং এনজিওসমূহের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি সংস্থাপ্রধান, মিডিয়াব্যক্তিত্ব, তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কারপ্রাপ্তগণ, সাংবাদকর্মী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভার্চুয়ালী উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান, এমপি।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব জনাব কামরুন নাহার।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভার্চুয়ালী উপস্থিত থেকে মূখ্য আলোচকের বক্তব্য রাখেন বাসসের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালী উপস্থিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

## তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার- ২০২০ প্রদান

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত ২০২০ সালে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী তিনটি কমিটি {তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি} এই ছয়টি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) নির্বাচিতদের তথ্য অধিকার বিষয়ক সর্বমোট ১৩টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট প্রথম স্থান এবং কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, খুলনা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। জেলা কার্যালয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল প্রথম স্থান এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। উপজেলা কার্যালয় পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রথম স্থান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কালিয়া, নড়াইল দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যায়ে জনাব নিরুপম মজুমদার, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল প্রথম স্থান এবং জনাব জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র, সহকারী কমিশনার (ভূমি), দোহার, ঢাকা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। কমিটি পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি- বরিশাল বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি- যশোর জেলা কমিটি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি- সুজানগর উপজেলা কমিটি, পাবনা প্রথম স্থান অর্জন করে।

মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী (চ.দা.) জনাব কাজী শাহরিয়ার হোসেন সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট । সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিভাগীয় কমিটি পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বরিশাল বিভাগীয় কমিটি। বরিশাল বিভাগীয় কমিটির আহবায়ক বিভাগীয় কমিশনার জনাব ড. অমিতাভ সরকার সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

## তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক দায়েরকৃত তথ্যপ্রাপ্তি সম্পর্কিত অভিযোগসমূহের আলোকে তথ্য কমিশন অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করে থাকে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৮ (১) অনুযায়ী নাগরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করতে পারে। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করার পর আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বা জবাব না পেলে, তথ্যের জন্য অনুরোধ গ্রহণ না করা হলে, তথ্যের জন্য এমন অংকের মূল্য দাবী করা হলে বা প্রদানে বাধ্য করা হলে যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়, যথাযথ তথ্য প্রদান না করলে অথবা প্রাপ্ত তথ্য ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে, আপীল সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে, কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১৩ ও ২৫ ধারা এর আওতায় অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে থাকে। যেসকল অভিযোগে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সেগুলোর বিষয়ে অভিযোগকারীকে কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ এর ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৪১০৩টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য গৃহীত ২৩৮৩টি অভিযোগের মধ্যে ২২৬২টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পত্র প্রদানের মাধ্যমে ১৫৬২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ শুনানী ও পত্র প্রদানের মাধ্যমে ৩৮২৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

কোভিড-১৯ ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী রুপ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ পক্ষগণের কমিশনে স্ব-শরীরে হাজির হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হতো। কিন্তু কোভিড-১৯ ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী সংক্রান্ত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় প্রচলিত পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় সাধারণ মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ভার্চুয়াল শুনানী পদ্ধতিতে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ৩০/০৬/২০২০ তারিখে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সুপারিশ কমিটি গঠন করা হয় এবং বিগত ০২/০৭/২০২০ তারিখে উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ০৯/০৫/২০২০ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে সাধারণ মানুষের তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয় বিবেচনায় রেখে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণপূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে কার্যকরী App হিসেবে Zoom Apps ব্যবহারের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এর জন্য পে-একাউন্ট খোলা হয়। তথ্য কমিশন ২৭ জুলাই, ২০২০ তারিখে প্রথমবারের মত ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করে। ভার্চুয়াল শুনানীর ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গঠিত কমিটিগুলো এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে (ইউডিসি) অন্তর্ভুক্ত করে অভিযোগকারীকে কর্তৃপক্ষের অফিসে উপস্থিত করে শুনানী সহজীকরণ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ। শুনানী করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি এবং তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক।

# তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
# -কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

**মোঃ আব্দুল করিম, এনডিসি**
অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও
সাবেক পরিচালক, তথ্য কমিশন।

যদি এমনটা বলি কিছু কথা আছে যা বারংবার বললে বা দ্বিরুক্তি করলে বিরক্তির উদ্রেগ করে; কিছু কথা আছে যা শতবার বললেও কোন অসুবিধা হয় না বরং কানের বা মনের ক্ষুধা তৃপ্ত হয়; কিছু কথা আছে যা একবারও শুনতে ভাল লাগে না; কিছু কথা আছে যা শুনতে ভাল লাগুক আর নাই লাগুক ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বারংবার বলতে হয়, বলতে হবে। আজ এমনই একটি কাঠখোট্টা বিষয়ের অবতারণা করতে চাই যা ভাল লাগতেও পারে, নাও পারে।

সম্মানিত বিদগ্ধজন,

আমি পূর্বেও আমার কিছু লেখাতে নিম্নরূপ কিছু কথা বলেছি:

জনগণের ক্ষমতায়ন, সকল কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ২৯ মার্চ ২০০৯ নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয় এবং ৫ এপ্রিল ২০০৯ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ০৬ এপ্রিল সর্বসাধারণের অবগতির জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারাদেশে কার্যকর হয়।

তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল কাঠামোতে ইতোমধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সনদের (UDHR) ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকার সযত্নে সন্নিবেশিত হয়েছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ (ICCPR)-এর ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের জন্য জাতিসংঘ আইনগত বাধ্যবাধকতার বিধান রেখেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। ফলে সরকারি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শুধু তথ্য ধারণ ও সংরক্ষণ করে। তথ্যের প্রকৃত মালিক কিন্তু জনগণই। তাই বলা যায়, সরকার বা সরকারের কোনো বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা তথ্যের মালিক নয় বরং তারা এ সকল তথ্য জনগণের জন্য জনগণের প্রয়োজনে সংরক্ষণ করে। তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, মজুদ এবং পুনঃপুন নবায়ন, সব কার্যক্রমই মুখ্যত এবং একমাত্র বৃহত্তর জনস্বার্থে। অর্থাৎ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত, নীতিমালা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানার ও তা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। আইনের ধারা ৪-এ সে কথাই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বলা হয়েছে কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত, নাগরিকগণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য লাভের অধিকার রাখবে এবং নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। উল্লেখ্য, তথ্য বলতে এ আইনে কোন কর্তৃপক্ষের ধারণকৃত নোটশীট ব্যতীত অন্য সকল কিছুকেই বুঝানো হয়েছে।

তথ্য অধিকারের যথাযথ চর্চার জন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয় আইনে বিষয়টি সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুইডেন হলো এক্ষেত্রে প্রথম দেশ, যে তার জনগণকে আইনগতভাবে তথ্যে অভিগম্যতা এবং তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। শুরুতে ১৭৬৬ সালে তারা এমন আইন করে যে, গণমাধ্যম সরকারি তথ্য চাওয়া, পাওয়া ও প্রকাশ করতে পারবে। এই আইন জনগণের জানার সুযোগ উন্মোচিত করে দেয় সেখানে। সেই থেকে এ বিষয়ে বহু আইন হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ১২৯ টি দেশে ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন হয়েছে বা এমন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যাতে জনগণ চাওয়া মাত্রই সরকারের কাছে থাকা তথ্য ব্যবহার করতে পারে।

তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিশ্বের মানুষ অনেক বছর ধরে প্রচেষ্টারত রয়েছে। এই ধরণের প্রচেষ্টার ফলে, তথ্য পাওয়া যে মানুষের অধিকার সেই বিষয়টির স্বীকৃতি প্রথম পাওয়া গেল ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৮ সালে প্রণীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। জনগণের সরকারি তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২৯ টি দেশ নিজ নিজ দেশে তথ্য অধিকার আইন নামে পৃথক একটি আইন তৈরি করেছে। বাংলাদেশ এই ১২৯ টি দেশের একটি।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালে পাস করা হলেও দেশে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজটি শুরু হয়েছিল আরো আগে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রথমবারের মতো জনগণের জন্য সরকারি তথ্য স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার দাবি জানায়। সেই তখন থেকে বিভিন্ন সংস্থা সরকারি তথ্যে নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছে। ২০০২ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশন একটি খসড়া তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু সেই খসড়া আইনটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। অর্থাৎ সেটি চূড়ান্ত আইনে পরিণত হয়নি। এরপর ২০০৬ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন নিয়ে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। বিভিন্ন পক্ষ থেকে সরকারি তথ্যে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি জানানো হয়। সবাই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। অবশেষে ২০০৮ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জনপ্রিয় দাবিকে গ্রহণ করে এবং তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ প্রণয়ন করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জনগণের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয় এবং গেজেট আকারে এই আইন জনগণকে জানানোর জন্য প্রকাশ করা হয়।

এ আইনটি প্রণয়ন করায় সংশ্লিষ্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাতে ভুল করা চলবে না। কারণ এ আইন জনবান্ধব আইন। জনগণ এ আইন প্রয়োগ করবে বিশেষতঃ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের উপর। এছাড়াও সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ, সরকারি সাহায্যপুষ্ট এবং বিদেশি অর্থসাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ওপরও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকর একটি হাতিয়ার হিসেবে এ আইনটি ব্যবহৃত হবে। আর অন্যান্য আইন সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করে জনগণের উপর তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে। কাজেই বলাই সমীচীন হবে যে, সরকার জনগণকে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়ে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

সুধি, এবার তথ্য অধিকার আইন কি করে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই।

নিশ্চয়ই সুধিমহল অবগত আছেন যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত রয়েছে "তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি"। এ দেশের আত্মপ্রকাশ ও স্বাতন্ত্রের বহুমাত্রিকতায় তরুণ তথা যুবদের মহিমাময় ত্যাগ ও বিসর্জন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণীয় ও বরণীয়। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর সাধারণ নির্বাচন এবং '৭১ এর সুমহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তরুণদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। দেশ গঠনে তরুণদের অতীত ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনি ভবিষ্যৎ বিনির্মাণও তাদের শক্তির যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। অতএব তরুণ তথা যুবদের নিয়ে নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা একটি সময়োচিত এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকার সুবাদে তথ্য অধিকার আইন কি করে যুব শক্তি কার্যকরিকরণে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিত বলতে চাই।

উল্লেখ্য, দেশের মোট জনসমষ্টির এক পঞ্চমাংশ তরুণ যা পাঁচ কোটির ঊর্ধ্বে। এই বিশাল সংখ্যক যুব সম্প্রদায়ের হাতকে শক্তিশালী না করে তথা তাদের কর্মক্ষম যুব শক্তিতে পরিণত না করে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে না। শুধু তাই নয় উন্নয়নের রোল মডেল, মাদার অব হিউম্যানিটি, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাংলাদেশ তথা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণ করা আদৌ সম্ভবপর হবে না। প্রকারন্তরে জাতির পিতার সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন তথা এদেশের প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর প্রত্যয় অপূরণকৃতই থেকে যাবে।

এবার আসি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুবদের নিয়ে কি করছে বা কি ভাবছে সে সম্পর্কিত কিছু তথ্য নিয়ে। সুধী, এ মন্ত্রণালয়ের ম্যানডেট হচ্ছে যুবদের প্রশিক্ষিত করে দক্ষ যুব শক্তি গড়ে তোলা এবং তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান করে যুব উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আত্মকর্মী তৈরী করা। সেলক্ষ্যে ৭১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা দেশে ৮৪টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে এতকিছু করা হচ্ছে সেটা কি বিপুল জনগোষ্ঠী জানে? মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি নাগরিকদের জানা তাই অপরিহার্য:

-তরুণদের মোট সংখ্যা কত?
-প্রশিক্ষিত তরুণদের মোট সংখ্যা কত?
-প্রশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে কত সংখ্যক কর্মে নিযুক্ত?
-কত সংখ্যক প্রশিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে?
-কত সংখ্যক যুবক প্রশিক্ষণের বাইরে রয়েছে?
-যুবদের প্রশিক্ষণের সুযোগ কি পরিমাণ রয়েছে?
-আরো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দরকার কিনা?
-প্রশিক্ষণের ধরণ কি প্রায়োগিক?
-কি কি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়?
-সরকার কি বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে?
-আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কি?
-প্রশিক্ষিত যুবকরা বিদেশে যাওয়ার কোন সুযোগ পেয়ে থাকে কি?
-প্রশিক্ষিত যুবদের কোন ডাটাবেইজ আছে কিনা?
-যুব উন্নয়নের জন্য সরকারি বাজেট বরাদ্দ কী?
-যুব উন্নয়নের Plan of Action কী?
-সারা দেশে যুব সংগঠনের সংখ্যা কত?
-যুব ঋণ প্রদানের নীতিমালা কী?
-যুব ঋণ সহজীকরণের কোন উদ্যোগ আছে কিনা?
-সফল যুব উদ্যোক্তাদের কোন ডাটাবেইজ আছে কিনা?
-যুব ফোরাম কার্যকর কিনা?
-যুব বিনিময় কার্যক্রমের প্রয়োজন আছে কিনা?
-যুব ব্যাংক আছে কিনা?
-তথ্য প্রদানের জন্য কোন ওয়েবসাইট খোলা আছে কিনা?

উল্লিখিত তথ্যগুলো স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত থাকলে বা তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জানতে পারলে জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর হবে। বিশেষতঃ যুবদের অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের কোন ট্রেডে কোথায় কত দিনের প্রশিক্ষণে পাঠাবেন সে বিষয়ে খুব সহজে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। যুব সমাজ নিজেরাও প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ ক্যারিয়ার প্লান প্রণয়নে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। ফলতঃ যুব সমাজ সঠিক প্রক্রিয়ায় সময়ের অপচয় ব্যতীত পছন্দসই ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষিত যুব শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। তারা দেশ গঠনে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে নিয়োগ করতে সক্ষম হবে। প্রশিক্ষিত যুবদেরকে বিদেশ প্রেরণ লাভজনক হবে। তারা দেশের জন্য ব্যাপক রেমিটেন্স পাঠাতে পারবে। দক্ষ যুব শক্তি হওয়ার কারণে অধিক বেতনে তারা প্রবাসে কর্মে নিযুক্ত থাকতে পারবে। দেশের অভ্যন্তরে কলকারখানাসহ উন্নয়নমূলক কর্মে যুক্ত থাকতে পারবে। সমাজ বিনির্মাণে অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হবে। যুব উদ্যোক্তা, যুব সংগঠন এবং যুব ফোরাম যুব কল্যাণমূখী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়ন, যুব উন্নয়নের Plan of Action নির্ধারণ, যুব ঋণ প্রদান নীতিমালা, প্রশিক্ষণ যুগোপযোগীকরণ এবং নব নব কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করতে সক্ষম হবে। এভাবে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে এসডিজি বাস্তবায়নসহ ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য অধিকার আইন ভূমিকা রাখতে পারে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশের সবচেয়ে যুগান্তকারী একটি আইন। নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যত নতুন আইন তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে এই আইনটিই রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকর একটি হাতিয়ার। তাই আইনটির স্বরূপ ও এর প্রয়োগ-প্রণালী সম্পর্কে সকল স্তরের মানুষের পরিষ্কার ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা মানুষেরা যাতে এ আইনটি প্রয়োগ করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে পারে ও নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন তথা ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, সে লক্ষ্যে এ আইনটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

# Ensuring women's access to information in Bangladesh

**Laura Neuman**
Director, Rule of Law Program
The Carter Center

**Introduction:**
The Right to information (RTI) Act enables the public and civil society to access information held by public bodies, and empowers them to hold their leaders accountable, develop a fuller understanding of the public priorities, engage in decision-making, and ensure other human rights. The right to information is an important tool for holding governments to account, as it requires them to be more transparent in their activities, for example in the way they spend public finances. This not only helps fight corruption, but it helps build stable and resilient democracies, where the powerful are genuinely accountable to the people.

Women's access to information is not very familiar issue in Bangladesh. It has been recently recognized as a human right for the women. Policy makers are yet to know, how women are deprived from practicing this right in their daily life. This keynote will shed some lights on this less discussed issue.

To address this issue, The Carter Center and its partner organizations have been working since 2016 to increase the capacity of the local government officials to effectively implement the Right to Information (RTI) law and to assure an equitable access to information, to engage the local civil society to be more engaged in promoting the right, and to raise awareness among women of the transformative power of information and support them in exercising their right to information. The Center has been achieving this through trainings, meetings, workshops, community radio campaigns, courtyard meetings and other activities under the project "Advancing Women's Right of Access to Information in Bangladesh", funded by USAID.

**Background of RTI Act and implementation**
The Right to Information (RTI) is a fundamental human right under the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Bangladesh. In Bangladesh, the Right to Information Act, 2009 gives all citizens the right to ask for and receive information from government agencies and private entities that perform public duties or receive public funding. Right to Information is internationally recognized as citizen's fundamental human right. Citizen's voice on government's activities was completely overlooked before 1766. At first, Sweden had established people's right to information act. This type of act was not extended in other countries due to people's lack of awareness and government's apathy. After 150 years later, Colombia established RTI act and they recognized the RTI related human rights. Recently 129 countries have created Right to Information Act or policies. After a terrible crisis of second world war with the expectations of building a safe world, United Nations has declared the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948. At the Article 19 of this declaration Right to Information related decision was accepted.

Proper use of RTI Act can bring 3 levels of advantage in the society-

- First level of advantage: Person centric and instant benefit

- Second level of advantage: Beginnings of the broader change of society and country; and
- Third level of advantages: To accomplish systemic change through transparency and accountability in government activities, a positive change could be seen in the entire governance and people friendly governance will be established in lieu of so-called official secrecy culture. As a result, people's power and democracy will be stronger than before.

**Women's Right to Information according to Sustainable Development Goals (SDGs) 2030**

Regardless of women and men, right to information is an equal right for all. But it has been seen in many researches, access to information with other fundamental rights remain unavailable to worlds half of the population. Information is truly transformative, and it can be used to change lives. Women are not only enthusiastic to learn about their rights but also, they are eager to exercise it. If women have got the accurate information, they use it for the development of their family and community. They are eager to share what they have learned and willing to support others to file information requests. Women are interested in a wide variety of information ranging from education and training opportunities to infrastructure and public benefits.

The 2030 Agenda for Sustainable Development aims to end poverty, promote prosperity and people's well-being while protecting the environment by 2030. Each of the 17 objectives has specific targets and the total number of such targets are 169. Bangladesh was an active participant in the global initiative to prepare the 2030 Development Program and SDG was included in the national development plan in Bangladesh.

According to SDG goal 16.10.2, ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements. 12 targets, 24 indicators, 22 data providers. According to SDG 5, achieve gender equality and empower all women and girls. In this issue there are 9 targets, 14 indicators and 19 data providers available. As per SDG tracker, SDG 5: data availability is very easy. SDG 16.10.2: data is partially available.

**Why women's access to information is important:**

- Access to information acts as a critical tool for good governance and accountability.
- Allows women to make more effective decisions; (e.g. with relation to their property rights, education, and jobs)
- Enables women to know and exercise their full range of rights, including the right to be free from violence
- Helps women to participate more fully in public life
- Is critical for holding government and service providers accountable, reducing corruption and bringing accountability
- Bridges gender and class gaps and shifts power
- Provides opportunities for women to increase economic empowerment

The equal enjoyment of the benefits of culture and citizenship, regardless of gender, is a fundamental right. Yet reality is a stark reminder of the gap between aspiration and practice, as many of the most basic rights, including the right of access to information, remain indefinable. Importance of information must be spread among family and community people that they can realize the use of accurate information can change lives. For women property right, marriage, in heritage is extremely male biased. Interacting with government officials, venturing into a more public arena, or seeking information are a massive challenge for women. The unprecedented coronavirus pandemic has left no sector untouched. The lockdown resulting from COVID- 19 has disproportionately impacted women, amplifying existing gender-based disparities between women and men in terms of access to information, resources to cope with the pandemic, and its socio-economic impact. It was essential to undertake an assessment to see whether women were able to access information about the pandemic and related social protection allowances as successfully as men, given that women in Bangladesh already face disproportionate challenges in exercising this fundamental right, which in turn has a direct impact on their economic empowerment and the promotion and protection of other human rights. Proactively disseminating the information dissemination process during COVID-19 about social allowance for the poor and marginalized women is necessary. The role of female LGI representatives proved beneficial for community women, as they helped with information dissemination and women deemed them to be more approachable. There should be more women leaders in communities to inspire and motivate other women to exercise their right of access to information. Further NGO engagement of various women leaders, women's networks and organizations, including women-led organizations of persons with disabilities, in decision-making and planning processes for COVID-19 response and relief distribution. Providing social assistance and allowances to marginalized communities in order to help them survive similarly challenging situations in the future.

**Status of women's access to information in Bangladesh:**

In Bangladesh, a 2015 mixed-methods study conducted by The Carter Center with support from the Manusher Jonno Foundation in six districts found that women are not able to exercise their fundamental right to information with the same frequency, ease and rate of success as their male counterparts.

This result further underlined The Carter Center's baseline study conducted in 2020 in Khagrachari, Satkhira, Sylhet and Rajshahi, that addressed the same seminal question of women's access to information and asked the respondents: "Do you think women access government held information with the same frequency, ease and rate of success as men?" In the study, 94% of respondents answered that women do not have the same access. This is quite a bit different from the original 2016 study, where the highest percentage of persons thinking that women do not have the same access to information was 67%.

Both studies further identified the greatest obstacles to women's equal access to information, as well as the broad thematic types of information that would be most valuable to women if they were able to overcome these obstacles.

**The Carter Center's activities to improve women's access to information**

The Carter Center places great emphasis on partnering with key government agencies and officials to improve their capacity to implement the RTI law, to increase awareness of the gender-inequities that exist in the exercise of the right to information, and to support them in more effectively reaching women with information. In collaboration with the Cabinet Division and the Independent Information Commission, the Carter Center continued to conduct national and district level awareness raising and gender sensitization events for government officials on the value of access to information for women and the existing gender asymmetries and obstacles facing women, gender norms and their impact on women's ability to exercise this right, as well as how information can support women's economic empowerment and the promotion of protection of rights. These events target public officials who deal directly with requesters and/or are responsible for RTI, including Information Officers and local government officials. Over the past year, the Center provided capacity building training to 238 government officials, 64 women and 174 men in four target districts. In recognition that local government often is the most accessible and most impactful on people's lives, the Center has coordinated with local officials at the Union Parishad level on ways to advance women's right to information. Over the past year, the Center trained 92 Union parishad members, 36 women and 56 men in three Districts.

The Center and its partners concentrate on engaging women's CSOs, relevant community-based organizations (CBOs), school management committees, and community leaders to more actively and effectively to information support their constituencies understanding and use of RTI to raise awareness about the value of access to information for women and how to exercise the right. Over the course of the year, the Center provided awareness raising or capacity development for 95 different organizations.

In addition, in Khagrachari, Rajshahi, Sylhet and Satkhira, partners conducted awareness raising activities for members of the community, through information fairs and the yearly celebration of International Right to Know Day.

In all target districts, TUS, IDEA, Agrogoti Sangstha, and ACD continued to work with groups of women to hold regular courtyard meetings on the right of access to information. These meetings improved women's understanding of their right to information and – through the filing of information requests – provided an opportunity to put their knowledge into practice. Over the past year total 1868 women have participated in 668 courtyard meetings.

Understanding community radio's ability to reach people – even during a pandemic when mobility is limited - and its value for expressing and sharing views, The Carter Center utilized this medium to broadcast messaging around access to information broadly, and specifically the value for women. Through the various public service announcements, based on radios' statistics, approximately 223,000 people learned about the basics of the RTI Act and about women's access to information.

**Conclusion and Lessons Learned:**

The right of access to information continues to enjoy prominence within the national government, interest from local officials, and oversight from the Independent Information Commission. This political commitment has been critical in advancing the right of access to information for women. Nevertheless, a number of important lessons emerged:
Despite the wide social, economic, and public health consequences of the pandemic, government officials and citizens in Bangladesh remain keenly interested in promoting the right of access to information. RTI has been a regular part of Cabinet Division's general meeting agendas and in the target districts, officials continue to signal their commitment to the Center's programming, supporting our partners and welcoming efforts to build greater capacity.

Yet, awareness of the right to information, particularly among women, remains low and previously identified obstacles, such as distance, fear of asking, and culture, persist. These challenges are amplified in districts, where a larger number of Dalit and marginalized women reside. The Center continues to work with local partners and government stakeholders to identify and develop specific measures that will help overcome the key challenges women in these community's face and will prioritize identifying and engaging positive influential voices to encourage advancing women's access to information.

The COVID-19 pandemic highlighted the need for public information, particularly for women. During the work this year, the topic of COVID-19, prevention, and available services and benefits dominated the discussions. A free flow of information was critical in supporting women in keeping themselves and their family safe and in assuring access to social services and allowable benefits.

Government can take smart action through Information Commission to ensure people's empowerment and their right to information. Country's proper democratic environment is depending on the success of RTI Act 2009. Government must show respects and keep promises to attain main objective, goal and norms of this act. To create more publicity and effective of RTI Act in Bangladesh, NGO workers and journalists should also come forward. It is necessary to organize dialogue and experience sharing between information providing authority and journalists regularly. As there is lack of manpower for information record and management, lots of trainings must be provided for both government and non-government organizations in our country.

Besides, our civil society organization representatives should disclose their own information in front of the people and ensure transparency and accountability and RTI should be mainstreamed and practiced by all non-government organizations.

There should be increased cooperation between policy makers, local governments, the development community, and civil society to address the specific information needs of Dalit women. Government initiatives is necessary to create leadership opportunities for Dalit and marginalized women within their communities and provide support to the challenges marginalized women face. Local government should take strategies to reach out to the women

and provide different types of aids and allowances for women and skill development training program for empowerment.

For many women, the most relevant information is held by their local governments, rather than at the national level. In providing awareness-raising, capacity building, and gender sensitization for local government officials, we noted their enthusiasm for learning ways to better implement the right of access to information and to reach women and their willingness to put this new knowledge into practice. Repeating trainings, providing refresher interventions, and applying different learning methods and means for engagement to assure that the participants have more fully assimilated the information and can apply their new expertise.

Family can play an important role in controlling women's access to information issue especially for the married women. The relationship in between mother-in-law and the bride reflects on her everyday life including mobility, identifying needs for information and decision about income generating activities. If the family members are supportive then women can get information very easily. Inclusion of family members in the awareness raising activities at the community level is critical.

Youth have the great enthusiasm to learn about right of access to information, and they have immense creativity. When youth are engaged, the benefits of the right to information extend beyond themselves and reach to their families and communities.

# স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে এখন আত্মোপলোব্ধি ও আত্মোন্নয়নের সময়

**হাসিবুর রহমান ও হামিদুল ইসলাম হিল্লোল**
তথ্য অধিকার কর্মী

সকল অধিকার পুরণের পরশ পাথর তথ্য অধিকার। তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের দাবি তুলেছিলো অগ্রবর্তী সমাজ। লেখক, সাংবাদিক, পেশাজীবি, শিক্ষক, সমাজকর্মী, বেসরকারি সংগঠনসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) এর উজ্জল উপস্থিতি আন্দোলনটিকে একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। আইনের দাবিতে ক্যাম্পেইন, এডভোকেসী, লবিং, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ সর্বোপরি আইনের খসড়া প্রণয়নে বেসরকারি সংগঠনসমূহের ভূমিকাই ছিলো অগ্রগন্য।

আমরা আমাদের কাংখিত তথ্য অধিকার আইন পেয়েছি। যে উদ্যম নিয়ে আমরা আইন প্রণয়নের আন্দোলন করেছি আইনটির বাস্তবায়নে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি উদ্যমের প্রয়োজন। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে আমরা লক্ষ করছি আইন প্রণয়নের পরবর্তী পরিস্থিতি প্রত্যাশাকে পুরণ করেনি। বিশেষ করে আইন বাস্তবায়নের আন্দোলনে বেসরকারি সংগঠনসমূহের উদ্যোগ প্রত্যাশামতো হয়নি।

আমাদের আইনটির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিচারে অন্য অনেক আইনের চাইতে অগ্রগামী। এর মধ্যে একটি হলো আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংগঠনসমূহের যুক্ততা। তাই আইনটি প্রণীত হবার পর আমাদের প্রত্যাশা ছিলো, প্রথমতঃ বেসরকারি সংগঠনসমূহ নিজেদের মধ্যে তথ্য অধিকার চর্চার শুভ উদাহরণ তৈরি করবে যা অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে তথ্য অধিকার আইন মেনে চলতে উৎসাহিত করবে বা চাপে ফেলবে, দ্বিতীয়তঃ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিশেষভাবে উদ্যোগী হবে।

উপর্যুক্ত দুটি দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বেসরকারি সংগঠনসমূহের অবস্থান প্রত্যাশার অনেক পেছনে। যেমন আইন বাস্তবায়নের শুরুর দিকে বেসরকারি সংগঠনসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সংখ্যা ছিলো হতাশাজনক। বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও অন্যান্য ফোরামে এর উল্লেখ তথ্য অধিকার নিয়ে বর্তমানে কর্মরত বেসরকারি সংগঠনকে বিব্রত করেছে। তথ্য কমিশন, এনজিও বিষয় ব্যুরো এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মরত বেসরকারি সংগঠনসমূহের চেষ্টায় এই সংখ্যা এখন বেড়েছে। তাতে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করছি। কিন্তু যথাযথভাবে এই সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে এই সন্তুষ্টি আর থাকে না। তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-এর তথ্য মতে সারা দেশে বেসরকারি সংগঠনসমূহের নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৬৯০৫ টি। বর্তমানে এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধিত সংগঠনের সংখ্যা ব্যুরোর ওয়েবসাইটে ২৫৩০টি। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত সংগঠনসমূহের মধ্যে অনেক সংগঠনের সারা দেশের সকল জেলা-উপজেলায় ইউনিট আছে আবার কারো কারো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউনিট আছে। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের সকল ইউনিটে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকতে হবে। সুতরাং বেসরকারি সংগঠনসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এই সংখ্যাটি সন্তোষজনক নয়।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবির সবচেয়ে বড় অংশী ছিলো বেসরকারি সংগঠনসমূহ। আইন পাসের ১ যুগ পেরিয়ে গেছে। এ পর্যায়ে এসে বেসরকারি সংগঠনসমূহ কি যথাযথভাবে প্রস্তুত হয়েছে? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষকে কি আইনে বিধি-বিধানসমূহ অবহিত করা হয়েছে? সংগঠন তার তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে? তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে যথাযথভাবে তথ্য প্রদানের প্রস্তুতি কি রয়েছে? যথাযথভাবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করছে? বার্ষিক প্রতিবেদন কি তথ্য অধিকার আইনের নির্দেশনা অনুসারে প্রণীত হয়? তথ্য অধিকার আইনের নির্দেশনা মেনে তথ্য সংরক্ষণ করা হয় কি? এই সবকটি প্রশ্নের অধিকাংশের উত্তর 'হ্যাঁ' হবে এমন সংগঠনের সংখ্যা কয়েকটি মাত্র। অথচ এ সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি সংগঠনসমূহ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এটাই ছিল আমাদের প্রত্যাশা।

যেকয়টি বেসরকারি সংগঠন এখনো তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে তাদের অধিকাংশের কাজ প্রকল্প নির্ভর। প্রকল্প শেষ তো কাজও শেষ। কিন্তু তথ্য অধিকার বিষয়টিকে সংগঠনের কার্যক্রমের মূল ধারায় যুক্ত করা বা Cross Cutting হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, টিআইবি, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ-রিব, নাগরিক উদ্যোগ, নিজেরা করি, ডি নেট, কোস্ট ফাউন্ডেশন, এমআরডিআইসহ অল্প কয়েকটি সংগঠন এ ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে। কোন একটি সংগঠন হয়ত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রকল্প নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করে, কাজটি থেকে যখন ফল পাওয়া শুরু হয় ঠিক তখনি তার প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। যখন সেখানে আরো বেশি মনোযোগ দেয়া দরকার তখনই সেখান থেকে কাজ গুটিয়ে ফিরে আসছে। ফলে মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরী হচ্ছে। সুতরাং তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর সুফল পেতে একটি টেকসহ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য তথ্য অধিকার বিষয়টিকে সংগঠনের কার্যক্রমের মূল ধারায় যুক্ত করতে হবে এবং Cross Cutting হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দাতা সংগঠনসমূহের জন্যও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। তারা কোন সংগঠনকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নিশ্চত হবেন যে সংগঠনটিতে তথ্য অধিকার আইনের চর্চা আছে কিনা। বিশেষ করে তারা উপরের প্রশ্নগুলো বিবেচনায় নিতে পারেন এবং সবগুলো প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে তবেই সে সংগঠন সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাহলে বেসরকারি সংগঠনসমূহের মধ্যে তথ্য অধিকারের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। তথ্য অধিকার আইনে জনগণকে দুটি পদ্ধতিতে তথ্য জানানোর/প্রদানের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো চাহিদার প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। এই দ্বিতীয় বিধানটি অনন্য এই কারণে যে, এই বিধান জনগণের মালিকানার স্বীকৃতিকে আরো সুদৃঢ় করে।

'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ' বলতে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার তথ্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপযুক্ত ও সহজলভ্য মাধ্যমে মানসম্পন্নভাবে প্রকাশ ও প্রচার কে বুঝায়। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৬ এ প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্যভাবে প্রকাশ ও প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে এরূপ প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করতে বা তার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করতে পারবে না। তথ্য কমিশন কর্তৃক জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে। এছাড়া অন্যান্য আইন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ও সচিবালয় নির্দেশমালায় স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।

স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের মাধ্যমে সহজে ও কার্যকরভাবে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়া যায়। তবে এই প্রকাশ পদ্ধতি এমন হতে হবে যেন জনগণ সহজে তথ্যে প্রবেশ করতে এবং প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নানা পদ্ধতির মধ্যে এখনকার সময়ে সবচাইতে সহজ, কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান(এনজিও)সমূহের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা জানতে 'তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন' শীর্ষক এক গবেষণা পরিচালনা করে। তাদের গবেষণায় দেখা যায়, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে বেসরকারি সংস্থার চেয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক এগিয়ে রয়েছে।

এই গবেষণায় আগস্ট ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে ১৫৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৩৯টি এনজিওর স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন করা হয়েছে। নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের ওপর তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে স্কোরিং করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাপ্ত চূড়ান্ত স্কোরের শতকরা হারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্তোষজনক (৬৭-১০০ শতাংশ), অপর্যাপ্ত (৩৪- ৬৬ শতাংশ) এবং উদ্বেগজনক (০-৩৩ শতাংশ) এই তিনটি গ্রেডিংয়ে ভাগ করা হয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান সন্তোষজনক স্কোর পেয়েছে এবং প্রায় ৮.৫ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্কোর উদ্বেগজনক। অন্যদিকে গবেষণার মানদণ্ডে কোনো এনজিওই সন্তোষজনক স্কোর পায়নি বরং ৯৪.৯ শতাংশ এনজিও'র স্কোর উদ্বেগজনক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

টিআইবিএর এই গবেষণা ফলাফল এনজিওসমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের যে অবস্থা সামনে এনেছে তা আমাদের জন্য এখন আত্মমূল্যায়ন এবং আত্মোপলব্ধির তাগিদ সৃষ্টির সুযোগ এনেছে। এখনো দেশের এনজিওসমূহ তথ্য অধিকার আইন ও এতদসংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রতিপালনের মাধ্যমে সবার সামনে নজীর সৃষ্টি করবে সে প্রত্যাশা আমরা ছেড়ে দিইনি। মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওকে এর নেতৃত্ব নিতে হবে। সকল এনজিও তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে অন্যান্য বিধানের পাশাপাশি আইন ও প্রবিধানমালার আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি, ধরণ, মান ও মানদণ্ড নির্ধারণ করে এ কাজের জন্য দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে সরকারের মনোভাব ইতিবাচক। সরকার আইন পাস করেছে, তথ্য কমিশন গঠন করেছে, পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দসহ কমিশনকে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান করছে। সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মান উন্নয়নসহ নানা ধরণের পরিকল্পণা ও উদ্যোগ গ্রহণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। সরকার যখন আইন বাস্তবায়নে নানাবিধ উদ্যোগ নিচ্ছে তখন বেসরকারি সংগঠনসমূহ প্রত্যাশিত অবদান রাখতে পারছে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এটা ঘটছে? তারা কি মনে করছে যে আইন পাস হয়ে গেছে তাই আমাদের কাজ শেষ।
আমরা প্রত্যাশা করি, গবেষণায় যে উদ্বেগজনক ফল উঠে এসেছে তা আমাদের মধ্যে আত্মোন্নয়নের তাগিদ তৈরি করবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এনজিওসমূহ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের যে নজির তৈরি করবে তা অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য উদাহরণ হবে।

তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি হ্রাস সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য নিয়ে তথ্য অধিকার আইন পাসের জন্য আমরা যে আন্দোলন করেছিলাম তার প্রাথমিক লক্ষ্যটি অর্জিত হয়েছে। এখনও মূল কাজটিই বাকি রয়ে গেছে। তাই এই আইনের কাংখিত সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ আমাদের সামনে রয়েছে সেখানে সকলকে আগের চেয়ে অধিক উদ্যমে সামিল হতে হবে।

# তথ্যের গোপনীয়তা রোধে তথ্য অধিকার আইন শক্তিশালী হোক

**হোজ্জাতুল ইসলাম**
অ্যাসিস্ট্যান্ট কোঅর্ডিনেটর-সিভিক এনগেজমেন্ট
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

এক যুগ আগে বাংলাদেশের জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের প্রারম্ভিকায় দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান (অনুচ্ছেদ ৩৯) করা হয়েছে, যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ জনগণের তথ্য অধিকার। এছাড়া জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদে (১৯৬৬) এবং জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদেও (২০০৫) একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকের তথ্য অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। হালের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-১৬ তে বলা হয়েছে, টেকসই উন্নয়নসহ সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তথ্যে প্রবেশগম্যতা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক; এজন্য এসডিজি ১৬.১০-এ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তথ্য অধিকার আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে। এতসব বিধিবিধান-আহ্বান সত্ত্বেও তথ্য নিয়ন্ত্রণ বা গোপনের অপচেষ্টাকে দমন করা যাচ্ছে না।

প্রকৃত অর্থে একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। জনগণ ক্ষমতায়িত না হলে কোনো সামষ্টিক উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হয় না। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা ও অধিকারের নিশ্চয়তার পাশাপাশি তথ্যই পারে জনগণকে ক্ষমতায়িত করতে। এজন্য মূল যে উদ্যোগটি তথ্যের প্রাপ্যতাকে সহজলভ্য করতে পারে, সেটি হলো প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। দেশে তথ্য প্রকাশের জন্য সুস্পষ্ট বিধান [তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০)] এবং নির্দেশিকা (স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪) বলবৎ থাকলেও সরকারি কি বেসরকারি, কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানই এর যথার্থ প্রতিপালন করছে না। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন এসব বিধিবিধান প্রতিপালনে গড়িমসি করছে, অন্যদিকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো নিজেদের বেলায় তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে অনীহা দেখাচ্ছে। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার অথচ নিজেদের প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে বেতনের অংকটা উল্লেখ করতে নারাজ! দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রের নয়, দায়িত্ব প্রতিটি অংশীজনের। প্রত্যাশিত পরিবেশের চর্চা নিজেদের মধ্যে না করে অন্যের ক্ষেত্রে সেটি দাবি করাটা অন্যায়।

সম্প্রতি টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত 'তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ চর্চার মূল্যায়ন' শীর্ষক এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে বেসরকারি সংস্থার চেয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ এগিয়ে। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রথম দশটি র‍্যাংক/অবস্থানে রয়েছে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান, যাদের প্রাপ্ত স্কোর ৩৩-৪২ (৫০ এর মধ্যে); এর মধ্যে কোনো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) নেই। এমনকি গবেষণার মানদণ্ডে কোনো এনজিও-ই সন্তোষজনক স্কোর পায়নি; উপরন্তু ৯৪.৯ শতাংশ এনজিও'র স্কোর উদ্বেগজনক। এনজিওদের মধ্যে প্রথম দশটি অবস্থানে রয়েছে ১৯টি প্রতিষ্ঠান, যাদের প্রাপ্ত স্কোর ৭-২২!

উল্লিখিত গবেষণায় দেখা গেছে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। তথ্যে প্রবেশগম্যতায় কিছুটা ইতিবাচক অবস্থা দেখা গেলেও তথ্যের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের আরও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী তথ্য প্রকাশিত হলেও তথ্যের হালনাগাদকরণ এবং ধরন অনুযায়ী তথ্যের বিন্যাস, বিস্তৃতি ও তথ্যপ্রাপ্তির সহজলভ্যতায় বেশ ঘাটতি বিরাজমান। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যই নেই, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ধারণার ঘাটতিও রয়েছে।

সুতরাং তথ্যের গোপনীয়তা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় টিকে থাকার কোনো মওকা নয়, বেসরকারি পর্যায়ে এটি বিভিন্ন ধরনের অযাচিত স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হলেও তথ্য অধিকারের প্রেক্ষাপটে এবং দাতা গোষ্ঠীর অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ কারণের যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া কঠিন। অনেক প্রতিষ্ঠানেরই ডিসক্লোজার পলিসি (তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা) নেই।

কেউ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করলে প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের মনস্তত্ত্বে প্রথমেই যে বিষয়টি কাজ করে, কেন বা কী উদ্দেশ্যে তথ্যটি চাওয়া হয়েছে? কে আবেদন করেছে? তথ্য নিয়ে কী করতে চায়? সরল মনে সংক্ষিপ্ততর সময়ে তথ্য প্রদানের মানসিকতা খুব কম প্রতিষ্ঠানই ধারণ করে!

তথ্য অধিকার আইনকে প্রত্যাশিত মাত্রায় কার্যকর করতে হলে তথ্য গোপনের এই মানসিকতা ভাঙতে হবে। তথ্যের শক্তি অনেক বেশি - এটি যেমন সত্য; তেমনি অনিয়ম-দুর্নীতি না করে সৎভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলে প্রকাশিত কোনো তথ্যই নিজেদের জন্য বুমেরাং হয় না - এটিও পরীক্ষিত। সুতরাং প্রযোজ্য নিয়ম-নীতি অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করে যেকোনো ধরনের ভয়ভীতির উর্ধ্বে থেকে নিঃসংকোচে তথ্য বিতরণ করতে হবে। তাহলেই আমাদের কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত তথ্য আবহ তৈরি হবে।

তথ্য অধিকার আইনকে শক্তিশালী করতে গত ১২ বছরে এর বিভিন্ন অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা জরুরি। তথ্যে জনগণের অভিগম্যতা সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ন হয়েছে সত্য। আইনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন তথ্য চাওয়ার কারণে নিকট ভবিষ্যতে তথ্যের আবেদনকারীকে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হতে না হয়। তথ্য কমিশনের ভূমিকা শুধু তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তথ্যের আবেদনকারীর নিরাপত্তার বিধান করে একদিকে যেমন জনগণকে সাহস দিতে হবে, অন্যদিকে তথ্য প্রদান ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ জোগাতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে নাগরিক সনদ ও অভিযোগ বাক্স স্থাপিত হয়েছে। এই নাগরিক সনদ ও অভিযোগ বাক্স শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সৌন্দর্য্যবর্ধক উপকরণ হিসেবে যেন দৃশ্যমান না থাকে সে ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াটি লিখিত হওয়ায় দরিদ্র ও তৃণমূল মানুষের পক্ষে তা প্রতিপালন করা অসাধ্যকর একটি কাজ। তারা আইন মেনে তথ্যের আবেদন করতে আগ্রহী হয় না, বরং সরাসরি তথ্য প্রাপ্তির প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি। এজন্য নাগরিক সনদ নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং সহজবোধ্য ভাষায় প্রয়োজনীয় তথ্যে সহজে দৃশ্যমান করে উপস্থাপন করতে হবে। একইভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে করতে হবে পক্ষপাতহীন ও প্রভাবমুক্ত। তাহলেই কেবল তথ্যের প্রায়োগিকতাকে কাজে লাগিয়ে দুর্নীতি-অনিয়ম প্রতিরোধ করে প্রতিষ্ঠানগুলো সেবাবান্ধব হয়ে ওঠতে পারবে।

করোনা মহামারি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের অনেক অনুকরণীয় উদ্যোগ ও চর্চাকে স্থিমিত করে দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো গণশুনানি। লকডাউনের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বড় একটা সময় জুড়ে বন্ধ ছিল, জনগণের সরাসরি সেবা গ্রহণ ব্যাহত হয়েছে। সেবাপ্রত্যাশী জনগণের সাথে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব বেড়েছে। এই ঘাটতি লাঘবে প্রতিষ্ঠানের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকরতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য কমিশন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে সমন্বিত প্রচারমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা মেনে প্রতিষ্ঠানের সেবাসংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার করতে হবে। সেবাপ্রত্যাশী জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এখন তো ব্যক্তি উদ্যোক্তারাও ফেসবুক পেজ বুস্ট করে নিজেদের পণ্যের প্রচার করছে, লাখো কোটি মানুষের কাছে তাদের তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে। তাহলে সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান কেন পারবে না নিজেদের সেবার প্রচার করতে? তথ্য কমিশন কেন পারবে না তথ্য অধিকার আইনের প্রসার ঘটাতে? তথ্য অধিকার আইন ফলপ্রসূ করা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সংগতি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের সক্ষমতা ও তদারকি বাড়াতে হবে; তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। যেভাবেই হোক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে। তথ্যের গোপনীয়তা কোনো সমাধান নয়; বরং তথ্য গোপন করা বা এ ধরনের যেকোনো নির্দেশনাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

# Usefulness and facet of RTI

**MD IMAM HOSSAIN**
Controller/Program Manager
Bangladesh Television

Right to access information is an integral part of the right to freedom of thought, conscience, and expression. Information is pre-requisite for human to perform several activities. It is recognized that knowing and circulating information is very vital for ensuring transparency and accountability of government organs.

To make the RTI Act effective, Information Commission of Bangladesh has been delegated to deal with publishing and providing information on demand of the citizens. However, the genus of this right can be traced back to Resolution 59 of the UN General Assembly adopted in 1946 and Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948, where the freedom to seek, receive, and impart information was encapsulated as part of the fundamental right of freedom of expression. Moreover, right to information has been enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 (ICCPR).

According to the Section 7 of RTI Act, none of the authorities is obliged to provide information concerning state security, international relations, intellectual property rights, law enforcement, judicial and investigation activities and so on. Inclusion of section 7 of RTI Act is undoubtedly crucial to secure state security and privacy of individuals. In pursuance of this, journalists are often excluded from receiving information and thereby are left with no option but to take resort to usual 'sources' to gather information while investigating on any private or public authorities. For extensive and efficacious use of the RTI Act, the practice of disseminating information to the journalists should be improved.

Recently some NGOs are adding their utmost efforts for individual incentive of accessing information by using RTI Act. Section 6 of the RTI Act ensures that every authority should publish and publicize all information related to any executed or proposed activities and decisions in such a manner which can easily be accessible to the citizens. The section also ensures that authorities cannot cancel any information and limit the easy access. The Act has delegated the power to make the regulation to the Information Commission under section 6(8) regarding the publishing, publicizing and obtaining information.

In 2017 the Information Commission introduced Online RTI Application and Tracking System which received much appreciation from different stakeholders. However, the initiative is yet to see huge success due to the lack of expected promotion and public awareness. Every government authority should start to take the online application to change the overburden situation and to facilitate easy access to information.

Accessibility to information on government entities and their functioning facilitates informed decision-making and meaningful public debate. The transparency established through free flow of information is also key to building credibility for public institutions. Based on such premises, the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression reiterated that the right to

access the information held by public authorities is a fundamental human right that should be brought into effect through comprehensive national legislation.

Section 7 of the RTI Act contains a list of 20 circumstances in which disclosure is not mandatory. Studies conducted by the World Bank shows that about 27 percent of information falling under the section was refused. Therefore, the compliance of the RTI framework with the principle of maximum disclosure is dubious. Section 3 of the RTI Act 2009 states that in case of any impediments in other laws, they shall be superseded by the RTI Act. Therefore, some existing laws which uphold state secrets shall be overridden or narrowly applied in order to protect the right to information. For example, under section 6(2) of the Official Secrets Act 1923, if one allows any other person to possess official documents issued for his use alone, for any purpose which is prejudicial to the safety of the State, they will be committing an offence. Section 123 of the Evidence Act 1872 prevents any "unpublished official records" from being presented as evidence without the permission of the department head. In the cases of conflict with these laws, the RTI Act 2009 shall prevail. This is a positive aspect of the law.

To sum up, it can be generalized that the RTI Act poses both challenges and opportunities for the establishment of transparency and accountability within public bodies/organs. Civil Societies, media and the judiciary can also play an active role in this regard by popularizing the RTI Act and upholding the spirit of access to information.

# তথ্য অধিকার ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

**মীর আন্-নাজমুস সাকিব**
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম

সম্প্রতি বৈশ্বিক তথ্য অধিকার (আরটিআই) ফ্র্যাটার্নিটি কার্যকর কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য অনলাইন পরামর্শদল গঠন করেছে। তারা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) প্রতি তাদের সরকারের প্রতিশ্রুতিসমূহ মূল্যায়নে আরটিআই-এর ব্যবহার প্রচার করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তারা এ উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং একটি স্কোরিং পদ্ধতিতে সম্মত হয়েছে।

মূলত এসডিজি শুধু দারিদ্র্য সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়। এতে পরিবেশগত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসেবার বাধাসমূহ দূরীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এসডিজিকে আরটিআই-এর প্রচারের ভিত্তি বানানো একটি ভালো কৌশল, কেননা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার সাধারণত উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য দেখাতে পছন্দ করে, যেমনটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) ক্ষেত্রেও ছিলো। এসডিজি অর্জনে সাফল্যের বাস্তবায়নে আরটিআই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এসডিজির অগ্রগতি মূল্যায়ন সম্ভব। একটি নেতিবাচক আরটিআই রিপোর্ট এসডিজি অর্জনে সরকারের পরিকল্পনাসমূহকে নেতিবাচকভাবে প্রতিফলিত করে। এজন্য আরটিআই-এর সঠিক ব্যবহারে সৃষ্ট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সরকারের জন্য এসডিজি অর্জনের অন্যতম পাথেয়।

এসডিজির ১৬নং অভীষ্ট সকল দেশকে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রচার, সকলের জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানায়। এতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং তথ্যে জনসাধারণের সর্বোচ্চ প্রবেশাধিকার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বেশিরভাগ দেশ ইতোমধ্যে এসডিজির অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া চালু করেছে। এনজিও এবং সুশীল সমাজ এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আরটিআই পর্যবেক্ষণে বিশেষ এ গোষ্ঠীগুলো বরাবরই এসডিজির ১৬নং অভীষ্টের দিকে গুরুত্বারোপ করে আসছে। এসব গোষ্ঠী ইউনেস্কোকে পৃথক প্রতিবেদন প্রদান করবে। ইউনেস্কো উল্লিখিত অভীষ্টের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বৈশ্বিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বলা যায়, আরটিআই নিজে টেকসই উন্নয়নের কোনো অভীষ্ট নয়। তবে এটি সামগ্রিকভাবে এসডিজি অর্জনের পূর্বশর্ত। 'আর্টিকেল নাইন্টিন' নামক একটি আন্তর্জাতিক এনজিও আরটিআই এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে- "তথ্য অধিকার (আরটিআই) হলো অনেকটা স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপদ পানির উৎসের উন্নয়নে নাগরিকের সেবা গ্রহণের সর্বোচ্চ ক্ষমতায়ন, যা তাদেরকে দূষিত পানি সরবরাহের জন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে চর্চিত দুর্নীতির প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আরটিআই সরকারের অন্যান্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মতোই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, যে সিদ্ধান্তগুলো নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করে। আরটিআই সরকারি প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি। এটি জনগণকে উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থপূর্ণ অগ্রগতির জন্য অংশগ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দেয়।"

পর্যবেক্ষকদের দ্বারা আরটিআই মূল্যায়নের জন্য তিনটি প্রধান পরিমাপক রয়েছে। প্রথমত, একটি রাষ্ট্র কী পরিমাণ সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রকাশ করছে। দ্বিতীয়ত, আরটিআই বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য কতটুকু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তৃতীয়ত, নাগরিকদের তথ্যের জন্য করা আবেদনে কর্তৃপক্ষসমূহ কেমন সাড়া দিচ্ছে।

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ হলো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার অনুরোধ বা আবেদন ছাড়াই কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইনে সাধারণত কর্তৃপক্ষসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য এবং স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি

সম্পর্কিত তথ্য উভয়টিই প্রকাশ করতে হয়। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রচার ও প্রকাশ) প্রবিধানমালা ২০১০-এর আলোকে সমস্ত সরকারি দপ্তরকে স্ব-প্রণোদিত প্রকাশযোগ্য একটি তালিকা ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়নের বাধ্যবাধ্যকতা রয়েছে। আরটিআই-পর্যবেক্ষকরা প্রতিটি কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করে কিনা বা অন্য কোনো উপায়ে প্রচার করে কিনা এবং সেগুলো নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে কিনা তা মূল্যায়ন করে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর মূল্যায়ন আইনের সামগ্রিক বাস্তবায়নে দুটো বিশেষ দিকের সাথে সম্পর্কিত। এক, আইনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সদাব্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এটি মূলত একটি নোডাল এজেন্সি, যা একটি মন্ত্রণালয়কে চিহ্নিত করে থাকে এবং যা এর অধীন বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং আরটিআই বাস্তবায়নকারী অন্যান্যদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এছাড়াও এ এজেন্সি সরকারি দপ্তরসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সঠিক মান নির্ধারণে সহায়তা করে। বাংলাদেশে ঘোষিত নোডাল এজেন্সির অনুপস্থিতিতে, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সে দায়িত্ব পালন করে। কোনো বিষয়ে স্পষ্টতার অভাবে যখন নাগরিকদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে বা সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হলে কার কাছে যেতে হবে তা স্পষ্ট করতে তারা কাজ করে। যদি কোনো অসঙ্গতি দূর করার প্রয়োজন হয় বা কোনোকিছু সংশোধন বা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হয়, সে দায়িত্বও তারা পালন করে থাকে।

দুই, প্রাতিষ্ঠানিক পরিমাপ- নাগরিকদের এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য এবং আইন বাস্তবায়নের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি স্বাধীন তথ্য অধিকার তদারকি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। বেশিরভাগ দেশেই বাংলাদেশের মতো তথ্য কমিশনকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইনকে কতটা কাজে লাগাতে পারছে, এটি কতটা স্বাধীন ও কার্যকর, এটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মান এবং এটি সরকারের কাছ থেকে কতটা প্রয়োজনীয় সহায়তা পায়, তার ওপর ভিত্তি করেই এ কমিশনের মূল্যায়ন করা যায়। বাংলাদেশের স্বাধীন তথ্য কমিশন যথাযথভাবেই তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে একথা স্বীকার করতেই হয়।

কর্তৃপক্ষসমূহ কীভাবে তথ্য অধিকার আইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ মোকাবেলা করে, তার মূল্যায়ন করাও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজি সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের উচিৎ এসডিজির বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত কর্তৃপক্ষসমূহের কাছে নিয়মিতভাবে আরটিআই আবেদন জমা দেওয়া (যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি সম্পর্কিত)। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পাশাপাশি নিশ্চিত হবে এসডিজির মসৃণ অগ্রগতি।

কর্তৃপক্ষসমূহ কতটা নিষ্ঠার সাথে আরটিআই আবেদনসমূহে সাড়া দিচ্ছে, তার সাথে এসডিজি অনেকাংশে সম্পর্কিত। আরটিআই আইনের প্রতি তাদের আনুগত্য এবং এই প্রক্রিয়াটি নাগরিকদের সাথে তাদের আচরণে পদ্ধতিগত পরিবর্তনে ইতিবাচক অবদান রাখছে কিনা তা এসডিজির অন্তর্ভুক্ত।

যদিও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষসমূহকে এখনই নাগরিকদের জন্য কতটা সহজলোভ্য করা উচিৎ, তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা বলাই যায় যে, তাদেরকে সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে নির্দেশনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার মধ্যে আরটিআই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তারা জনসাধারণের সরাসরি নজরদারিতে রয়েছে, একথা তাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাদের নেতিবাচক মূল্যায়ন এসডিজির সার্বিক মূল্যায়নকে প্রভাবিত করবে।

এসডিজি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের দৃঢ় ও নিবিড় অংশীদারিত্বের সুযোগ রয়েছে, যেমনটি তারা এমডিজি অর্জনে করে দেখিয়েছিলো। এটি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি 'উইন-উইন' পরিস্থিতি হতে পারে। কিন্তু একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে এসডিজি অর্জন করা যাবে না, আর এগুলো নিশ্চিত একমাত্র আরটিআই-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব।

# তথ্য অধিকার আইন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

**মোঃ তরিকুল ইসলাম**
সহকারী প্রোগ্রামার
তথ্য কমিশন

২০০৮ সালে বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতিহারে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ই-গভর্নেন্স চালু করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সরকার গঠনের পরপরই জাতীয় সংসদে পাস করা হয় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও দেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকের ক্ষমতায়ন, আইনের আওতাধীন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণীত হয়।

তথ্য অধিকার আইন একটি আধুনিক ও আইটি বান্ধব আইন। আইনটির শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ডিজিটালাইজেশনের। আইনের ৫(২) ও ১৩(৫)(ণ) ধারায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে। ৫(২) ধারায় উল্লেখ আছে যে, "প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কম্পিউটারে সংরক্ষণযোগ্য তথ্য যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।" ধারাটিকে বলা যেতে পারে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মানের আইনি ভিত্তি। সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় ডিজিটাল বাংলাদেশের ১ যুগে দেশব্যাপী এই নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে। দেশের সকল জেলা উপজেলাসহ প্রায় ৩,৮০০ ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় রয়েছে। পাশাপাশি মোবাইল সেলুলার নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে প্রতিটি জেলা-উপজেলা। সরকারি বিভিন্ন অফিস যাতে দ্রুত নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রায় ৮৯২টি ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম প্রদান করা হয়েছে যা পারস্পরিক সংযুক্ত রয়েছে উচ্চ গতির ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ৭৬০২ টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে তথ্য সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। আইনটির ১৩(৫)(ণ) ধারা অনুযায়ী তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) (পূর্ববর্তী নাম এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন) গঠিত হয়েছে যার সহযোগিতায় বাংলাদেশের জন্য পৃথিবীর বৃহৎ তথ্য বাতায়ন নির্মাণ করা হয়েছে। বাতায়নের আওতায় প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের জন্য একটি করে মোট ৩৩১৬৮ টি ওয়েবসাইট সংযুক্ত করা হয়েছে। এসকল ওয়েবসাইট তথ্যের অবাধ প্রবাহের গেটওয়ে হিসেবে কাজ করছে।

তথ্য কমিশন নিজেও আইটি চর্চা করছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। যেমন- আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করা হয় ভার্চুয়াল ও শারীরিক উপস্থিতির সমন্বয়ে। বিগত বছরের ন্যায় এবারও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ ভার্চুয়াল ও শারীরিক উপস্থিতির সমন্বয়ে উদ্‌যাপন করা হবে। তথ্য কমিশন অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল চালু করেছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫,২৮৫ জন্য সরকারী কর্মকর্তা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সনদ অর্জন করেছে। অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল ও অভিযোগ দায়ের জন্য তথ্য কমিশন আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে। সিস্টেমটি সিলেট জেলার সিলেট সদর ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় পাইলটিং করা হয়েছে। ধাপে ধাপে সারাদেশে সিস্টেমটি বাস্তবায়ন করা হবে। তথ্য কমিশনের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে শুনানীর মাধ্যমে নাগরিকের দায়েরকৃত অভিযোগের নিষ্পত্তি। তথ্য কমিশনের ডিজিটাল চর্চার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে শুনানী গ্রহণ প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজডকরণ। ২০১৯ সাল পর্যন্ত গৃহীত সকল অভিযোগের শুনানি সংশ্লিষ্ট সকলের শারীরিক উপস্থিতিতে তথ্য কমিশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে তথ্য কমিশনে প্রথমবারের মত ডিজিটাল পদ্ধতিতে শুনানি গ্রহণ করা হয়। আগারগাঁও এর তথ্য কমিশন হতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা ও লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার দুটি অভিযোগের শুনানি গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। এ পদ্ধতিতে সরকারের দেয়া ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোভিট-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাব রোধে ক্রমাগত লকডাউনে অফিস আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। এই অচলাবস্থায় নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ একটি নিরাপদ ও কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে তথ্য কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। তথ্য কমিশনে গত ২৭ জুলাই, ২০২০ তারিখে সম্পূর্ণ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (জুম এ্যাপসের মাধ্যমে) প্রথম শুনানী গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে যশোর সদর উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের শুনানী গ্রহণ করে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২০ সালে তথ্য কমিশন ৬২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করে তার মধ্যে ৫৪টি অভিযোগ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এবং ০৮টি অভিযোগ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হয়।

ভার্চুয়াল হিয়ারিং তথ্য কমিশনের একটি সফল উদ্ভাবন। একটি সফল উদ্ভাবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক থাকে। এগুলো হচ্ছে এর সময়, শ্রম ও ব্যয় হ্রাস করা। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অভিযোগকারী (১ম পক্ষ) এবং অভিযুক্ত (২য় পক্ষ) সকলকে শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে হয়। এতে তাঁদের অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়। অন্যদিকে ভার্চুয়াল শুনানিতে ১ম পক্ষ এবং ২য় পক্ষ ঢাকাস্থ তথ্য কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হতে হয় না, নিজ বাড়িতে অবস্থান করে শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ফলে একদিকে যেমন সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ী হয় তেমনি যাতায়াতের ভোগান্তি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানির জন্য একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয় ইন্টারনেট এবং একটি সাধারণ স্মার্ট ফোন অথবা একটি কম্পিউটার। যাদের এসকল সুবিধা নেই তারা নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে (ইউডিসি) গিয়ে তথ্য কমিশনের ভার্চুয়াল শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এভাবে তথ্য কমিশন শুনানি গ্রহণ সেবাকে নাগরিকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে অনলাইনে।

তথ্য অধিকার আইন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ পরস্পরের পরিপূরক। দেশ যতবেশি ডিজিটালাইজড হবে নাগরিকের তথ্যে অভিগমন তত সহজ হবে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন তরান্বিত হবে।

# তথ্য অধিকারের চর্চা: খসড়া কিছু উপলব্ধি

**বাবুল চন্দ্র সূত্রধর**
টিম মেম্বার, আরটিআই, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একযুগ পাড়ি দিচ্ছে। আইনটি পাস হওয়ার পর থেকে দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে শহরে-নগরে আইনটির ব্যবহার হচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারী সেবা সংস্থা শুরু থেকেই আইনটিকে দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর লোকজনের অধিকার আদায়ের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার করতে থাকে। সুধীজন-খ্যাত অনেক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান আইনটি সাধারণ মানুষের কাছে সহজীকরণের লক্ষ্যে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। সরকারের তথ্য কমিশনও এসব উদ্যোগকে বেশ গুরুত্ব প্রদান করছে। আবার আইনটির ব্যবহারে সকল নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তথ্য কমিশন নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে এই আইনটি ব্যবহার করছেন, উপকৃত হচ্ছেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশে যেকোন আইন প্রণয়নের পেছনে জনগণের কল্যাণের বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচিত হয়। কিন্তু আইনের সার্থক ব্যবহারের জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিশন সবক্ষেত্রে দেখা যায় না, যেটি তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এতে করে আইনটির ব্যবহারিক গুরুত্ব এবং এর দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত সংস্থা তথ্য কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

তথ্য অধিকার আইন চর্চার তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য নির্দিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করবেন (ধারা ৮.১)। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উত্তর না পেলে বা প্রাপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে তথ্যপ্রার্থী দ্বিতীয় ধাপে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপীল আবেদন করবেন। আপীল কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য দানের নির্দেশ দেবেন অথবা গ্রহণযোগ্য না হলে আবেদন খারিজ করবেন (ধারা ২৪.৩ ক ও খ)। এর কোনটিই না হলে তথ্যপ্রার্থী তৃতীয় ধাপে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করবেন। তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিনের মধ্যে তথ্যপ্রার্থী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে শুনানীর ব্যবস্থা করে তথ্যপ্রাপ্তির যথাবিহিত উপায় সম্পর্কে নির্দেশনা দান করেন। আর, যদি সাক্ষ্য, প্রমাণ, তদন্ত ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে এর নিষ্পত্তি করবেন (ধারা ২৫.১০)।

এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে:

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আপীল কর্তৃপক্ষকেও শুনানিতে উপস্থিত করা প্রয়োজন, কেননা, তথ্য না দেওয়া বা খণ্ডিত তথ্য দেওয়ার দায়ভার আপীল কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই এড়াতে পারেন না।

২. প্রাপ্ত অভিযোগের শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে তা বেশ দীর্ঘ, যাতে করে একজন তথ্যপ্রার্থী হতাশ হয়ে পড়তে পারেন। যেহেতু আইনে ৪৫ ক্ষেত্রবিশেষে ৭৫) "দিনের মধ্যে" বলা হয়েছে, তাই কমিশন ইচ্ছা করলে আরো কম সময়ের মধ্যে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। কারণ, তথ্য কমিশন "নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ" করার ক্ষমতা রাখেন (ধারা ১৩.৫.গ)। প্রসঙ্গত, আমি তথ্য কমিশনকে ধন্যবাদ দেই এই কারণে যে, তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ শুনানিতে এসে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন খুব গর্বিত হন। একজন বয়স্ক নারী তথ্যপ্রার্থী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'দেশে আমাদের জন্য যে অনেক বড় মানুষরাও ভাবেন, প্রথমবারের মত তা জানলাম। না হলে তথ্য না দেওয়ার জন্য .. .. অফিসার আমার কাছে নত হবেন কেন?' মানুষের এই যে মানসিক তৃপ্তি, তা অন্য কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। এ তৃপ্তি মালিকনার তৃপ্তি, অধিকারের তৃপ্তি, আবার দায়িত্বের তৃপ্তিও!

তথ্যের আবেদন-প্রক্রিয়া নিয়েও একটু বলতে চাই। তথ্য কমিশনের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী, আবেদনপত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবীসহ বিস্তারিত ঠিকানা উল্লেখ করতে হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে কর্মকর্তার নাম সংগ্রহ করা একটি হয়রানির ব্যাপার বটে। দূরবর্তী গ্রামের তথ্যপ্রার্থীকে আরো ঝামেলায় পড়তে হয়। রিইব-এর এক সেমিনারে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমেদ বলেছিলেন যে, একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রে তার নাম না থাকায় তিনি তথ্য প্রদান করেননি; যথানিয়মে বিষয়টি তথ্য কমিশনে এলে তিনি ঐ কর্মকর্তাকে প্রশ্ন রাখেন, তথ্যটি আপনার এখতিয়ারভুক্ত কিনা? কর্মকর্তা হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। তাহলে প্রার্থীকে তথ্যটি আপনার দিয়ে দেওয়া উচিৎ বলে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার বিষয়টির সুরাহা করেন। এটি নিশ্চয়ই জনবান্ধব ও প্রশংসনীয় একটি পদক্ষেপ। তথ্য আবেদনের খামের ওপর দপ্তরের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানার সাথে "তথ্য আবেদন" কথাটি লেখা থাকাই যথেষ্ট আমি মনে করি।

তথ্য আবেদন জমাদানের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হল রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে তা প্রেরণ করা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ডাকবিভাগের কতিপয় কর্মকর্তার গাফিলাতি ও অসহযোগিতামূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। কার চিঠি, কেন তথ্য, কিসের তথ্য, ঠিকানায় উভয় পক্ষের ফোন নাম্বার নেই কেন, এখন চিঠি রেজিষ্ট্রি করা যাবে না, পরে আসুন- এ ধরনের অবান্তর কথা শুনতে হয়। ডাক বিভাগকে কি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি? এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সজাগ হওয়া প্রয়োজন।

আর একটি বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি। যেহেতু তথ্য অধিকার আইন দেশের নাগরিকের একটি বিশেষ অধিকার চর্চার মাধ্যমে অন্যান্য অধিকার উপভোগের রক্ষাকবচ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, সেহেতু যত জায়গায় একজন নাগরিকের অধিকারের প্রশ্ন জড়িত, তত জায়গায় এই আইন প্রয়োগ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেমন, ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নের বিষয়টি জড়িত নয় বলে এদেরকে তথ্য অধিকার আইনের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কথা হল, এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক দিক তথা আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি, আমদানী-রপ্তানী, শুল্ক-আবগারী প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়ত গেল না. কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী বা সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোন জনের অধিকারের বিষয় জড়িত, সেখানে সরাসরি তথ্য চাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, বেসরকারি চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে মাঝে মাঝেই ভুল চিকিৎসার অভিযোগ প্রচার মাধ্যমে পাওয়া যায়; এক্ষেত্রে সরাসরি তথ্য অধিকারের চর্চার মাধ্যমে এহেন ভুলের ত্বরিৎ সুরাহা করা সম্ভব। অন্তত অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে আইনটিকে সার্বজনীন করে তোলা খুব দরকার।

নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা ও যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা ধারা ১৩(৪)(ঙ) তথ্য কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। বর্ণিত বাধাগুলো সদয় বিবেচনায় রাখার জন্য সবিনয় আবেদন জানাই।

তথ্যপ্রার্থী হিসেবেও একজন নাগরিকের কিছু দায়-দায়িত্ব থেকে যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুধু তথ্য প্রদানের জন্য অফিসে বসেন না, তার বহুবিধ দাপ্তরিক কাজকর্ম থাকে। শুধু একজন কর্মকর্তাকে ব্যস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে তথ্য আবেদন না করাই উচিৎ। তথ্যের ব্যবহারিক গুরুত্ব অর্থাৎ তথ্যটি ব্যক্তি বা সমাজের কী উপকারে আসবে, সেটি সুনির্দিষ্টভাবে একজন তথ্য প্রদানকারীর উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে হবে। এমন ঘটনাও রয়েছে যে, একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রস্তুত করে তথ্যপ্রার্থীকে ফটোকপি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করার পরও তিনি তথ্য আনতে যাননি। তথ্যপ্রার্থী ও একইসাথে তথ্য আবেদনে উৎসাহ প্রদানকরীকে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। তথ্য কমিশন ও তথ্য অধিকার আইনের চর্চাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদনে তথ্যের ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকের উপকারের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকাও দরকার। আবেদন করে তথ্য পাওয়াই যেন শেষ কিছু না হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও যদি তাদের দপ্তরের তথ্যগুলো সবসময় হালনাগাদ করে রাখেন, তাহলে তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়াটি সহজতর হয়ে উঠতে পারে।

তথ্য অধিকার আইনের মুখবন্ধে জনগণকে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক বলে সম্মানিত করা হয়েছে। তাই তথ্য অধিকার নিছক কোন অধিকারের বিষয় নয়, দেশের মালিক হিসেবে সকল ক্ষেত্রে জনগণের তদারকি করার দায়িত্বও বটে। এ উদ্দেশ্যে তথ্যকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী মহলের কর্তব্য হল সমাজসেবা, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন প্রভৃতি দপ্তর থেকে সেবা পাওয়ার মধ্যে সীমিত না থেকে নাগরিকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেওয়া, যাতে করে সরকারের যেকোন প্রকল্প বা উদ্যোগের ওপর আইনগতভাবে যেকোন নাগরিক তার মালিকানার দায়িত্ব পালন করতে পারেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন্। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের মাতৃপ্রতিম দেশ এগিয়ে যাবে, তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ সে নিশ্চয়তা দিতে পারে।

# তথ্য অধিকার আইন: আমাদের লোক সংগীত

**মোঃ মাহবুব আক্তার**
কর্মসুচি কর্মকর্তা, নাগরিক উদ্যোগ

২০১৫ সালে জাতিসংঘে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বা ২০৩০ এজেন্ডা গৃহীত হওয়ায় পৃথিবীব্যাপী উন্নয়ন চিন্তায় ও কর্মকাণ্ডে এক নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশেও এর বাইরে নয়। যে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে এর এরমূলমন্ত্র হচ্ছে "কাউকে পিছনে ফেলে নয়" (No one will be left behind) নীতি অনুসরণ। এরমধ্যে অভিষ্ট ১৬ হচ্ছে "টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি"।

আমার লেখার শিরোনাম "তথ্য অধিকার আইন: আমাদের লোক সংগীত" এরসাথে এসডিজি'র কি সম্পর্ক বা অভিষ্ট ১৬'র যোগসূত্র কী? এসডিজি'র মূলমন্ত্র হলো "কাউকে পিছনে ফেলে নয়"। এটা বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন তথ্য এবং এই তথ্য পাওয়ার জন্য যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হালো তথ্য পাওয়ার আইনি স্বীকৃতি। যা তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, প্রচার এবং প্রসারের জন্য সরকার ২০১৮ সালের মে মাসে ৪টি কমিটি গঠন করেছে। কমিটিগুলো হলো;১. তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় কমিটি), ২. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরীবিক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, ৩. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরীবিক্ষণ জেলা কমিটি এবং ৪. তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ উপজেলা কমিটি।

তথ্য অধিকার আ্ইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন সহ সরকার গঠিত ৪টি কমিটি এবং বেসরকারি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ আইন পাস হলেও আমরা এখনো আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারিনি। অর্থাৎ বিশাল জনগোষ্ঠী এখনো এই আইন সম্পর্কে অবহিত নয়। তাদের কাছে তথ্য অধিকার আইন লোক সংগীতের মাধ্যমে পৌছানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

লোকসংগীত বাংলাদেশের সংগীতের একটি অন্যতম ধারা। এটি মূলত বাংলার নিজস্ব সংগীত। গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনের কথা, সুখ দুঃখের কথা ফুটে ওঠে এই সংগীতে। লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য হলো: মৌখিকভাবে লোকসমাজে প্রচারিত, সম্মিলিত বা একক কণ্ঠে গাওয়া যেতে পারে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষের মুখে মুখে এর বিকাশ ঘটে, সাধারণ নিরক্ষর মানুষের রচনায় এবং সুরে এর প্রকাশ ঘটে, আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারিত হয়, প্রকৃতির প্রাধান্য বেশি এবং দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ প্রকাশ পায়। আমরা জানি লোক সংগীতের অন্যতম একটি ধারা "গম্ভীরা"। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদা অঞ্চলে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। এই ধারা ব্যবহার করে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হয়। যা সহজেই মানুষ গ্রহণ করেছেন এবং মুখে মুখে প্রচার করছেন এবং সেইসাথে দীর্ঘদিন মনে রাখছেন।

নাগরিক উদ্যোগ "তথ্য অধিকার আইন" প্রচারের জন্য কর্মএলাকায় শুরুতেই ৫টি লোক সংগীতের দল গঠন করেছিল এবং বর্তমানে আরো ৩টি লোকসংগীতের দল গঠন করেছে। এই দলের মাধ্যমে নাগরিক উদ্যোগ তথ্য অধিকার আইন প্রচার সহ নাগরিক উদ্যোগ'র কার্যক্রম লোকগান এবং অভিনয়ের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে থাকে। বর্তমানে এই গানের দলের মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গ্রামে গ্রামে লোকগান ও অভিনয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা হচ্ছে।

নাগরিক উদ্যোগ'র তথ্য বহুল লোকগান পরিবেশনায় গানের সাথে অভিনয় যুক্ত করায় দর্শকগণ আনন্দের সাথে এটা উপভোগ করেন। গানের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয় স্থানীয় ভাষায় এবং প্রচলিত গানের সুরে। এতে দর্শক গানগুলো শুনতে আগ্রহী হন এবং বিষয়গুলো সহজেই মনে রাখার চেষ্টা করেন। বিষয়ভিত্তিক মূল গান পরিবেশনার আগে গানের দল বিভিন্ন গান গেয়ে দর্শক জমায়েত করেন। এরপর গানের উদ্দেশ্য এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জানানোর আগে তাদের

এলাকার সমস্যার বিষয়ে এবং ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদেরকে গানের অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয় এবং তাদের দেয়া প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আইনের গুরুত্ব এবং এই আইন তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে কিভাবে সহায়ক হবে, তা জানানো হয়। যেহেতু প্রশ্নগুলো থাকে দর্শকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং সামাজিক বিষয়। তখন তারা এই বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহী হয়ে থাকেন। যেমন: গ্রামের রাস্তা-ঘাট মেরামত করা হয়। কিন্তু দেখা যায় নিম্ন মানের উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে এই ব্যাপরে কোন কিছু করা যায় কিনা? ইউনিয়ন পরিষদে যে ভাতা আসে সে বিষয়ে তারা জানেন কি না, সরকার ঘোষিত বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কে কিভাবে জানা যাবে, এইসব ভাতা পাওয়ার জন্য কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন এই ধরণের বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। আগত দর্শকগণ বলেন যে, এটা আমরা কিভাবে জানবো? এটা তো সরকারি কাজ। এটা তো আমরা জানতে পারি না। তখন গান এবং কথার মাধ্যমে "জনগণের ক্ষমতা কি? কিভাবে তারা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, তথ্য অধিকার আইন তাদের জন্য কতটা সহায়ক এই সব বিষয়ে সহজ ভাষায় একটি ধারণা দেয়া হয়।

লোকসংগীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি এলাকার অনেক বয়সের মানুষকে একত্রিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে শত শত মানুষ গান উপভোগ করার মাধ্যমে আইনের বিষয়ে সহজেই জানতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক আগ্রহী যুব প্রতিনিধি আছেন, যারা সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবেন এবং তারা সমাজের জন্য কাজ করার তাগিদ বোধ করেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, কিভাবে শুরু করবেন এই তথ্যগুলোর অভাবে তারা কোন উদ্যোগ নিতে পারেন না। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক লোকগানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা তাদের অজানা বিষয়গুলো জানার একটা সুযোগ পাবেন।

তথ্য জানার মাধ্যমে তারা ক্ষমতায়িত হবেন। তারা যে দেশের মালিক এবং তাদের যে ক্ষমতা আছে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি যেকোন প্রতিষ্ঠানের তথ্য চাওয়ার (কিছু তথ্য বাদে), এই অভিগম্যতা বিষয়ে যখন দেশের মানুষ নিশ্চিত হবেন। তখন তাদের প্রয়োজনেই তারা এগিয়ে আসবেন। কারণ তথ্য মানুষকে ক্ষমতায়িত করে, তার অধিকার আদায়ে সহায়ক হয়, তারা অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত থাকেন। পাশাপাশি সরকার প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে, তাদের পাওনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। লক্ষ্য করলে দেখবো অভিষ্ট ১৬ তে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো "শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি"। এটা বাস্তবায়ন সম্ভব তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে। সেইজন্য গ্রামে গ্রামে যত বেশি তথ্য অধিকার আইন ভিত্তিক লোক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে, ততবেশি জনগণ এই আইন সম্পর্কে জানাটা সহজ হবে বলে ধরে নেয়া যায়। সেইসাথে এসডিজি'র মূলমন্ত্র হচ্ছে "কাউকে পিছনে ফেলে নয়" (No one will be left behind) নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। কারণ অনেক বিশেষজ্ঞগণ মনে করে থাকেন টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি)-এর টাচ্ স্টোন হচ্ছে অভিষ্ট ১৬। অর্থাৎ "টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি"। আর এটা বাস্তবায়ন করা গেলে আমরা একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো, যা আমাদের সবার প্রত্যাশা।

# তথ্য অধিকার আইন - হাতে তুলে দিল প্রাপ্য আট লক্ষ টাকা

**মো: মাহমুদ হাসান রাসেল**
উন্নয়ন গবেষক এবং আর টি আই এক্টিভিষ্ট

লেখার শুরুতেই ধন্যবাদ দিতে চাই তথ্য কমিশনকে। কারণ তথ্য কমিশন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আরো বেশি সোচ্চার হয়েছে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পথে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নাগরিকগণ এই আইনটি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে যেসব বাঁধা বিপত্তির সম্মুখিন হতে পারে তা দুর করা এবং দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শনকারী কর্মকর্তাদের নাগরিকদের তথ্য প্রদানে বাধ্য করার প্রবণতা দেখিয়ে চলেছে তথ্য কমিশন। আজ আমি লেখনিতে এমনই একটা সফল গল্প তুলে ধরব যা তথ্য কমিশন সংক্রান্ত আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে।

আমি আজ আমার লেখনিতে তুলে ধরবো বেলায়েত হোসেনের জীবন বদলে দেয়া একটি সতেজ ঘটনা। লালমনিরহাট জেলার বেলায়েত হোসেন দীর্ঘ ১৬ বছর কাঠ-খড় পুড়িয়েও আদায় করতে না পারা ন্যয্য আট লক্ষ টাকা হাতে বুঝে পেয়েছেন শুধুমাত্র তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের কারণেই। এই আইন প্রয়োগের পূর্বে বিভিন্নভাবে চেষ্টার মধ্যে উকিল নোটিশ পাঠানোর চেষ্টাও বাদ দেননি বেলায়েত হোসেন। অবশেষে একমাত্র তথ্য অধিকার আইনই দূর করেছে হতাশ বেলায়েতের কংক্রিটতুল্য হতাশাকে।

২০০৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও জনাব বেলায়েত কোনো কূল কিনারা করতে পারছিলেন না তার সমস্যার সমাধানের। অবশেষে তথ্য অধিকার আইন এর প্রয়োগ ২০২১ সালে বেলায়েত হোসেনের হাতে তুলে দিয়েছে প্রাপ্য আট লক্ষ টাকা।

গত চার মার্চ ২০২১ তারিখে জনাব মো: বেলায়েত হোসেন লালমনিরহাট পোষ্ট অফিস থেকে বুঝে পেয়েছেন তার প্রাপ্য সঞ্চয়ের আট লক্ষ টাকা (৮.০০,০০০ টাকা)। তবে এই বিশাল অংকের অর্থ হাতে বুঝে পাওয়ার আগে তার ২০০৫ সাল থেকে যে পরিমাণ কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে তা আমাদের প্রত্যেকের জানা উচিৎ। কারণ এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিখন যা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আমি মনে করি।

তিনি গত ২১/০৩/২০০৫ এবং ২২/০৩/২০০৫ তারিখে তার নামিয় লালমনিরহাট প্রধান ডাকঘরে মেয়াদী হিসাব নম্বর FD- ৪১৮৭ তে যথাক্রমে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) এবং ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জমা প্রদান করেছিলেন। এরপর উক্ত টাকা মুনাফাসহ উত্তোলোনের জন্য ২০১১ সালের মার্চ মাসে লালমনিরহাট প্রধান ডাকঘরে গিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করলে তাকে দায়িত্বরত পোষ্ট মাষ্টার জানান যে, তিনি যদি টাকা তুলে নেন তবে সারে পাঁচ বছরের মুনাফা পাবেন। কিন্তু তিনি যদি আরো কিছুদিন টাকাটা সঞ্চয় করেন তবে অনেক বেশি মুনাফা পাবেন। তাই তিনি ঐ টাকা উত্তোলন করা থেকে বিরত থাকেন।

এরপর ২৫/১০/২০১৫ তারিখে প্রাপ্য টাকা উত্তোলনের জন্য লালমনিরহাট প্রধান ডাকঘরে যোগাযোগ করলে দায়িত্বরত পোষ্টমাষ্টার মহোদয় ৩ কপি পি.পি ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, পাশ বই এর ফটোকপি এবং বিলম্বে টাকা উত্তোলনের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আবেদন পত্র দাখিল করতে বলেন। চাহিদা মোতাবেক বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ১৫/১১/২০১৫ তারিখে উক্ত দপ্তরে দাখিল করেন। আবেদনপত্র দাখিলের পরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরেও কোনো জবাব না পাওয়ায় জনাব বেলায়েত ০৫/০১/২০১৬ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তার প্রেক্ষিতে ডিপিএমজি রংপুর বিভাগ, রংপুর তার পত্র নম্বর: সঞ্চয়/কর/পার্ট-০৮/২০১৫-১৬ তারিখ ২৭/১২/২০১৫ মাধ্যমে জনাব রশিদুর রহমান, পোষ্ট অফিস পরিদর্শক (প্রশিক্ষক), ডাক প্রশিক্ষন কেন্দ্র, রাজশাহী সংযুক্ত বিভাগীয় অফিস রংপুরকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তার পত্রের প্রেক্ষিতে জনাব বেলায়েত মূল পাশ বই এবং মূল জাতীয় পত্রসহ ১৭/০১/২০১৬ তারিখে লালমনিরহাট প্রধান ডাকঘরে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তারপরও কোন অগ্রগতি না হওয়ায় পূনরায় ০২/০৩/২০১৬ এবং ২০/০৪/২০১৬ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করেন। তারপরও কর্তৃপক্ষের কোন সাড়া না পাওয়ায় তিনি নিরাশ হয়ে পরেন।

এরপর সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন এর রংপুর বিভাগীয় সম্পাদক জনাব বেনজু এর পরামর্শে আমার সাথে যোগযোগ করেন। আমি জনাব বেলায়েৎ হোসেনের সকল কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করে ক ফরমে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করি। তিনি আবেদন করতে রাজি হন একটি শর্তে। তা হলো আমাকেই তার আবেদন তৈরি এবং ভবিষ্যতে যদি আপীল, অভিযোগ এসব করার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। আমার কাছে তার এই শর্তটি বেশ লোভনীয় ছিলো। কারণ আমার ধ্যান আর জ্ঞান জুড়ে শুধুই তথ্য অধিকার আইনের চর্চা।

পরবর্তীতে ক ফরমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে বলা হয় মেয়াদী হিসাব নম্বর FD- ৪১৮৭, উক্ত হিসাবে ২১/০৩/২০০৫ ইং তারিখে জমাকৃত টা:২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) ২২/০৩/২০০৫ ইং তারিখে জমাকৃত টা: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) সর্বমোট টা: ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা উত্তোলনের জন্য গত ১৫/১১/২০১৫ , ১৭/০১/২০১৬, ০২/০৩/২০১৬, ২০/০৪/২০১৬, ০৭/০৬/২০১৬, ২৯/০৮/২০১৬, ২৭/১০/২০১৬ এবং ০২/০৩/২০১৭ ইং তারিখে আবেদন পত্র দাখিল করা সত্বেও কোনো উত্তর বা টাকা প্রদান করা হয় নাই। তাই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮ এর ১ ধারা অনুযায়ি নিম্নের বিষয়গুলো জানতে চান:

- প্রাপ্য টাকা প্রদান না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কতটি সভা হয়েছিলো?
- এই বিষয় সংক্রান্ত প্রত্যেকটি সভার উপস্থিতির স্বাক্ষর পত্রের কপি এবং উক্ত সভার এজেন্ডা এবং সিদ্ধান্ত সমূহের কপি চেয়েছিলেন;

কিন্তু আবেদন পরবর্তি উত্তর দেয়ার জন্য নির্ধারণকৃত ২০ কার্য্যদিবস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও কোনো উত্তর না দেয়ায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল করে বলেন,

প্রধান ডাকঘরের মেয়াদী হিসাব নম্বর FD- ৪১৮৭, উক্ত হিসাবে ২১/০৩/২০০৫ ইং তারিখে জমাকৃত টা:২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) ২২/০৩/২০০৫ ইং তারিখে জমাকৃত টা: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) সর্বমোট টা: ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা উত্তোলনের জন্য গত ১৫/১১/২০১৫ , ১৭/০১/২০১৬, ০২/০৩/২০১৬, ২০/০৪/২০১৬, ০৭/০৬/২০১৬, ২৯/০৮/২০১৬, ২৭/১০/২০১৬ এবং ০২/০৩/২০১৭ ইং তারিখে আবেদন পত্র দাখিল করা সত্বেও কোনো উত্তর বা টাকা প্রদান করা হয় নাই। তাই তিনি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮ এর ১ ধারা অনুযায়ী নিম্নের বিষয়গুলো জানতে চেয়ে সহকারী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল (ক: ও স:) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী বরাবরে গত ২০/০৩/২০২০ তারিখে আবেদন করেছিলেন।

তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নিয়ম থাকলেও চাহিত তথ্য প্রদান না করায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ২৪ ধারা মতে জনাব শামসুল আলম, পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ও আপীল কতৃপক্ষ, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী বরাবরে গত ২৩/০৬/২০২০ তারিখে আপীল করেছিলেন। যার প্রেক্ষিতে গত ০৯/০৭/২০২০ তারিখে ইস্যুকৃত চিঠির মাধ্যমে তাকে জনানো হয় যে, তার মামলাটি নিস্পত্তির স্বার্থে আলোচ্য মেয়াদী হিসাবে জমাকৃত টাকা উত্তোলনের দাবী যাচাইঅন্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, রংপুর বিভাগ, রংপুর কে বলা হয়েছে। তাই তিনি পুনরায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮ এর ১ ধারা অনুযায়ী নিম্নের বিষয়গুলো জানতে চেয়ে ঐ কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করে জানতে চান:

- তার ন্যায্য দাবীকৃত প্রাপ্য টাকা তাকে প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কীনা?
- যদি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে তাহলে ঐ সিদ্ধান্তসমূহ কী কী?
- গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

যার প্রেক্ষিতে গত ০৯/০৭/২০২০ তারিখে ইস্যুকৃত চিঠির মাধ্যমে তাকে জনানো হয়েছিলো যে, তার মামলাটি নিস্পত্তির স্বার্থে আলোচ্য মেয়াদী হিসাবে জমাকৃত টাকা উত্তোলনের দাবী যাচাইঅন্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, রংপুর বিভাগ, রংপুর কে বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের কাজের কোনো অগ্রগতি চোখে না পরায় তিনি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮ এর ১ ধারা অনুযায়ী নিম্নের বিষয়গুলো জানতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন,

ক) জনাব মো: রশিদুর রহমান, পোষ্ট অফিস পরিদর্শন (প্রশিক্ষক) ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী সংযুক্ত বিভাগীয় অফিস রংপুর কর্তৃক গত ১৭/০১/২০১৬ তারিখের এতদসংক্রান্ত বিষয়ের তদন্ত প্রতিবেদনের কপি চেয়েছিলেন;

খ) ২০০৫ সালে বাংলাদেশে ডাক বিভাগের ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়দী হিসাবে ৩,০০০০০/- টাকা জমা প্রদান করিলে জমাকৃত টাকার আয়ের উৎসের প্রত্যয়ন পত্র দিতে হয়। এই বিধানের স্বপক্ষে কোনো পরিপত্র আছে কীনা? যদি থাকে তবে উক্ত পরিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি চেয়েছিলেন;

গ) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাবে টাকা জমা প্রদান এবং উত্তোলন সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালার কপি চেয়েছিলেন;

ঘ) সঞ্চয় সংক্রান্ত দীর্ঘদিন বিরতির পর বিশ্বাসযোগ্য কোন কোন বিষয়ে দালিলিক প্রমাণ প্রদান করার নিয়ম আছে, তা জানতে চেয়েছিলেন। এতদসংক্রান্ত নীতিমালার কপি চেয়েছিলেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও তা করেননি। পরবর্তিতে তিনি পোষ্ট মাস্টার জেনারেল ও আপীল কর্তৃপক্ষ, পোষ্ট মাস্টার জেনারেল, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী বরাবর তথ্য অধিকার আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী আপীল আবেদন প্রেরণ করেন। এরপর তার আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো তথ্য প্রদান না করায় তিনি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ২৫ ধারা মতে তথ্য কমিশনে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দাখিল করেন। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে দুই পক্ষের জবাবের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ে বলা হয় যে, অভিযোগকারী ঐ অর্থ প্রাপ্তির ন্যয্য দাবীদার। ফলে তার দাবীকৃত অর্থ তাকে প্রদান করা হোক। এরপর ডাকঘর কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট তারিখে জনাব বেলায়েত হোসেনকে ৮,০০,০০০(আট লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। জনাব বেলায়েত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, তিনি তথ্য কমিশনের কাছে আজীবন ঋণী হয়ে থাকবেন। সেই সাথে আমাকে এবং জনাব বনজুকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

আমি মনে করি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বেলায়েৎ হোসেনের এই সফলতা আবারো প্রমাণ করলো যে, তথ্য অধিকার আইন মানুষের যেকোনো জটিল সমস্যার সহজ সমাধান।

# The 'RTI' factor and its consequence

**Tania Pervin**
A freelance writer,
Former writer of the daily Ittefaq

There is a saying, 'information is an integral driving force of our daily life'. There is no area left where there is an option to deny the importance of this information. In a sense, our whole life is immersed in a sea of deep information. Now the question may arise, is it important to know all this innumerable information! Most probably not! In a word, the answer would be, considering the reality of our life; we need to know such information that is closely connected to us and that helps to increase one's personal growth, enabling an individual to make their own decisions.

Though the right to know the Information is considered as one of the basic human rights, the way of achieving that right is not much easier. In developing countries like ours, this crisis is even more apparent. The reasons are many, like the long-standing socio-cultural norms, masculinity, the absence of gender sensitive policies, gender inequality in the exercise of the right to information etc. But it's a matter of relief that the situation is changing gradually. People are getting concerned about their rights and claim accordingly to the respective authorities; that is really great indeed!

Needless to say that the enactment of RTI Act created enormous hope for civil society organizations as it was thought that people's aspiration to receive their basic services would be realized and public institutions would be more responsive towards legitimate demand and needs of people. It is seen that the demand for information not only assists people in realizing their rights but also to make public institutions accountable making the governance system more people centric. This is because; the RTI Act has created a platform through which people from all walks of life and communities can now access their desired and necessary information. This Act has brought many positive changes in terms of openness of Government towards sharing of information and is slowly merging out of the culture of secrecy which remained previously.

Under the RTI ACT-2009, the Government officers can give information freely, as the Act has given them courage to provide information. Concerned authority has appointed designated officers at most levels of government structures. Authorities are now proactive to set up information desks, displaying citizens' charter, duty rosters, informing about allocation and review of the total Tender process, receiving calls from local people even in mid night, answering queries and taking actions are notable changes after RTI Act implementation. All these are good practices emerging after enactment of the RTI Act. Simultaneously, demand side community people can now have the courage to ask for information; and make the authority accountable if they are not happy with their performances and can challenge authority if they are deprived from basic services. It should be kept in mind that the demand side population is the main user of the RTI Act, so this Act will not be effective if more interest

is not generated. The main purpose of enactment was to make the demand side empowered with information so that they can change their lives in a positive way and lessen misuse of resources. This is such an Act that has created a platform through which people from all walks of life and communities can now access their desired and necessary information, which are favorable for them. However, it is important to note that the key factor of the RTI Act is to promote and lead to the good governance of the country. There is a close link between Right to Information and Good governance. Good governance is characterized by transparency, accountability and responsiveness; these all are bound up with Right to Information. In the absence of information on this issue, people can‘t live a dignified life in society.

In Bangladesh, many schemes are already prevailing which have been introduced targeting populations in vulnerable situations, like widows, old age, and Adivasi people among others. As poor and disadvantaged people are vulnerable, they face difficulty in getting information about state offered services related to their lives and livelihood.

In this consequence, RTI can serve as a key factor to capacitate people with informed choice and opinion to enjoy their basic right to essential services. The poor women from remote villages are now getting information on government safety net programmes including vulnerable group development (VGD), vulnerable group feeding (VGF) cards and maternal health vouchers. Farmers and fishermen are now seeking and receiving information that is helping them to improve their livelihoods. All these can contribute to improve the lives and livelihoods of people, especially the vulnerable and marginalized.

Since the prime objective of the Act is to ensure transparency and accountability in governance, integrating RTI Act will help in promoting good governance. On the other hand, targeted beneficiaries will be able to receive services offered by the government and non-government organisations. The Act has created a tremendous opportunity to make a strong bridge between the government and the mass. By proper utilization of the Act, we can help the government to ensure that public authorities abide by the law and arbitrary decision-making is replaced by transparent and accountable governance. As we are now legally empowered, we have the power to contribute in good-governance, democracy and strengthen public institutions by practicing this use of act to our day to day lives.

In the end, we can say that the Right to Information (RTI) comes towards us as a magic wand of Aladin which helps to overcome our sustained hassles shedding the light to remove the darkness of a long standing stereotyped socio-political situation. It’s our earnest hope and aspiration that the people of our country may realize the importance of the power of Right to information (RTI) and exercise the right in order to reduce the corruption for establishing good governance in our society. Only then an enabling environment may create which we are dreaming of where people of all classes get benefitted by its blessings.

# তথ্য আমার অধিকার
# জানতে হবে সবার

- চাইলে তথ্য জনগণ
  দিতে বাধ্য প্রশাসন
- সংকটকালে তথ্য পেলে
  জনগণের মুক্তি মেলে
- তথ্য পেলে জনগণ
  নিশ্চিত হবে সুশাসন।
- তথ্য পাবে জনগণ
  তথ্যে সবার উন্নয়ন
- সবাই মিলে তথ্য দিলে
  আলোকিত সমাজ মিলে
- সুশাসন আর সুন্দর ধরা
  তথ্য ছাড়া যায় না গড়া
- তথ্য পেলে মুক্তি মেলে
  সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে
- তথ্য দিয়ে গড়ব দেশ
  মিলবে সোনার বাংলাদেশ

তথ্য কমিশন

**তথ্য কমিশন**
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৪৮১১৭৬৭৯ ফ্যাক্স: ০২-৯১১০৬৩৮
ই-মেইল: secretary@infocom.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.infocom.gov.bd